NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com

৮ কোহলি রানে ফিরবেন ফাইনালেই, আশা দ্রাবিড়ের

'দ্রাবিড়ের জন্য বিশ্বকাপ জিতুক ভারত' ৮

কলকাতা ২৯ জুন ২০২৪ ১৪ আষাঢ় ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.6.2024, Vol.18, Issue No. 20, 8 Pages, Price 3.00

শনিবার টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ২০১১ থেকে ২০২৪-১৩ বছরের খরা কাটিয়ে কি শেষ হাসি হাসবেন রোহিতরা? ২০১৪-র টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে হারের স্মৃতিও কি মুছে যাবে দশ বছর পর। *ছবি: এক্স*

দিল্লি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে টার্মিনালের ছাদ ধসে মৃত এক

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন: সাত সকালের প্রবল বর্ষণে বিপত্তি দিল্লি বিমানবন্দরে। পাঁচ ঘণ্টার বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ায় দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ১ নম্বর টার্মিনালের একাংশের ছাদ ধসে পড়ে। তাতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত কমপক্ষে ৬ জন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কেবল বর্ষণেই এই দুর্ঘটনা না আরও কোনও কারণ রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। খবর পেয়েই অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রাম মোহন নায়ডুর দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান।

দমকল সূত্রে খবর, শুক্রবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বিমানবন্দরে টার্মিনাল ওয়ানের ছাদের এই অংশটা ভেঙে পড়ে। খবর পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৪টি ইঞ্জিন। বিমানবন্দরে সেসময় দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কিছু ট্যাক্সি ও গাড়ির ওপর ছাদের একাংশ ভেঙে পড়ে। ছাদের কাঠামোর নীচে চাপা পড়ে একাধিক গাড়ি। টার্মিনালের বাইরে যেখানে গাড়িগুলি রয়েছে। সেখানেই গাড়িতে এসে নামেন যাত্রীরা। সেই যাত্রিবাহী গাড়ির অনেকগুলিই সেখানে অপেক্ষা করছিল। তখনই এই ঘটনা ঘটে। ওই দুর্ঘটনার পর বিমানবন্দরের ১ নম্বর টার্মিনাল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ব্যাহত হয় বিমান পরিষেবা। এ বছরেই ওই টার্মিনালের সম্প্রসারিত অংশের উদ্বোধন করা হয়েছিল। কাজ শুরু হয়েছিল ২০১৯ সালে।

দিল্লিতে বিমানবন্দরের ছাদ ভেঙে পড়ার ঘটনায় সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছে। তৃণমূল সংসদ সদস্য সাকেত গোখলে এ বিপর্যয়ের জন্য সরাসরি দায়ী করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। সামাজিক মাধ্যমে কিছু ছবি দিয়ে তিনি লেখেন, ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী তড়িঘড়ি এই নির্মীয়মাণ টার্মিনালের উদ্বোধন

করেছিলেন। তিনজনের মৃত্যুর জন্য প্রধানমন্ত্রীই দায়ী।

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, আম আদমি পার্টির সঞ্জয় সিংয়েরাও এই বিপর্যয়ের দায় সরাসরি ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ও প্রধানমন্ত্রী মোদির ঘাড়ে চাপিয়েছেন। খাড়গে 'এক্স' হ্যান্ডেলে লিখেছেন, সরকারের দুর্নীতি ও অবহেলাই এর কারণ। পরপর ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনার উল্লেখ করে খাড়গে দীর্ঘ পোস্টে লিখেছেন, 'দিল্লির মতো জব্বলপুর বিমানবন্দরেরও ছাদ ভেঙে পড়েছে। অযোধ্যার রাস্তাঘাটের হাল শোচনীয়। রামমন্দিরের ছাদ থেকে জল পড়ছে। মুম্বইয়ের ট্রান্স হারবার লিংক রোডে ফাটল দেখা গিয়েছে। ২০২৩ ও ২০২৪ সালে বিহারে ১৩টি নতুন সেতু ভেঙে গিয়েছে। দিল্লির প্রগতি ময়দানের সুড়ঙ্গ পথ ভেসে যায় একটু বৃষ্টি হলেই। গুজরাটের মরবি সেতুও ভেঙে গিয়েছে। বিশ্বমানের অবকাঠামো নির্মাণের দাবির নমুনা।'

পোস্টে খাড়গে আরও লেখেন, '১০ মার্চ এই টার্মিনালের উদ্বোধন করে মোদি বলেছিলেন, তিনি অন্য গ্রহের মানুষ। একটা দুর্নীতিগ্রস্ত অকর্মণ্য স্বার্থপর সরকারের অপকর্মে প্রাণ গেল নিরীহ মানুষের।' প্রিয়াঙ্কাও 'এক্স' হ্যান্ডেলে হিন্দিতে লিখেছেন, গত মার্চ মাসেই এই টার্মিনালের উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তিন মাস আগে জব্বলপুর বিমানবন্দরেরও উদ্বোধন করেছিলেন তিনি। তার ছাদও পড়ে গিয়েছে। অযোধ্যার উন্নয়নের বহর দেখে দেশের মানুষ অখুশি।' প্রিয়াঙ্কার প্রশ্ন, 'প্রধান উদ্‌ঘাটন মন্ত্রী কি এই ভ্রষ্টাচার ও অপনির্মাণের দায়িত্ব নেবেন?' অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী টিডিপির রাম মোহন নাইডু এদিন সকালেই দুর্ঘটনাস্থলে যান। তিনি বলেন, 'এটা অত্যন্ত গুরুতর ঘটনা। কী ভাবে ও কেন এমন ঘটল তা চটজলদি বলা সম্ভব নয়। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে তদন্ত করতে বলা হয়েছে। ডিরেক্টর জেনারেল অব সিভিল অ্যাভিয়েশনও (ডিজিসিএ) পৃথক তদন্ত করবে।' ২০০৯ সালে তৈরি হয়েছিল বিমানবন্দরের ১ নম্বর টার্মিনাসটি। অর্থাৎ সেসময় কেন্দ্রে ছিল ইউপিএ সরকার। সেসময় ভাল করে এটি তৈরি করা হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী।

তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র সাকেত গোখেল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে এই ঘটনা নিয়ে মোদি সরকারকে নিশানা করে লিখেছেন, নির্বাচনের জন্য তাড়াহুড়ো করে এই বিমানবন্দরের টার্মিনালের উদ্বোধন করা হয়েছিল। তার মাশুল দিল ৩টি প্রাণ। কংগ্রেসও এই নিয়ে মোদী সরকারকে নিশানা করেছে। এদিকে, প্রবল বর্ষণে দিল্লির একাধিক জায়গায় জল জমে রয়েছে। সাকেত মেট্রো স্টেশনের বাইরে জল জমে যাওয়ায় যাত্রী চলাচলে সমস্যা তৈরি হয়েছে। দিল্লির লোধি এস্টেট এলাকায় একাধিক জায়গায় জল জমে গিয়েছে। দিল্লির প্রগতিময়দান থানা এলাকাতেও টানেল গুলিতে জল জমে গিয়েছে। প্রবল বর্ষণের কারণে দিল্লির একাধিক রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। সকাল থেকেই বিপর্যস্ত ট্রাফিক পরিষেবা। একাধিক রাস্তায় জল জমে যাওয়ার কারণে গাড়ি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ট্রাফিক অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে একাধিক জায়গায়। অন্যদিকে রাস্তার জল একাধিক জায়গায় বাড়ির ভেতরে ঢুকে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।দিল্লি বিমানবন্দরের উড়ান পরিষেবাও ব্যহত হয়েছে।

নিট ইস্যুতে উত্তাল লোকসভা, বিরোধীদের ক্ষোভে মুলতুবি

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন: রাষ্ট্রপতির ভাষণের পরদিনই নিট ইস্যুতে উত্তাল লোকসভা। বিরোধীরা এই ইস্যুতে আলোচনার দাবিতে সরব হতেই অধ্যক্ষ ওম বিড়লা দুপুর ১২টা পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি করে দেন। পরে অধিবেশন শুরু হতেই ফের বিক্ষোভ বিরোধীরা দেখাতে শুরু করলে, গোটা দিনের জন্যই অধিবেশন মুলতুবি করতে বাধ্য হন স্পিকার। বিরোধীদের দাবি, বর্তমানে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিট। এর সঙ্গে বহু পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ জড়িয়ে রয়েছে। তাই সব এজেন্ডার আগে নিট ইস্যুতে আলোচনা হওয়া উচিত। সরকার পক্ষ তা মানতে নারাজ হওয়ায় অবশেষে বিক্ষোভের পথ বেছে নেয় ইন্ডিয়া জোট।

শুক্রবার নিট ইস্যুতে সংসদের দুই কক্ষেই মুলতুবি প্রস্তাব আনার বিষয়ে আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষ নেতাদের বৈঠকে। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক হয়। বৈঠকে খাড়গে ছাড়াও ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তৃণমূলের তরফে বৈঠকে ছিলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এদিন সকালেও ডেরেক হুঙ্কার দেন, ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা ২৪ লক্ষ প্রতারিত পড়ুয়ার কণ্ঠস্বর

প্রতিধ্বনিত করবে লোকসভায়। সেই মতোই জোটের তরফে একাধিক সাংসদ সংসদের দুই কক্ষেই নিট নিয়ে মুলতুবি প্রস্তাব আনেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে আলোচনার আগে মুলতুবি প্রস্তাব গ্রহণ করা যাবে না বলে স্পিকার ওম বিড়লা জানিয়ে দেন। নিট নিয়ে আলোচনার দাবিও খারিজ করে দেন তিনি। স্পিকার জানান, রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে আলোচনা চলার সময়ও নিট ইস্যুতে নিজেদের বক্তব্য রাখতে পারেন বিরোধীরা। তবে বিরোধী শিবিরের তরফে শুধু নিট ইস্যুতে আলোচনার দাবিই জানাতে থাকে। ইন্ডিয়া জোটের তরফে রাহুল গান্ধি স্পিকার ওম বিড়লার কাছে আর্জি জানান, নিট ইস্যুতে আলোচনার অনুমতি দেওয়ার জন্য। এটা যুব সমাজের ইস্যু। তাতেও স্পিকার মুলতুবি প্রস্তাব গ্রহণ না করায় বিক্ষোভ দেখান ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা। তার পরই অধিবেশন দুপুর ১২টা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেন স্পিকার। পরে আবারও বিক্ষোভের জেরে তিনি বাধ্য হন গোটা দিনের জন্যই অধিবেশন মুলতুবি করতে। রাহুল গান্ধি দাবি করেন, বিরোধীরা দেশের যুবসমাজের উদ্দেশে সরকার এবং বিরোধীদের একটি যুগ্ম বার্তা দিতে চাইছিল। কিন্তু নরেন্দ্র মোদির সরকার সেটা চায়নি। এমনকি নিট নিয়ে বলার চেষ্টা করায় রাহুল গান্ধির মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ কংগ্রেসের।

মাধ্যমিক রুটিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার রুটিন প্রকাশিত হল। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা ১০ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে, চলবে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ১০ ফেব্রুয়ারি হবে প্রথম ভাষার পরীক্ষা। ১১ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় ভাষা। ১৫ ফেব্রুয়ারি অঙ্ক, ১৭ ফেব্রুয়ারি ইতিহাস, ১৮ ফেব্রুয়ারি ভুগোল, ১৯ ফেব্রুয়ারি জীবনবিজ্ঞান, ২০ ফেব্রুয়ারি ভৌতবিজ্ঞান এবং ২২ ফেব্রুয়ারি ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হবে। কিছুদিনের মধ্যেই ওয়েবসাইটে আনুষ্ঠানিক ভাবে পরীক্ষার সূচি প্রকাশ করবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

ঢুকল বর্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণবঙ্গের সব অংশেই ঢুকে গেল বর্ষা। দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢোকার নির্ধারিত দিন ১১ জুন। সেই সময়ের ১৭ দিন পরে অবশেষে বর্ষা দক্ষিণবঙ্গের সব অংশে ঢুকে পড়ল। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এই নিম্নচাপ এখন অবস্থান করছে উত্তর বঙ্গোপসাগরের ওড়িশা উপকূলে। ফলে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। এরপর শনিবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। ভারী বৃষ্টি চলবে বিক্ষিপ্ত ভাবে রবিবার পর্যন্ত।

হেমন্তের জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে জামিন পেলেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। শুক্রবার তাঁর জামিন মঞ্জুর করল ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট। জমি দুর্নীতিতে আর্থিক তছরুপের মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। হেমন্ত সোরেনের বিরুদ্ধে জমি দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত শুরু করে ইডি। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসেই হেমন্ত সোরেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। জামিন চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থও হয়েছিলেন হেমন্ত। কিন্তু সেখান থেকে আর্জি প্রত্যাহার করে নেন।

আরএসএস ভবনে নোটিশ পুরনিগমের, সাতদিনে নথি না জমায় ভাঙার হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: অভিযোগ পেয়ে বৃহস্পতিবার উত্তর আসানসোলের আরএসএস কার্যালয় সরেজমিন দেখতে গিয়েছিলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। শুক্রবার ওই ভবনে নোটিশ পাঠাল আসানসোল পুরনিগম।

মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, আসানসোলে পুকুর ভরাট করে কোন এক সংগঠনের ভবন তৈরি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সেই বার্তার পর এবার আরএসএস ভবনে প্রয়োজনীয় নথি চেয়ে নোটিশ পাঠাল আসানসোল পুরনিগম।

আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায় বলেন, 'ইতিমধ্যেই নোটিশ করা হয়েছে। বিল্ডিং প্ল্যান এবং হোল্ডিং ট্যাক্সের কাগজ চাওয়া হয়েছে। আগামী সাতদিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে আসানসোল পুরনিগমে জমা দিতে বলা হয়েছে।' মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি, কাগজ দেখাতে না পারলে ভেঙে ফেলা হবে ওই ভবন।

আসানসোল পুরনিগমের তরফে নোটিশ দেওয়া হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন আরএসএসের আইনি উপদেষ্টা তথা বিজেপি নেতা পীযূষকান্তি গোস্বামী। তাঁর দাবি, এখানে কোনও জলাজমি ছিল না। ২০০৬ সালের ওই সময় তারা খোঁজ নিয়ে দেখেছেন এখানে হয়তো খেলার মাঠ ছিল। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত ভাবে এই অভিযোগ করা হয়েছে বলে তাঁর দাবি।

নবান্নের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, আসানসোলে জলাজমি ভরাট করে তিনতলা আরএসএস ভবন তৈরি করা হয়েছে বলে তাঁর কাছে অভিযোগ এসেছে। মুখ্যমন্ত্রীর সেই বার্তার পর নড়েচড়ে বসে আসানসোল পুরনিগম এবং প্রশাসন। বৃহস্পতিবার সেই আরএসএস ভবন সরেজমিনে পরিদর্শন করেছিলেন পুর প্রশাসন ও ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকরা। আসানসোল পুরনিগমের তরফে এই আরএসএস ভবনের প্রয়োজনীয় নথি চেয়ে নোটিশ করা হল শুক্রবার।

আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক তথা বিজেপি রাজ্য সম্পাদক অগ্নিমিত্রা পাল অভিযোগ করে বলেন, 'আসানসোল রাহা লেন এলাকায় এবং আসানসোল পোস্ট অফিসের কাছে জিটি রোডে ফুটপাথ দখল করে দু'টি বিশাল তৃণমূল পার্টি অফিস বা কার্যালয় তৈরি হয়েছে। এছাড়াও আসানসোল শিল্পাঞ্চলে তৃণমূলের বহু নেতা ও কর্মী জমির দখল করে রেখেছে। এগুলো কি মেয়র সাহেব মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন? আরএসএস নিশ্চয়ই তাদের বৈধ কাগজ সময়মতো জমা দেবে।'

'ইতিমধ্যেই নোটিশ করা হয়েছে। বিল্ডিং প্ল্যান এবং হোল্ডিং ট্যাক্সের কাগজ চাওয়া হয়েছে। আগামী সাতদিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে আসানসোল পুরনিগমে জমা দিতে বলা হয়েছে।'

বিধান উপাধ্যায়
মেয়র, আসানসোল পুরনিগম

'আসানসোল রাহা লেন এলাকায় এবং পোস্ট অফিসের কাছে জিটি রোডে ফুটপাথ দখল করে দু'টি বিশাল তৃণমূল পার্টি অফিস বা কার্যালয় তৈরি হয়েছে। এছাড়াও আসানসোল শিল্পাঞ্চলে তৃণমূলের বহু নেতা ও কর্মী জমির দখল করে রেখেছে। এগুলো কি মেয়র সাহেব মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন? আরএসএস নিশ্চয়ই তাদের বৈধ কাগজ সময়মতো জমা দেবে।'

অগ্নিমিত্রা পাল
বিজেপি বিধায়ক

চোর সন্দেহে গণপিটুনি, যুবকের মৃত্যু কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাস কলকাতায় 'চোর' সন্দেহে গণপিটুনি জেরে প্রাণ গেল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে মুচিপাড়া থানা এলাকার নির্মলচন্দ্র সেন স্ট্রিটের একটি হস্টেলে। পুলিশ খবর পেয়ে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, হস্টেলে কয়েকদিন ধরে মোবাইল চুরি হচ্ছিল। সন্দেহ গিয়ে পড়ে এক যুবকের ওপর। শুক্রবার তাঁকে হস্টেলের আশপাশে দেখার পর আবাসিকদের একাংশ ধরে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। তাতে অচৈতন্য হয়ে পড়েন ওই যুবক। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ২০ জনকে আটক করা হয়েছে বলে খবর।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মুচিপাড়ার নির্মলচন্দ্র সেন স্ট্রিটের 'উদয়ন' হস্টেল। এখানে মূলত তফসিলি জাতি, উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্ররা থাকেন। এখানকার আবাসিকরা কেউ কলেজ, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়, কেউ আবার চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলেই জানা গিয়েছে। এদিকে হস্টেল সূত্রে খবর, কয়েকদিন ধরে তাঁদের এখানে মোবাইল ফোন চুরি হচ্ছিল। সন্দেহ গিয়ে পড়েছিল মহম্মদ এরশাদ নামে বছর সাতচল্লিশের এক ব্যক্তির ওপর। শুক্রবার তাঁকে হস্টেলের আশপাশে দেখে ধরে ফেলেন আবাসিকরা। তার পর গণপিটুনি চলে বলে অভিযোগ।

মুচিপাড়া থানা সূত্রে খবর, এদিন সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ মুচিপাড়া থানায় ফোন আসে। বলা হয়, উদয়ন হস্টেলে একজনকে আটকে রাখা হয়েছে। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে, ওই ব্যক্তি অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। তাঁকে উদ্ধার করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, চাঁদনি চকের এক দোকানে মেকানিক হিসেবে কাজ করতেন এরশাদ।

বিকাশ ভবনে সিবিআই, গুদাম থেকে উদ্ধার নথি

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিন দিন ধরে তল্লাশি অভিযান চলার পর অবশেষে শুক্রবার দুপুরে সল্টলেকে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের কার্যালয় বিকাশ ভবনের গুদাম থেকে বস্তাভর্তি নথিপত্র উদ্ধার করল সিবিআই। সূত্রের খবর, ওই সমস্ত নথিপত্র প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত। তাতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে।

শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন কাগজপত্র রাখার জন্য ব্যবহৃত ওই গুদামটি ২০২২ সালের ২৩ ডিসেম্বর সিল করে দিয়েছিল সিবিআই। প্রায় দেড় বছর বাদে বুধবার সেই গুদামে আবার অভিযান চালান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তকারীরা। বুধ এবং বৃহস্পতি, দু'দিনই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তল্লাশি চালানোর পর শুক্রবার বেলার দিকে আবারও তল্লাশি শুরু করলে দুপুরেই সেখান থেকে বস্তাভর্তি নথিপত্র নিয়ে বাইরে বেরতে দেখা যায় সিবিআইয়ের তদন্তকারীদের। সিবিআই সূত্রে খবর, প্রাথমিকে নিয়োগের পরীক্ষা টেট সংক্রান্ত জরুরি তথ্য ছাড়াও সেখানে রয়েছে পরীক্ষার্থী এবং চাকরিপ্রাপ্তদের নামের তালিকা। এসব নথিতে প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নতুন দিক উন্মোচন হতে পারে। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের নভেম্বরেও নিয়োগ মামলার তদন্তে বিকাশ ভবনে তল্লাশি অভিযান চালায় সিবিআই। সে সময় তদন্তকারীরা বিকাশ ভবনের ছ'তলায় রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর ঘরের উলটো দিকের ঘরে গিয়ে কম্পিউটার এবং বিভিন্ন নথিপত্র খতিয়ে দেখেন।

এর পর গত ৪ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বিকাশ ভবনে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের সদর কার্যালয়ে যায় সিবিআই। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে খবর, সে বারও তদন্তকারীরা বিকাশ ভবনের ছ'তলায় গিয়ে রাজ্যের শিক্ষাসচিব মণীশ জৈনের ঘরে ঢুকে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পাশাপাশি কিছু প্রয়োজনীয় নথিও সংগ্রহ করেছিলেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৭/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮১৮১ নং এফিডেভিট বলে Rajesh Prasad S/o. Parash Prasad ও Rajesh Prosad S/o. P. Prosad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৮ নং এফিডেভিট বলে Ajay Kumar Shrma S/o. Bhisham Kumar Sharma ও Ajay Kr. Sharma S/o. Bhisam Kr. Sharma সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮০৯৪ নং এফিডেভিট বলে Gautam Pakhira S/o. Gobinda Pakhira ও Goutam Pakhira S/o. G. C. Pakhira সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮১৮২ নং এফিডেভিট বলে Gautam Santra S/o. Mihir Santra ও Goutam Santra S/o. M. Santra সাং তেলেনীপাড়া ভাদ্রেশ্বর, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৯ শে জুন । ১৪ ই আষাঢ়। শনিবার। অষ্টমী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল ও বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি: শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি: শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি: পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি: আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি: ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি: সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি: বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি: মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি: কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি: এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি: স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি: সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

**(আজ মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রয়াণ দিবস।
স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।
প্রশান্ত চন্দ্র মহলনাবীশের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)**

নাম-পদবী

গত ২১/০৬/২০২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Rima Koley D/o. Swapan Koley সাং দোপা পুকুর, বিঘাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪ নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sahanaz Begum নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Mahasina Khatun (old name) W/o. Jakir Hossain R/o. Sekendarpur, Puinan, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mahasina Begum (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Mahasina Khatun & Mahasina Begum W/o. Jakir Hossain উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৬/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ১০০৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Mansura Bibi W/o. Sk. Sirajuddin D/o. Jaker Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার মাতা Marjina Bibi W/o. Sk. Jaker Ali ও Mu Marjina Khatun D/o. Late Abdul Kayem সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি বিশ্বজীত দাস ভোটার কার্ডে পিতার নাম জগবন্ধু দাস ড্রাইভিং লাইসেন্সে জগাই দাস ২৫/৬/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে জগবন্ধু দাস ও জগাই দাস একই ব্যক্তি হইল।

CHANGE OF NAME

I, Abinash Sharma S/O Krishna Kumar Sharma residing at 1/1 Bama Charan Mukherjee Lane, Post-Rishra, Dist-Hooghly, Pin-712248, W.B, do affirm that my father Krishna Sharma and Krishna Kumar Sharma is the same and one identical person vide affidavit no. 6591 dt. 26.06.2024 before the office of LD 1st Class Judicial Magistrate, Serampore court Hooghly.

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Shyamnagar Gram Panchayat(Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill+P.O.- Shyamnagar, Nadia. **NIET No. 1E/2024-25, 2E/2024-25,** Last date of submission **08.07.2024 up to 11a.m.** For details please contact the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Shyamnagar Gram
Panchayat.**

E-Tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Chanderghat Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Chanderghat, Nadia. **NIET NO. 01/15thCFC/2024-25, 02/15th CFC/2024-25.** Last date of submission **04.07.2024 up to 5pm.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Chanderghat Gram
Panchayat.**

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**IN THE COURT OF LD. DISTRICT DELEGATE, PASCIM MEDINIPUR.
SUCCESSION CERTIFICATE CASE NO. 43/2023
MADHUMITA RANA & OTHERS
.....Petitioners
--- (VERSUS) ---
TAPAN KUMAR RANA & OTHERS
...Opp. Parties**

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, মধুমিতা রানা, স্বামী ৺আনন্দ রানা, সাং শীতলদা, পোস্ট বাড়জগু, থানা সবং, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর নিবাসী তাহার মৃত স্বামী আনন্দ রানা এর নামিত State Bank of India, Sabang Branch থাকা নিম্নলিখিত 'A' Schedule Debts সম্বন্ধে District Delegate, Paschim Medinipur আদালতে Succession Certificate এর নিমিত্তে অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ইং ২৯/০৭/২০২৪ তারিখে সকাল ১০.০০ টার সময় আপনি স্বয়ং বা কোন উকিলবাবু মারফৎ উক্ত মোকর্দ্দমায় উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমাটি আইনানুগ কার্য্য হইবে।

'A' Schedule Debts

Type of Account: DSP Savings Bank A/C, **Account No. 20155667467**, Name of the A/C Holder: Ananda Rana, S / O Tapan Kumar Rana, Name of the Bank: State Bank of India, Sabang Branch, Amount lying: Rs. 50,00,000/- (Rupees Fifty Laks)

আদেশানুসারে,
তাপস রঞ্জন চক্রবর্ত্তী
সেরেস্তাদ্বার,
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
পশ্চিম মেদিনীপুর। ১৯.০৬.২০২৪

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রীমতী সুষমা ঘোষ স্বামী শ্রী অনিল কুমার ঘোষ সাং দক্ষিণ সিমলা, পো: চুঁচুড়া আর.এস., থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী-712102, বিগত ইং 20/04/2023 তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3803/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাদেরকে **(১) শ্রী অনুপ কুমার দাস,** পিতা – ৺কৃষ্ণ চন্দ্র দাস সাং মুক্ত আবাসন, ফার্ম সাইড রোড, পো: চুঁচুড়া আর.এস., থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী-712102 ও **২) পার্থ সারথী গুপ্ত,** পিতা পরেশ চন্দ্র গুপ্ত সাং সিঙ্গী বাগান, পো: চুঁচুড়া আর.এস., থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী-712102) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা **১) শ্রী সঞ্জীব দাস** ও **২) শ্রী সঞ্জয় দাস** উভয়ের পিতা শ্রী গনেশ দাস উভয়ের সাং দেবীপুর, পোঃ চন্দননগর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী-712136 মহাশয়দ্বয়কে – 13/05/2024 তারিখে I-4319/2024 নং দলিল মূলে 7 কাঠা 4 ছটাক 20 বর্গফুট বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- সিমলা, জে. এল.- 16, হাল এল.আর. খতিয়ান – 3783, আর. এস. দাগ নং- 1425, হাল এল. আর. 1420 দাগে শালি জমি, মোট 7 কাঠা 4 ছটাক 20 বর্গফুট আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ।

ইতি-
**শ্রী অনুপ কুমার দাস
শ্রী পার্থ সারথী গুপ্ত**
আমমোক্তারদ্বয়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণর পরও ভারতে, সঙ্গে বিদেশে টাকা পাচার, ইডিকে তদন্তের নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আট বছর আগে ভিসার মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এদেশে বেআইনিভাবে থাকার অভিযোগ উঠল এক বাংলাদেশির বিরুদ্ধে। নাম উমাশঙ্কর আগরওয়াল। এই উমাশঙ্কর শুধু বেআইনিভাবে ভারতে তথা বাংলায় ছিলেন তাই নয়, একইসঙ্গে বিদেশে টাকা পাচারের মতো বেআইনি কারবার চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। ঘটনায় অভিযুক্ত বাংলাদেশির বিরুদ্ধে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের ধারা যুক্ত করে ইডির হাতে তদন্তভার তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ।

সূত্রে খবর, এরাজ্যে সানথোলিয়া আগারওয়ালা গ্রুপ নামে একটি কোম্পানি রয়েছে উমাশঙ্কর আগরওয়ালের। অভিযোগ, লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে ওই সংস্থা বাংলাদেশ থেকে প্রচুর টাকা রাজ্যের বিভিন্ন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছে। মামলাকারীর আইনজীবী মেঘা দত্ত জানান, 'ঘটনায় রাজ্য পুলিশ ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে। তাতেই এবার আর্থিক দুর্নীতির বিষয় রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। প্রয়োজনে তদন্তভার ইডির হাতে তুলে দিয়ে উপযুক্ত ধারা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।'

আইনজীবীর দাবি, বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন এবং চোরা কারবারিরা এই অর্থের দ্বারা উপকৃত হয়। উমাশঙ্কর আগারওয়ালের বিরুদ্ধে কলকাতা পুলিশ আগেই স্বতঃপ্রণোদিত এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছিল। উমাশঙ্করকে গ্রেফতারের পর আলিপুর আদালতে তোলা হলে তিনি অবশ্য জামিনও পেয়ে যান। যদিও আদালতে উমাশঙ্করের পালটা অভিযোগ, তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। পুলিশ ইতিমধ্যে জামিন খারিজের দাবিতে হাই কোর্টের অন্য একটি বেঞ্চে আবেদন জানিয়েছে। জুলাই মাসে সেই মামলার শুনানি রয়েছে। এদিকে হাই কোর্ট সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তির বাংলাদেশের পাসপোর্ট রয়েছে। ২০১৬ সালে তাঁর ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। তার পর থেকে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে এরাজ্যে রয়েছেন কিভাবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

নিজেদের অচল অবস্থার মধ্যেও কর্তব্যে অবিচল বিএসএন কন্ট্রাক্টরস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া, বিএসএনএল এবং এসএলএ ওয়ারকার্স-এর কর্মীরা। বেশ কয়েক বছর ধরে নিয়মিত বেতন না পেয়েও পরিবেশ রক্ষায় উদ্যোত তারা। সারা দেশ জুড়ে আগামী এক বছরের মধ্যে এক লক্ষ গাছ লাগানোর লক্ষমাত্রা ঘোষণ করেছে। তারমধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই লাগানো হবে ৪০ হাজার গাছ। ডালহৌসি টেলিফোন ভবনে গাছ পুঁতে এই বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংগঠনের সভাপতি মদন মিত্র, সাধারণ সম্পাদক সুভাষ কুমার কর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রদীপ ভট্টাচার্য্য, অলোক নন্দী ও শ্রমিক নেতা মানা চক্রবর্তী।

পঞ্চায়েতের খরচে রাশ টানল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রে তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় ফিরেই পঞ্চায়েতের খরচ নিয়ে রাজ্যের উপর চাপ বাড়ালো কেন্দ্রীয় সরকার। পঞ্চায়েতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ খরচের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব চেয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। সেই চিঠিতে বলে দেওয়া হয়েছে, বাংলার সব গ্রাম পঞ্চায়েতকে গত ৮ বছরের আর্থিক হিসেব জমা দিতে হবে। শুধু তাই নয়, পঞ্চায়েত ধরে ধরে কত জনসংখ্যা, যেখানে নির্বাচন হয়েছে, সেখানে বর্তমানে বোর্ড আছে কি না, ইত্যাদি জানাতে হবে। কেন্দ্রের এই চিঠি পাওয়ার পর রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর থেকেও প্রতিটি জেলাকে যাবতীয় তথ্য জমা দিতে বলেছে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা খরচ নিয়ে এখন জেলায় জেলায় তৎপরতা চলছে। কেননা ২০২৬ সালের মার্চ মাসে এই কমিশনের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। আর তার জেরে এখন থেকেই কেন্দ্র সরকার ষোড়শ অর্থ কমিশনের প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। সেই সূত্রেই আগের টাকার হিসাব চাওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রের খবর, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকার হিসেবই মূলত দেখতে চাইছে কেন্দ্র। তারা যে ফরম্যাট পাঠিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০১৫-১৬ থেকে ২০২৩-২৪ সাল পর্যন্ত প্রতিটি পঞ্চায়েত কত টাকা পেয়েছে ও তার মধ্যে কত খরচ করেছে, তা উল্লেখ করতে হবে। পাশাপাশি তাদের নিজস্ব আয়ের পরিমাণও জানাতে হবে। রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরের আধিকারিকদের দাবি, পুরনো টাকার কতটা খরচ হয়েছে, তার ওপরই হয়তো ভিত্তি করে রাজ্যের জন্য ষোড়শ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ ঠিক করা হবে। রাজ্য বর্তমানে এই খাতে যে টাকা পাচ্ছে, তা বাড়বে নাকি একই থাকবে, সবটাই নির্ভর করছে পঞ্চায়েতগুলির পাঠানো তথ্যের ওপর। বর্তমানে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের কোনও টাকা আর পড়ে নেই। সব জেলাই তাদের প্রাপ্য টাকা খরচ করেছে বলে জানা গিয়েছে।

ক্রীড়াবিদ এবং শিল্পীদের উৎসাহ প্রদান মেট্রোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: চাকরি খোঁজার ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলওয়ে সেরা বিকল্পগুলির মধ্যে একটি। প্রতি বছর ভারতীয় রেলওয়ে বেশ কয়েকটি শূন্যপদ ঘোষণা করে এবং সেই অনুযায়ী বিভিন্ন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড এবং রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়। এই নিয়োগ হয় মূলত বিভিন্ন নন-গেজেটেড গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পোস্ট এবং ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক কোটার অধীনেও। এই প্রসঙ্গে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হচ্ছে, মেট্রো রেলওয়ে, আকারে ছোট হলেও, ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের মনে একটি বিশেষ স্থান তৈরি করেছে। আর এই সুষ্ঠুভাবে

ট্যালেন্ট অফ'২৪ গায়কের শিরোপায় রাজ বর্মন

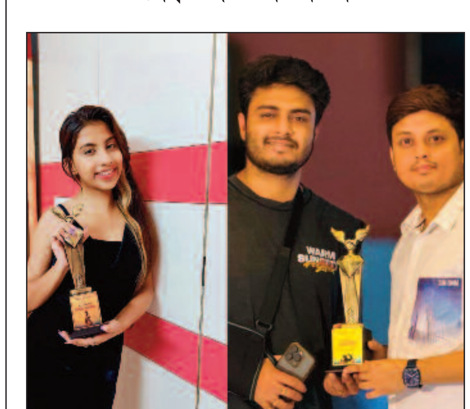

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্যালেন্ট অফ ২০২৪-এর সেরা গায়কের সম্মান পেয়েছেন রাজ বর্মন। ২০২২-এ বলিউডের মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'ডক্টর-জি' সিনেমার 'হার জাগা তু মুজে দিখে' গানের জন্য তাঁকে এই শিরোপা তুলে দেন ট্যালেন্ট অফ ২০২৪-এর প্রেসিডেন্ট শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাছাড়াও এদিন বেস্ট গায়ক রাজ বর্মনের সাথে সাথেই বেস্ট মডেলের অ্যাওয়ার্ড দিয়ে সম্মান জানানো হয় তানিশা কর্মকারকে।

বিশেষ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অফার

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিয়ে এল শুভ রথযাত্রা উৎসব-বিশেষ প্রতিষ্টা বার্ষিকী অফার। ১ থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত চলবে এই অফার পরিষেবা।

রথযাত্রার দিনে ৬৪ বছর আগে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের পথ চলা শুরু করে। এই উৎসব উদযাপনের বিশেষ উদ্দেশ্য হল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানানো। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের এই বিশেষ প্রিভিউ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা জিতু কমল। এই বছরের বিশেষ 'রথযাত্রা' উৎসব উপলক্ষে সোনা ও হিরের গহনার চোখ ধাঁধানো কালেকশনের উদ্বোধন করেন তিনি। জিতু কমল বলেন, 'এখানে এসে আমি খুবই আনন্দিত। এখানকার গয়নার নতুনত্ব, নকশা এবং কারুকার্য আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা জানান, '৬৪ বছর আগে রথযাত্রার দিনে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স তার পথ চলা শুরু করেছিল। ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং সমস্ত শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা আর ভালোবাসায় আজ আমরা এতটা পথ আসতে পেরেছি।'

শিবপুরেই থেমে যাচ্ছে পুর নিগমের উন্নয়নের গতি!

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি নবান্নের একটি প্রশাসনিক বৈঠকে হাওড়া পুর নিগমের উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই নড়েচড়ে বসে পুর নিগম-সহ জেলার শীর্ষ প্রশাসনিক কর্তারা। এর আগে বারবার হাওড়া পুরনিগম নিয়ে কোন্দল দেখা গিয়েছে বহুবার অসস্তি পড়তে হয়েছে জেলা প্রশাসনকেও। হাওড়াতে নির্বাচনী ফলাফল শাসক দলের পক্ষে গেলেও, দলের অভ্যন্তরে নেতা-মন্ত্রীদের পারস্পরিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব যেন কিছুতেই মিটছে না। এবার একই পুনরাবৃত্তি দেখা গেল হাওড়া শিবপুর কেন্দ্রের শাসক দলের মধ্যেও। ফের দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে দেখা গেল বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারীকে।

শুক্রবার দিন বেলাতে মধ্য হাওড়ার ইছাপুর জলের ট্যাঙ্ক থেকে কদমতলা বাজার এলাকার পরিস্থিতি সরেজমিনে ঘুরে দেখেন হাওড়ার জেলা শাসক-সহ মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। আর সেই পরিদর্শনেই হাওড়া পুর নিগমকে কটাক্ষ করে একাধিক তির্যক মন্তব্য করেন মনোজ। তার দাবি, 'আমি দীর্ঘ দুই আড়াই বছর ধরে কখনও বেআইনি নির্মাণ নিয়ে, কখনও এলাকার উন্নয়নের জরুরি কাজের জন্য একাধিক চিঠি পুর নিগমকে জমা করেছি। আমার কাছে তার সব কপি রয়েছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে হাওড়া পুর নিগমের উন্নয়নের গতি শিবপুরে এসেই শ্লথ হয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য বিধানসভা এলাকাতে কাজ হচ্ছে, যদিও আমার এলাকাতে হচ্ছে না।' তাঁর বক্তব্য, আমি একজন বিধায়ক তথা প্রতিমন্ত্রীও, আমার কাছ থেকে যে ফাইলগুলো যাচ্ছে সেগুলোর যদি কাজ না হয়, তাহলে আমার কেন্দ্রের উন্নয়নের কাজ কি ভাবে হবে।' পাশাপাশি মনোজের দাবি, 'মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছেন তার পরে আর নতুন করে কিছু বলার জায়গা নেই। রাজনীতিতে তিন বছর কাটালেও আমি বুঝে উঠতে পারছি না মুখ্য প্রশাসকের সঙ্গে কি বিষয়ে সমস্যা তৈরি হচ্ছে।'

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে হাওড়া পুর নিগমের মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী, সরাসরি শিবপুরের বিধায়ক মনোজ তিওয়ারীর বিরুদ্ধে কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তোলেন।

সুজয় চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'আমি ছোট কাজের জন্য সেখানে পরিদর্শন করতে গিয়েছি, সেখানে তার অনুগামী বলে দাবি করা সমর্থকেরা আমাকে ঘিরে ধরে কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। পৌর নিগমের কাজকে নিজের কাজ বলে প্রচার করে ব্যানার, হোর্ডিং টাঙানো হয়েছে। পৌর নিগমের ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই ধরণের অসহযোগিতা অন্যান্য বিধানসভা এলাকাতে আমি পাই নি।'

উল্লেখ্য, মনোজ ও সুজয় চক্রবর্তীর মধ্যের এই দ্বন্দ্ব নতুন কোনও ঘটনা নয়। এর আগেও হাওড়ায় শীতকালীন কার্নিভাল-সহ একাধিক বিষয়ে শাসক দলের দুই নেতার মধ্যে ঠান্ডা লড়াই প্রত্যক্ষ করেছিল হাওড়াবাসী। পরিস্থিতি সামাল দিতে মুখ্যমন্ত্রীকেও হস্তক্ষেপ করতে হয়। যদিও দলীয় নেতাদের মধ্যে দ্বন্দ্বে হাওড়া পুরনিগম এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের রথ বারবার থমকে গেলে আখেরে ভোগান্তি হবে সাধারণ মানুষের বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ২৯ জুন ২০২৪ ১৪ আষাঢ় ১৪৩১ শনিবার

শহর জুড়ে শুরু হকার সার্ভে, তাতেই নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত হকার উচ্ছেদ করা যাবে না। প্রথমে উচ্ছেদের নির্দেশ দিলেও আপাতত হকার উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত রেখেছেন তিনি। এবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত হল ৫ সদস্যের হাই পাওয়ার কমিটি। শুক্রবার থেকেই শহরে শুরু হল হকার সার্ভে। সেই মতো শুক্রবার সকালেই গড়িয়াহাট পরিদর্শনে যান দেবাশিস কুমার। তিনি জানান, 'আজকে মূলত সার্ভে করা হচ্ছে। রিপোর্ট কমিটির কাছে জমা করতে হবে।' প্রসঙ্গত, সার্ভের ক্ষেত্রে একটা ফর্ম হকারদের দেওয়া হচ্ছে। তাতে স্টল সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য, তাঁরা কতদিন ধরে হকারি করছেন, কতগুলো স্টল রয়েছে, সবকিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে। সেই সার্ভে ফর্ম জমা পড়বে হাই পাওয়ার কমিটিতে। মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার জানিয়েছেন, 'ফর্মগুলো নিয়ে হাই পাওয়ার কমিটির কাছে পেশ করা হবে। সেই অনুযায়ী, সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এদিন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পুরো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তিনি। পাশাপাশি শহরের মেয়র এবং মন্ত্রী ববি হাকিম, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ডেপুটি মেয়র এবং বিধায়ক অতীন ঘোষ, বিধায়ক মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদাররাও সকাল ১০ টায় দক্ষিণের গড়িয়াহাট এলাকা থেকে সার্ভে শুরু করেন।

এদিকে, শুক্রবার থেকেই নজরে আসে ফর্ম ফিল আপের লাইন। জানা গিয়েছে, কোন স্টল কতটা জায়গা জুড়ে থাকবে, কাদের কাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। সেসকল সিদ্ধান্তই পরবর্তীতে নেবে এই কমিটি। স্টল বা ডালার জন্য

কতটা জায়গা বরাদ্দ করা আছে, যদি না থাকে তাহলে তাদের নিকটবর্তী কোনও অন্য জায়গায় বিকল্প পুনর্বাসন কীভাবে দেওয়া যেতে পারে এইরকম একগুচ্ছ বিষয়ে নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করে জমা দেওয়া হবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, হকার উচ্ছেদ এখনই নয়। এক মাসের সময় সীমা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে এও নির্দেশ দেন, এক মাসের মধ্যে নিউমার্কেট, গড়িয়াহাট, হাতিবাগান, সর্বত্র একটি বিল্ডিং খুঁজে বার করতে হবে। সেখানেই এক ছাতার তলায় থাকবেন হকাররা। আর সেই জায়গা খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি হাই পাওয়ার কমিটিও গঠন করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই অনুসারে কলকাতা পুরসভার বোরো আর্টের অফিসে শুক্রবার সকালে বিধায়ক দেবাশিস কুমারের নেতৃত্বে বৈঠক হয়। বৈঠক শেষেই সার্ভে করতে গড়িয়াহাটে পরিদর্শনে দেবাশিস কুমার। প্রসঙ্গত, সভাঘরেই দেবাশিস কুমারকে গড়িয়াহাটে জায়গা খুঁজে বার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

টাকা ফেরাতে হবে না প্রাথমিক শিক্ষকদের: হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাইকোর্টের সৌজন্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস প্রাথমিক শিক্ষকদের। এতদিন ধরে চাকরি করে উপার্জন করা মাইনে থেকে আর টাকা ফেরত দিতে হবে না তাঁদের। নিজেদের পরিশ্রমের উপার্জিত টাকা এভাবে হাত ছাড়া না হওয়াতে স্বভাবতই খুশি প্রাথমিক শিক্ষকদের একাংশের।

সম্প্রতি, শিক্ষা দফতরের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়, ২০০৬ সালে নিযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের দু বছরের ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সেই ডিগ্রিধারী 'এ' ক্যাটাগরির সমান মাইনে পেয়েছেন। অর্থাৎ তাদের যা প্রাপ্য, তার তুলনায় বেশি মাইনে পেয়েছেন তাঁরা। রাজ্যের জারি করা এই নির্দেশ মানতে নারাজ শিক্ষকরা। সাম্প্রতিক সময়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশেই দুর্নীতির অভিযোগে ২০১৬ সালে এসএসসি-র ২৭,৭৫৩ জনের নিয়োগের পুরো প্যানেলই বাতিল হয়ে গিয়েছিল। অযোগ্যদের ২০১৬ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত পাওয়া মাইনের পুরোটাই সুদ সমেত ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই কথা মাথায় রেখেই চাপে পড়ে গিয়েছিলেন এই প্রাথমিক শিক্ষকেরা। যদিও সুপ্রিম কোর্টের দরজায় এখনও ২০১৬ সালের এসএসসি-র এই মামলাতে গোটা বিষয়টির উপর দেওয়া হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ রয়েছে। কিন্তু তাতেও নিশ্চিন্তে থাকতে পারছিলেন না তাঁরা । তাই সরকারের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের সংগঠন 'দ্যা টিচার্স সোসাইটি' কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। আর সেখানেই আপাতত মেলে বড়সড় সাফল্য।

কলকাতা হাইকোর্ট পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছে, ২০০৬ সালে নিযুক্ত কোন প্রাথমিক শিক্ষককে এই দুই বছরের ডিগ্রি না থাকার জন্য কোনও মাইনে ফেরতের নির্দেশ মানতে হবে না। কিন্তু শিক্ষক সংগঠন এখানেই থেমে থাকতে রাজি নন। তারা গোটা সমস্যার একেবারে স্থায়ী সমাধান চান। আর তাই তাঁরা ২০০৬ সালে নিয়োগের পুরো প্যানেলকেই 'এ' ক্যাটাগরি ঘোষণা করার দাবি জানাতে চলেছেন। তাঁদের বক্তব্য, ভবিষ্যতে যাতে কোনো রকম জটিলতা না হয় তাই এই দাবি করছেন তাঁরা। আপাতত ২০০৬ এর সমস্যা মিটলেও, ২০১৬ সালের এসএসসি-র জট এখনও অব্যাহত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সাময়িক স্বস্তি মিললেও, বেশ কিছুজনের চাকরি যে যেতে চলেছে সেটা এক প্রকার নিশ্চিতই বলা যায়। তাই আগামী জুলাই মাসের ১৯ তারিখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন বঙ্গের শিক্ষক মহল থেকে শুরু করে শাসকপক্ষের সবাই । সম্ভবত ওই দিনই ২৭,৭৫৩ জন শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারির ভাগ্য নির্ধারণ হবে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের ৩ সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চে।

মাধ্যমিকের ভুল নম্বর ১২ হাজারেরও বেশি খাতায়, মানল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাধ্যমিকের রিভিউ রেজাল্টে ৪ জনের স্থান বদল হল। অন্যদিকে, মাধ্যমিকের খাতায় ১২ হাজারেরও বেশি ভুল নম্বর ধরা পড়েছে। ১২ হাজার ৪৬৮টি উত্তরপত্রে স্রেফ নম্বর যোগে গণ্ডগোল দেখা গিয়েছে। স্ক্রুটিনিতে ২২ নম্বর পর্যন্তও বেড়েছে পরীক্ষার্থীর। ফলে মেধা তালিকাতেও এসেছে বদল। মেধা তালিকায় স্থান বদলেছে চারজন পরীক্ষার্থীর। অন্যদিকে প্রথম দশের মেধা তালিকায় ঢুকে পড়েছে আরও সাত জন। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে এই ফলাফল জানান মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। একইসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন, ২০২৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে।

এদিনের রিভিউ রেজাল্ট ঘোষণার পর জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার অলিভ গায়েন ষষ্ঠ থেকে চতুর্থে উঠে এসেছে। দক্ষিণ দিনাজপুরের সপ্ত দে সপ্তম থেকে উঠে এসেছে পঞ্চমে। একই জেলার আবৃত্তি ঘটক সপ্তম থেকে উঠে এসেছে ষষ্ঠে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঋতব্রত নাথ নবম থেকে সপ্তমে উঠে এসেছে। তবে ১২ হাজারের বেশি খ

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়

াতায় যোগে ভুল নিয়ে প্রশ্ন ওঠা শুরু। যদিও পর্ষদের সাফাই, ৬৩ লক্ষের মধ্যে মাত্র ১২ হাজার খাতায় ভুল। যদিও এটাও কাম্য নয় বলেও মানছে তারা।

এদিকে, এদিন প্রকাশিত হয় মাধ্যমিক ২০২৫ সালের মাধ্যমিকের রুটিন। ২০২৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু। পরীক্ষা চলবে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। প্রথম দিন ১০ ফেব্রুয়ারি বাংলা, দ্বিতীয় দিন ১১ ফেব্রুয়ারি ইংরেজি, তৃতীয় দিন ১৫ ফেব্রুয়ারি অঙ্ক। চতুর্থ দিন ১৭ ফেব্রুয়ারি ইতিহাস, পঞ্চম দিন ১৮ ফেব্রুয়ারি ভূগোল, ষষ্ঠ দিন ১৯ ফেব্রুয়ারি জীবন বিজ্ঞান বা লাইফ সায়েন্স পরীক্ষা। সপ্তম দিন ২০ ফেব্রুয়ারি ফিজিক্যাল সায়েন্স বা ভৌতবিজ্ঞান। অষ্টম দিন ২২ ফেব্রুয়ারি অপশনাল বা ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা। প্রসঙ্গত, এবারের মাধ্যমিকে বেড়েছে পাশের হার। মোট ৭.৬৫ লক্ষ পড়ুয়া উত্তীর্ণ হয়েছে এই পরীক্ষায়। অর্থাৎ প্রতি ১০০ জনে পাশ করেছে ৮৬.৩১ জন ছাত্র-ছাত্রী। পাশের হারে প্রথম স্থানে রয়েছে কালিম্পং। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে পূর্ব মেদিনীপুর ও কলকাতা। শতাংশের নিরিখে যা যথাক্রমে ৯৬.২৬, ৯৫.৪৯ ও ৯১.৬২।

বহুতলের ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: একটি নির্মীয়মান বহুতলের ছাদ থেকে নিচে পড়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। মার্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে নোয়াপাড়া থানার ইছাপুর কুমোর পাড়া এলাকায়। মৃতের নাম রমেশ চন্দ্র মল্লিক (৬৭)। বাড়ি বাসুদেবপুর থানার কাউগাছি-১ পঞ্চায়েতের শ্যামনগর চন্ডীতলায়।

স্থানীয়দের দাবি, নির্মীয়মাণ বহুতলের চার তলার ছাদে কাজ করেছিলেন ওই বৃদ্ধ শ্রমিক। সেখান থেকে হঠাৎ তিনি নিচে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। ঘটনার

তদন্ত করছে নোয়াপাড়া থানার পুলিশ। হাসপাতাল সুপার অমিতাভ ভট্টাচার্য জানান, এদিন সকাল এগারোটা নাগাদ রমেশ চন্দ্র মল্লিক নামে এক বৃদ্ধকে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছিল। নির্মীয়মাণ বহুতলের ছাদ থেকে নিচে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর।

বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হল বিজেপির পার্টি অফিস

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার বিজেপির পার্টি অফিসে চলল বুলডোজার। ভাঙা পড়ল তারাতলায় থাকা পার্টি অফিস। এই অফিস ভাঙার সময়েই বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিও হয় পুলিশের। ঘটনা ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, তারাতলা গরাগাছা পোর্ট ট্রাস্টের জমির উপর অবৈধভাবে তৈরি হয়েছিল বিজেপির এই পার্টি অফিস। সেটাই এদিন ভেঙে দেওয়া হয় কলকাতা পুলিশ ও পোর্ট ট্রাস্টের পক্ষ থেকে।

সূত্রের খবর, এদিন যে সময় এলাকায় বুলডোজার নিয়ে যাওয়া হয়, সেই সময় অনেক বিজেপি কর্মী ওই জায়গায় ছিলেন। পোর্ট ট্রাস্টের পক্ষ থেকে পার্টি অফিসের ভিতর থাকা বিজেপি কর্মীদের বেরিয়ে আসতে বলা হয়। কিন্তু কেউ না বের হওয়ায় এগিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন বিজেপি কর্মীরা। একেবারে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। এরপর সমগ্র ঘটনা সামাল দিতে নামে র‍্যাফ। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে আটকও করা হয়েছে।

যদিও, শেষ পর্যন্ত পার্টি অফিস ভাঙতে সক্ষম হয় পুলিশ। কিছু সময়ের মধ্যেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় পদ্ম শিবিরের ওই কার্যালয়। অন্যদিকে, এদিনই বেহালা ম্যান্টন এলাকায় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের অস্থায়ী পার্টি অফিস সরিয়ে ফেলা হয়। ফুটপাতের উপর ছিল সেই পার্টি অফিস। দলীয় কর্মীরাই ভেঙে ফেলেন সেই অফিসটি। প্রসঙ্গত, বেআইনিভাবে ফুটপাতের দখল নিয়ে বিগত কয়েকদিনে লাগাতার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মমতা। তারপরই মাঠে নামে পুলিশ। রাজ্যজুড়ে শুরু হয় উচ্ছেদ অভিযান।

হকার উচ্ছেদ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে 'বুলডোজার-মা' বলে কটাক্ষ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই রাজ্য জুড়ে হকার উচ্ছেদে নেমেছিল পুলিশ প্রশাসন। যদিও আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে উচ্ছেদ অভিযান। বৃহস্পতিবার নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দিয়েছেন, বিকল্প ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত হকার উচ্ছেদ করা যাবে না। শুক্রবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হকার উচ্ছেদ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'বুলডোজার মা' বলে কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর দাবি, 'তৃণমূল নেতারা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে বুলডোজার বাবা বলে থাকেন। তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বুলডোজার মা

বলাই যেতে পারে।'

অর্জুনের অভিযোগ, 'তৃণমূলকে ভোট না দেওয়ায় বুলডোজার চালিয়ে গরিব মানুষের রুটিরুজি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আসলে বুলডোজার চালিয়ে উনি গরিব মানুষজনের পেটে লাথি মারছেন।' তাঁর দাবি, ৭১টি পুরসভা ওনার হাত থেকে চলে গিয়েছে। কলকাতা কার্পোরেশনের ৪৯টি ওয়ার্ডের বেশি হাতছাড়া হয়েছে। এতেই উনি ক্ষেপে গিয়ে উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছেন। প্রাক্তন সাংসদের দাবি, যোগী আদিত্যনাথ আদালতের নির্দেশ ছাড়া একটাও উচ্ছেদ করেননি। আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতের নির্দেশ ছাড়াই উচ্ছেদ করেছেন। অর্জুনের কটাক্ষ, অনেক দেরিতে হলেও মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পেরেছেন ওনার দলের লোকেরা তোলাবাজ। তাঁর দাবি, 'বাম আমলে উনি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতেন বিকল্প ব্যবস্থা না করে কোনও মতেই উচ্ছেদ করা যাবে না। এখন তো উনি বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়াই হকার উচ্ছেদ করছেন।'

গল্ফগ্রিনে গাছ ভেঙে পড়ায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার গল্ফগ্রিনে গাছ ভেঙে পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে গল্ফগ্রিনের নেতাজি মূর্তির পাশে প্রথমে একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ ভেঙে পড়ে, সেই গাছটি একটি নিমগাছের উপর পড়লে নিমগাছটিও ভেঙে পড়ে ওই ব্যক্তির উপর। আর তাতেই মৃত্যু হয় আলোক কয়াল নামে এক ব্যক্তির। পেশায় তিনি রিকশা চালক।

পুলিশ সূত্রে খবর, বৃষ্টির সময় গল্ফগ্রিন সেন্ট্রাল পার্কের সামনে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা রিকশায় ছিলেন ওই ব্যক্তি। আচমকা জোরে হাওয়া দেয় এবং পাশের একটি গাছ ভেঙে রিকশার উপরে পড়ে। তাতেই ঘটে ওই মর্মান্তিক ঘটনা। হাসপাতালে যাওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় তাঁকে। ঘটনার পরপরই ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তপন দাশগুপ্ত ঘটনাস্থলে পৌঁছন। তিনি বলেন, 'গল্ফগ্রিনে একাধিক গাছ এমন রয়েছে, যেগুলোর ডালপালা কাটতে হবে। পুরনো গাছ যে কোনও সময় ভাঙতে পারে। দেবাশিষ কুমারকে জানিয়েছি। মৃতের পরিবারের পাশে থাকব।'

মিথ্যা মামলায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা বিচারপতি সিনহার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের নানা দিক থেকে আসছে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিযোগের তির রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে মামলাও হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। এবার ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে একটি মিথ্যা মামলায় কড়া পদক্ষেপ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। মিথ্যে মামলা দায়ের করে আদালতের সময় নষ্ট ও বিভ্রান্ত করার দায়ে মামলাকারীর ১০ হাজার টাকা জরিমানা করতে দেখা গেল বিচারপতি অমৃতা সিনহাকে। শুধু তাই নয়, ওই টাকা কী কাজে ব্যবহার করা হবে, তাও জানিয়ে দিলেন বিচারপতি সিনহা। প্রসঙ্গত, উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে এক পরিবার ভোট পরবর্তী হিংসার শিকার বলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন গোপা দে নামে এক মহিলা। তাঁর অভিযোগ ছিল, বিরোধী দলের কর্মী হওয়ায় শাসক দলের লোকজন ওই পরিবারকে বাড়িছাড়া করেছে। এই মামলায় একাধিক শুনানি হয়। রাজ্যের আইনজীবী সুমন সেনগুপ্ত তথ্য প্রমাণ সহ আদালতকে জানান, ওই পরিবার বাড়িতেই রয়েছে। দুই প্রতিবেশীর গণ্ডগোলকে ভোট পরবর্তী হিংসা বলে চালানো হচ্ছে। এরপরই মামলাকারী মামলা তুলে নেওয়ার আবেদন জানান। কিন্তু, আদালত প্রথমে আপত্তি জানায়। পরে ১০ হাজার টাকা জরিমানার বিনিময়ে মামলা তোলার অনুমতি দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বিচারপতি নির্দেশ দেন, ওই টাকা হাইকোর্টের পুরনো বিল্ডিংয়ে মহিলা শৌচালয় নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য ব্যবহার করতে হবে। তিনি বলেন, রেজিস্ট্রারের কাছে ওই টাকা জমা দিতে হবে। সেই টাকা মহিলা শৌচালয় নির্মাণকাজে খরচ করে আদালতকে তার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে।

গত ৪ জুন লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণা হয়েছে। ১৯ এপ্রিল থেকে ১ জুন পর্যন্ত সাত দফায় রাজ্যের ৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে। রাজ্যের ৪২টি আসনের মধ্যে ২৯টি আসন জিতেছে তৃণমূল। ১২টি আসন পেয়েছে বিজেপি। আর কংগ্রেস পেয়েছে একটি আসন। লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ ওঠে। একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী ২৬ জুন পর্যন্ত রাখার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট।

অবশেষে দক্ষিণবঙ্গের সব অংশেই পা রাখল বর্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণবঙ্গের সব অংশেই ঢুকে গেল বর্ষা। দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢোকার নির্ধারিত দিন ১১ই জুন। সেই সময়ের ১৭ দিন পরে অবশেষে বর্ষা দক্ষিণবঙ্গের সব অংশে ঢুকে পড়ল। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ। উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এই নিম্নচাপ এখন অবস্থান করছে উত্তর বঙ্গোপসাগরের ওড়িশা উপকূলে। এর ফলে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। বজ্রপাতের আশঙ্কাও রয়েছে। হাওয়া অফিস বলছে, এবার ফেয়ারলি ওয়াইড স্প্রেইড থেকে ওয়াইড স্প্রেইড রেইন হবে দক্ষিণবঙ্গে। যার সূচনা হয়েছে শুক্রবার থেকেই। এরপর শনিবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি রয়েছে। রবিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে।

নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বুধবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে এই জেলাগুলিতে। আবহাওয়ার

পূর্বাভাস বলছে, ৩০ জুন ও ১ জুলাই উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ার কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এই দু'দিন এই চার জেলায় জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা।

একইসঙ্গে মৌসম ভবনের তরফে এও জানানো হয়েছে, এদিন মৌসুমী অক্ষরেখা রাজস্থানের জয়সলমীর থেকে দিল্লি, আলিগড়, কানপুর, গাজিপুর, গোণ্ডা, মোরাদাবাদ, দেরাদুন, ঊনা পাঠানকোট হয়ে জম্মুতে ঢুকে পড়ল। একটি অক্ষরেখা রয়েছে গুজরাত থেকে বিহার পর্যন্ত। এই অক্ষরেখা রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ ও ইউপির উপর অবস্থান করছে। ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে বাংলাদেশ, অসম, রাজস্থান ও গুজরাতের উপর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এই মুহূর্তে মৌসুমী অক্ষরেখা বার্মার, জয়পুর, আগ্রা, সিদ্ধি চাঁইবাসা, হলদিয়া, পাঁকুড়, পটনা, মহারাজা গঞ্জ, দেরাদুন, ঊনা, পাঠানকোট জম্মুর ওপর দিয়ে বিস্তৃত।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টা ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। মালদহ, দুই দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলাতে ভারী বৃষ্টি চলবে। তবে বৃষ্টির পরিমাণ ও তীব্রতা কমবে। শনিবার ও রবিবার ওয়াইড স্প্রেইড রেইন মালদা ও দুই দিনাজপুরে। ২ এবং ৩ জুলাই অর্থাৎ মঙ্গল ও বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বৃষ্টি জারি থাকবে। ২ এবং ৩ জুলাইতে উত্তরেরও সব জেলায় বৃষ্টি জারি থাকবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

বর্ধিত বেতনের অর্থ দান শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি যৌথ মঞ্চের নেতৃত্বের হাতে চেক তুলে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিধায়কদের বেতন বেড়েছে। এই সূত্রেই ৪০ হাজার টাকা বেতন বেড়েছে শুভেন্দু অধিকারীরও। সেই বাড়তি টাকা সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আইনি লড়াইয়ের জন্য তুলে দিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, বিধায়কদের এই বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কে বিরোধী দলনেতা জানান, তার প্রতিবাদ তিনি করেছিলেন। তবে সেই প্রতিবাদ ধোপে টেঁকেনি। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিকে থেকে শাসকদলের প্রতিনিধির সংখ্যা বিধানসভায় অনেক বেশি। তখনই তিনি ঘোষণা করেন, এই বাড়তি টাকা তিনি শাসকদলের বিরুদ্ধে যে আইনি লাড়াই চলছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সেখানে তিনি এই অর্থ দিয়ে সাহায্য করবেন। শুক্রবার তাঁর দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি রাখেন শুভেন্দু।

ভিন রাজ্যের ডাকাতদের টার্গেট বাংলা: মুখ্য উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভিন রাজ্যের সীমানা দিয়ে বাংলায় আগ্নেয়াস্ত্র ঢুকছে, এমন তত্ত্ব এর আগেও বিভিন্ন সময়ে উঠে এসেছে। সাম্প্রতিককালে বন্দুক-সহ গ্রেফতারিও হয়েছে একাধিক। তবে এবার ভিন রাজ্যের ডাকাত দলও টার্গেট করছে বাংলাকে, এমনটাই শুক্রবার বিকেলে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও এডিজি আইন-শৃঙ্খলা মনোজ ভার্মা। চলতি বছরে বাংলায় চারটি ডাকাতি ও ডাকাতির চেষ্টার ঘটনায় ভিন রাজ্যের ডাকাত দলের যোগ পাওয়া গিয়েছে। সেই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র। কোনও ক্ষেত্রে বিহার, কোনও ক্ষেত্রে ঝাড়খণ্ডের ডাকাত দলের যোগ উঠে এসেছে।

একইসঙ্গে এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে এও জানানো হয়, রাজ্য পুলিশের কড়া নজরদারি ও তল্লাশি অভিযানেই এসেছে বড় সাফল্য। চারটি পৃথক ঘটনায় মোট ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে ১০টি আগ্নেয়াস্ত্র, যেগুলি আন্তঃরাজ্য ডাকাত গ্যাংয়ের সঙ্গে জড়িত। এর মধ্যে দু'টি ঘটনায় ডাকাতির ঠিক আগের মুহূর্তে গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ডাকাত দলকে ঘটনাস্থল থেকেই পাকড়াও করে পুলিশ। অন্য দু'টি ক্ষেত্রে ডাকাতির পর গা ঢাকা দেওয়া ডাকাত দলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই ঘটনা প্রসঙ্গে চারটি ঘটনাকে সামনে তুলেও ধরেন মুখ্যমন্ত্রী মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) মনোজ ভার্মা। প্রথম ঘটনা পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের। এক ডাকাতির ঘটনায় সাত জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই সাতজনই ঝাড়খণ্ডের এক ডাকাত দলের সদস্য। তাদের থেকে উদ্ধার হয়েছে ৬টি আগ্নেয়াস্ত্র। এডিজি আইন-শৃঙ্খলা মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, ২০২২ সালের একটি ডাকাতির ঘটনায় এদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া চলতি বছরে আরও তিনটি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে সেখানে এবং সেগুলির তদন্তেও এদের যোগ পাওয়া গিয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনা হাওড়ার ডোমজুড়ে। এখানেও এক ডাকাতির ঘটনায় বিহার সমস্তিপুরে অভিযান চালিয়েছিল রাজ্যের পুলিশ। সেই অভিযানে বিহার পুলিশের সহযোগিতায় বিহারের সমস্তিপুর থেকে ডাকাত দলের এক সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের টিম সেখানে এখনও রয়েছে এবং ওই ডাকাতির ঘটনায় জড়িত বাকিদের খোঁজেও তল্লাশি চালাচ্ছেন পুলিশকর্মীরা।

তৃতীয় ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট এলাকার জামুড়িয়া থানা এলাকায়। পুলিশের সঙ্গে এসটিএফের যৌথ অভিযোগে ডাকাতির আগেই গ্রেফতার করা হয় ডাকাত দলকে। বাংলা থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয় এবং বাকি দু'জনকে গ্রেফতার করা হয় ঝাড়খণ্ড থেকে। সব মিলিয়ে মোট চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে একটি গাড়ি ও আগ্নেয়াস্ত্র। আর চতুর্থ যে ঘটনাটির কথা উল্লেখ করা হয় তা বাঁকুড়ার। বাঁকুড়া থানা এলাকাতেও বড়সড় ডাকাতির এক চেষ্টা বানচাল করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ওই ঘটনায়।

সম্পাদকীয়

মূল সমস্যাকে এড়িয়ে, নগদহীন চিকিৎসার সীমা বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই

রাজ্যের সব সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগী চিকিৎসা-ভাতা হিসাবে পাঁচশো টাকা পান। এ ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির পদ বা তাঁর বেতন বিচার্য নয়। একই ভাবে, কেউ রাজ্য সরকারের 'হেলথ স্কিম'-এর সুবিধা নিতে চাইলে, তাঁকেও পদ ও বেতন নির্বিশেষে শুধু চিকিৎসা-ভাতার ওই পাঁচশো টাকাই মাসিক বেতন থেকে কাটাতে হয়। আশ্চর্যের বিষয়, হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার সময় এই স্কিমের সুবিধাভোগী কোনও ব্যক্তি হাসপাতালের কোন ঘরে থেকে চিকিৎসাপ্রাপ্ত হবেন, তা নির্ভর করে তাঁর মাসিক বেতনের উপর। যেমন, কোনও কর্মচারীর মাসিক বেতন ৪৬,২৬০ টাকার কম হলে তিনি বেসরকারি হাসপাতালে 'জেনারেল বেড' পাবেন; আবার ৪৬,২৬০ টাকা থেকে ৬৯,৩৯০ টাকার মধ্যে বেতন হলে তিনি 'সেমি-প্রাইভেট ওয়র্ড'-এ ভর্তি হওয়ার যোগ্য, আর বেতন আরও বেশি হলে তাঁর জন্য বরাদ্দ 'প্রাইভেট ওয়র্ড'। সমপরিমাণ অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্ত সুবিধায় এ-হেন বৈষম্য কেন? ২০০৮-এ 'ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম' চালু হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা পরিষেবার খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ, 'হেলথ স্কিম' উপভোক্তাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিষেবা বাবদ সরকারের ধার্য-মূল্য সেই একই রয়েছে। ফলে, অনেক হাসপাতাল এই প্রকল্পের পরিষেবা দিতে অস্বীকার করছে এবং বহু ডাক্তার এত কম ফি-তে রোগীর চিকিৎসা করতে চাইছেন না। ফলে, বহু কর্মচারী হেলথ স্কিমের আওতাভুক্ত হয়েও সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সম্প্রতি হেলথ স্কিমে ক্যাশলেস চিকিৎসার সীমা দেড় লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে দু'লক্ষ টাকা করার কথা ঘোষণা হয়েছে। একটি সরকারি অফিসে 'হেলথ স্কিম' সংক্রান্ত কাজ করার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, অনেক বেসরকারি হাসপাতাল রাজ্য সরকারের হেলথ স্কিমের আওতায় নগদহীন চিকিৎসার সুবিধা দেওয়ার অঙ্গীকার করে সরকারি ভাবে নাম নথিভুক্ত করালেও, বাস্তবে সেই সুবিধা দেয় না। ফলে রোগীকে টাকা দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে পরে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে সেই টাকা পাওয়ার আবেদন করতে হয়। এবং সে ক্ষেত্রে দেখেছি যে, অনেক হাসপাতাল বিভিন্ন পরিষেবা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা খাতে সরকারের ধার্য-মূল্যের বেশি টাকা বিল করে। ফলে আখেরে ক্ষতি হয় সেই রোগী তথা সরকারি কর্মীর। তাই মূল সমস্যার দিকে না তাকিয়ে, নগদহীন চিকিৎসার সীমা বাড়িয়ে আদতে কোনও উপকার হবে না।

আনন্দকথা

জনকাদি সংসারেও কর্ম করেছিলেন। ঈশ্বরকে মাথায় রেখে কাজ করতেন। নৃত্যকী যেমন মাথায় বাসন করে নাচে। আর পশ্চিমের মেয়েদের দেখ নাই? মাথায় জলের ঘড়া, হাসতে হাসতে কথা কইতে কইতে যাচ্ছে।

প্রতিবেশী — গুরুর উপদেশ বললেন। গুরু কেমন করে পাব?

শ্রীরামকৃষ্ণ — যে-সে লোক গুরু হতে পারে না। বাহাদুরী কাঠ নিজেও ভেসে চলে যায়, অনেক জীবজন্তুও চড়ে যেতে পারে। হাবাত কাঠের উপর চড়লে, কাঠও ডুবে যায়, যে চড়ে সেও ডুবে যায়। তাই ঈশ্বর যুগে যুগে লোকশিক্ষার জন্য নিজে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। সচ্চিদানন্দই গুরু।

''জ্ঞান কাকে বলে; আর আমি কে?

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

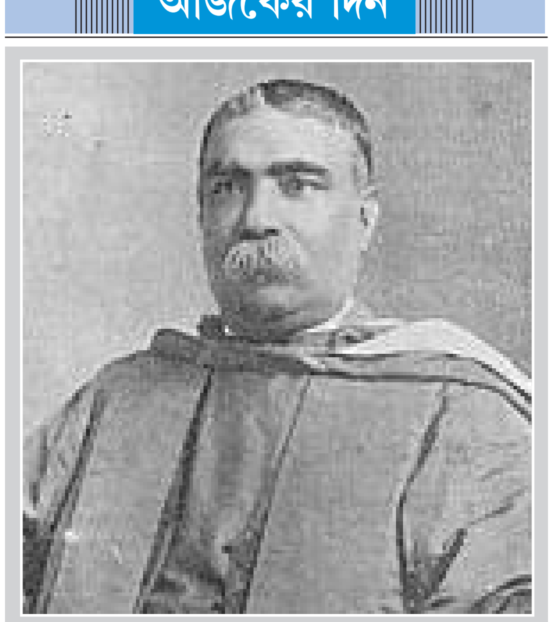

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৮৬৪ *বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৮৯৩ *বিশিষ্ট বিজ্ঞানী প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবিশের জন্মদিন।*
১৯৩৬ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহর জন্মদিন।*

হরিচাঁদ যুগাবতার নাকি যুগনায়ক?

হরিপ্রসাদ সরকার

হিন্দু ধর্মের মতে চৈতন্যের তিরোভাবের সাথে কলিযুগ শেষ হয়ে যায়। তাইতো কবিরসরাজ তারক সরকার শ্রীশ্রীহরিলীলামৃতের বন্দনায় ১৮১২ সালে আবির্ভূত হরিচাঁদের জীবন চরিত সুধায় লিখেছেন, 'পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার।' কিন্তু প্রশ্ন হলো- এখানে কোন অবতারের কথা বলেছেন?

শাস্ত্রগ্রন্থে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি যুগের উল্লেখ আছে। শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত তো শাস্ত্রগ্রন্থ নয়। এটা তো মহান ব্যক্তির জীবনী গ্রন্থ। আগের অবতারগণ সবাই উচ্চকুলে জন্মেছেন, আর হরিচাঁদ তো মানবকুলে বৈষ্ণব যশোমন্তর দ্বিতীয় পুত্র হয়ে জন্মেছেন সফলানগরে। তিন নন্দবংশের যশোদা তনয় কৃষ্ণের মতো গোপীনিদের সাথে প্রেম প্রেম খেলা খেলেন নাই। তাঁর গায়ের রঙ রাম ও কৃষ্ণের মতো শ্যাম বর্ণের ছিলনা। হরিচাঁদ ছিলেন অনুপম সুদর্শন কাদম্বিনীসম। আজানুলম্বিত বাহু, কোমল শরীর, চক্ষুকোণ শিরা লাল, নারীসুলভ স্তন, জোড়া ভুরু। এমন বিরল সুদর্শন দেহধারী হয়েও, নীচকুলে জন্মানোয় ব্রাহ্মণেরা অবতার বলে মেনে নেবে না জেনেই দৃপ্ত কণ্ঠে কবি বলেছেন, 'অতি নিম্নে না নামিলে কিসে অবতার?' পতিত না উদ্ধার হলে পতিত পাবন হওয়া যায়না। তাই তথাকথিত হিন্দু ধর্মের মতে তিনি অবতার কখনো নন।

সকলেই ত্রেতা যুগের দশরথের চার পুত্রের মধ্যে একমাত্র রামকেই অবতার বলে জানি। কিন্তু হরিলীলামৃতের বন্দনায় কৃষ্ণদাস, বৈষ্ণবদাস, গৌরিদাস ও স্বরূপদাসকেও অবতার আখ্যা দেওয়ার অ হলো- বিশেষভাবে সম্মানিত করা। পিতা যশোমন্ত আদর করে মধ্যম পুত্রের নাম রাখেন হরিদাস। কারণ তিনি ছিলেন শ্রীহরিভক্ত। শ্রীচৈতন্য অনুরাগী তথা বৈষ্ণব ধর্মের নিষ্ঠাবান ভক্ত। এমন মহাসাধকের সন্তান হরিদাস ছেলেবেলা থেকেই প্রতিবাদী ছিলেন। নিজেকে 'দাস' মানতে অরাজি ছিলেন। চার ভাইয়েরা বৈষ্ণবসেবায় অনুরক্ত থাকলেও হরিচাঁদ তাঁর সাথীদের নিয়ে 'ভেকধারী' বৈষ্ণবদের স্নানের সময় ঝোলা ফেলে দিতেন। তাহলে কী তাঁকে অবতার বলা ঠিক?

হরিচাঁদের জন্ম ১৮১২ সালের মহাবারুণীর দিনকে 'হরিসাল' বলে গণনা করতে বলেও লিখেছেন — এই পবিত্র তিথিতে বৈদিক ক্রিয়া মানার দরবার নেই। তবে কি করে তাঁকে হিন্দু ধর্মের সাধক বা অবতার বলবো? হরিচাঁদ তো তিথি, নক্ষত্র, শুভাশুভ কাল মানতেন না। দেবদেবী, মন্ত্রতন্ত্র, যাগযজ্ঞ করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা স্বীকার না করে বাবা মাকে সৃজনকারী বলেছেন। যা এর আগে কেউ বলেননি। এমনকি স্বর্গ, নরক, অলৌকিক, পারলৌকিক ক্রিয়াকে মান্যতা দেননি। শ্রাদ্ধ না করে মৃত মা বাবা ও স্বজনদের শ্রদ্ধা জানাতে বলেছেন। যদিও অক্ষয় চক্রবর্ত্তী মহাভাবে হরিচাঁদকে 'পুরী পুরী' বলেছেন, যদিও ওড়াকান্দির পশ্চিম কোণের ভক্তদাসের বাড়ীর সভায় আগত তিনজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের একজন ব্রাহ্মণ ত্ব্রাহ্মণ্যদেবের দেব শ্রীহরিঠাকুরদ এবং ইনি সামান্য মানুষ নন বলেন। এবং হরিচাঁদকে অবতার না বলে অসাধারণ বলেছেন। আমার মতে হরিচাঁদকে অবতার না বলে প্রতিবাদী বিদ্রোহী যুগনায়ক বললে ছোট করা হয়না।

এই গ্রন্থেই হরিচাঁদকে পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার এবং তাঁকে রাম, কৃষ্ণসহ অনেক দেবদেবীতাঁর সঙ্গ পেতে কামনা করেন লেখা আছে। এখানেই মনে খটকা লাগে। কারণ তিনি ব্রহ্ম, বিষ্ণু, মহেশ্বরের আরাধনা করেন না। এহেন দলিতকে কেন অবতার মান্যতা দেবে? তারকের লেখা শ্রীশ্রীহরিলীলামৃতকে আকর গ্রন্থ বলে চিৎকার করুক না কেন সবাই তা মেনে নেবে না।

তারক সরকার কবিগান গেয়ে বেঁচে থাকার মানসে হরিচাঁদের কাছে মৃত্যুঞ্জয়ের সাথে যেদিন প্রথম যান, সেদিন হরিচাঁদকে অবতার বলে মেনে নেননি।

তাই মৃত্যুঞ্জয় মনে বড় ব্যথা পান। তিনি চৈতন্য ভাগবতের সন্ন্যাস অধ্যায় পড়তে বলেন। তারকও বইটি জোগাড় করে পাঠ করে দ্বিতীয়বার একাকি হরিচাঁদের কাছে গেলে তাঁর দেহে অবতারের বত্রিশটা চিহ্ন অবলোকন করেন। তাই স্পষ্ট লিখেছেন — চৈতন্যের তিরোভাবের পরে ধর্ম সংস্থাপন আর জীব উদ্ধারের জন্য যিনি জন্মেছেন, তিনিই স্বয়ং শ্রীহরি। অর্থাৎ ক্ষীরোদ সাগরে অনন্ত নাগের ছত্রচ্ছায়ায় অনন্তশায়ী মহাবিষ্ণু শ্রীহরি — সর্বমূলাধার। তাঁর থেকে এই বিশ্ব সংসার, দেবদেবী, স্থাবর-জঙ্গম, কীট-পতঙ্গ, মানব-মানবী, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী ও এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি হয়েছে। ইতি পূর্বে যত রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্যদেব সকলেই মহাবিষ্ণু শ্রীহরি থেকে উদ্ভুত। কিন্তু স্বয়ং শ্রীহরি নন। সেই অনন্তশায়ী শ্রীহরি 'শ্রীহরি' নাম নিয়ে পূর্বে ধরাধামে আবির্ভূত হননি। এই প্রথম সেই সর্বমূলাধার মহাবিষ্ণু শ্রীহরি 'শ্রীহরি' নাম নিয়ে সফলাডাঙায় আবির্ভূত হন।

এটা তারকের নিজস্ব মত। হরিচাঁদের মত মোটেই হতে পারেনা। কারণ তিনি জন্মান্তরবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বুদ্ধদেবের অনুসারী। তিনি আত্মা, পরলোক, ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেননা। বরং আজীবন ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে তথাকথিত পিছিয়ে রাখা জনগণকে ন্যায়াধিকার দিতে আন্দোলন করেছেন। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করেছেন। তাই তাঁকে কল্পিত যুগাবতার বলা যায়না। তাঁর আগমনে মৃতপ্রায় জাতির প্রাণ সঞ্চার করেছেন।

এই হরিচাঁদ কখনো গৈরিক বসন পরেন নাই। কেশ মুন্ডন করেন নাই। যোল নাম বত্রিশ অক্ষরে আপামর জনগণকে মাতিয়ে তোলেন নাই। তিনি শুধু শূদ্র নয়, বৈশ্য নয়, জাতপাতের বেড়া ভেঙে চুরমার করে 'হরিবোল' বলে মাতিয়ে তুললে কেউ কেউ বলতে লাগল, 'নমঃকুলে এলো ব্রহ্ম সনাতন।' আর কবি লিখলেন, 'হরিচাঁদ আসল হরি পূর্ণানন্দ হরি।' তিনি আরও লিখলেন, 'বৈকুণ্ঠ্যাব্দে নাহি সেই লীলার প্রচার। তাই এই কারণে অবতার হৈল প্রয়োজন।' এই অবতার শাস্ত্রে লেখা অবতার নয়। তাঁর মানবপ্রেম দেখে অবহেলিত, শোষিত, ঘৃণিত মানুষের হৃদয়নদীতে দয়া, প্রেম, পবিত্রতা উপচে পড়ল। চিত্ত দ্রবীভূত হল হরিবোল বুলিতে। সবাই হল মাতোয়ারা। অন্ত্যজদের তাপিত মরুহৃদয়ে হাজার হাজার বছর পরে শীতল বারি বর্ষিত হল।

মহাকবিও অনির্বচনীয় আনন্দে কৃতজ্ঞতায় মুখের ভাষায় গ্রন্থ না লিখে পয়ার ছন্দে শ্রদ্ধা জানালেন — জীবে দয়া জ্ঞানে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠাই প্রকৃত ধর্ম আর বাকি সব কিছু মিথ্যা। তিনি ব্রাহ্মণ না হয়েই ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে উচ্চবর্ণের মানুষের বিচারে 'নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করে মানুষে আসিয়া মানুষে মিশিয়া হরিবোল নামাস্ত্রে চৈতন্যের তত্ত্ব খন্ডন করে সুযুক্তি বিধানে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হলেন।'

হরিচাঁদই পূর্ববঙ্গে সর্বপ্রথম অনুন্নত জেলাগুলিতে খেটে-খাওয়া সাদাসিদা মানুষের মনে নবজাগরণের বন্যা দিলেন বইয়ে। নিজে বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, শোনো, বৈরাগী ভাই ও বোনেরা! পঞ্চ রসিকের ক্রিয়ার দ্বারা তোমাদের মাতাবো হরিবোলে। আমি মজাবো চৈতন্যের আত্মসুখী ভক্তদের। তবে মাধুর্যের ভক্তের প্রতি আমার কোনও অধিকার নাই। অন্যান্য ভক্তদের অশ্রদ্ধা করবো না। আমি বিধিভক্ত নৈষ্ঠিকের ধর্ম অখন্ড যুক্তির দ্বারা সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মের নদীতে স্নান করাবো। কারণ মূল সনাতন শব্দটাকে হাইজ্যাক করেছে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। পালি ভাষায় সনাতন শব্দের অর্থ হল — শত্রুতা দ্বারা শত্রুতা দমন করা যায়না। ক্রোধহীনতা দ্বারা একে দমন করা যায়। এটাই সনাতন ধর্ম। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা, রামায়ন ও মহাভারতে লড়াই,ঝগড়া হিংসা বন্ধ করার দিশা লেখা নাই। যে প্রক্রিয়ায় মানুষের প্রতি প্রেম, ভালোবাসা, দয়া কীভাবে জাগ্রত করা যায়, তার কথা বলা হয নাই। উপরন্তু এই হিন্দু ধর্ম উৎপত্তি হয়েছে বৌদ্ধমার্গ ধ্বংস করার জন্য। আমি তা হতে দেবোনা। ওঁরা যাতে আর না পারে আমি তাই মতুয়া মত প্রতিষ্ঠা করতে চাই। ৭ম ৮ম শতাব্দীর আগে বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের কোনও তথ্য প্রমাণ এখনো পযর্ন্ত পাওয়া যায়নি।

তবে আমার তৈরি মতুয়া মত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এক ভিন্ন মতবাদ। এই মতে বেদের আইন মানা হয় না। শ্রীকৃষ্ণের চার বর্ণকে আমি এক বর্ণে একত্র করে নীচু-উঁচু, জাতিভেদ প্রথার অবসান করে সব মানুষই সমান প্রচার করতে চাই। আমি বারুণী স্নানকে পুণ্যস্নান, তীর্থদর্শনকে পুণ্য মনে করিনা। মতুয়া মত মানে মানবিকতা। এটা এক বিজ্ঞান মঞ্চ। মতুয়ারা পরজন্ম, স্বর্গ, নরক মানেনা। জগতের সকল কিছুর মূলে মানুষের অবদান দেখতে পাই। সেখানে ঈশ্বর ভগবান বলে কিছু নেই। মা বাবাই আমার সৃষ্টিকর্তা। সূর্য এই বিশ্বপ্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন। সূর্যই প্রকৃতির নিয়ন্তা। তার ইচ্ছায় জোয়ার ভাটা হয়। কোনও দেবদেবীর ইচ্ছায় হয়না।

সবশেষে বলছি — হরিচাঁদ যদি অবতার হবেন, তবে বর্ণবাদীদের কোন না কোন মন্দিরে কবির ভাষায় পূর্ণব্রহ্ম হরিচাঁদের মূর্তি বা প্রতিকৃতি নিশ্চয়ই দেখা যেত। এমনকি হরিচাঁদকে 'দরিদ্রব্রহ্ম অবতার' কবি লিখলেও পুরীর সমুদ্র সৈকতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দাঁড়ানো মূর্তি দেখা গেলেও অবতার হরিচাঁদের মূর্তি মতুয়াদের তৈরি মন্দির ছাড়া আর কোথাও আজও দেখলাম না।

এমনকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদী বাংলাদেশের ওড়াকান্দী ও উত্তর ২৪ পরগণার ঠাকুরনগর ধামে হরিচাঁদ মন্দিরে তাঁর চরণধুলি পড়লেও কিন্তু সারাভারত মতুয়া মহাসংঘাধিপতি ও বিজেপি সাংসদ তথা জাহাজ মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনে আমন্ত্রিত হলে বুঝতাম হরিচাঁদ অবতার ছিলেন।

মধুসূদন দত্তের শর্মিষ্ঠা বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক নাটক

এস ডি সুব্রত

মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বিবেচনা করা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ও নাট্যকার হিসেবে। বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্যের ভাবধারার সার্থক প্রয়োগ করেন মধুসূদন। বাংলা সাহিত্যে উপযুক্ত নাটকের অভাব অনুভব করার এক পর্যায়ে কলকাতার পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত হন। তার পরই বলা চলে নাট্যকার হিসেবেই বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে পদার্পণ হয় মধুসূদন দত্তের। মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে পাশ্চাত্য রীতিতে রচনা করেন নাটক 'শর্মিষ্ঠা'। একে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সার্থক ও আধুনিক মৌলিক নাটক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এটি তাঁর প্রথম নাটক। রামনারায়ণ তর্করত্নের সংস্কৃত নাট্যশৈলীর প্রথা ভেঙে মাইকেল মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্য শৈলীর অনুসরণে প্রথম আধুনিক বাংলা নাটক রচনা করেন। মাইকেল মধুসূদনের নাট্যচর্চার কাল ও রচিত নাটকের সংখ্যা দুইই সীমিত। ১৮৫৯ থেকে ১৮৬১, এই তিন বছর তিনি নাট্যচর্চা করেন। এই সময়ে তাঁর রচিত নাটকগুলি হল শর্মিষ্ঠা, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী। এছাড়া মৃত্যুর পূর্বে মায়াকানন নামে একটি অসমাপ্ত নাটক। শর্মিষ্ঠা নাটকের বিষয়বস্তু মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত রাজা যযাতি, শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী। শর্মিষ্ঠা একটি পৌরাণিক নাটক। রচিত হয়েছিল ১৮৫৯ সালে। পাশ্চাত্য নাট্যশৈলীতে লিখলেও, মাইকেল এই নাটকে সংস্কৃত শৈলীকে পুরোপুরি বর্জন করেন নি। শর্মিষ্ঠা নাটকের কাব্য ও অলংকার-বহুল দীর্ঘ সংলাপ, ঘটনার বর্ণনাত্মক রীতি, প্রবেশক, নটী, বিদুষক প্রভৃতির ব্যবহার সংস্কৃত শৈলীর অনুরূপ। ইংরেজি সাহিত্যের রোম্যান্টিক ধারার প্রভাবও এই নাটকে লক্ষ্য করা যায়। কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও, সেই যুগের ইংরেজি-শিক্ষিত পাঠকসমাজে এই নাটকটি খুবই সমাদৃত হয়। নাটকটি রচিত হয় ১৮৫৯ সালে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক হিসেবে স্বীকৃত শর্মিষ্ঠা। নাটকটির কাহিনী মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত রাজা যযাতি, শর্মিষ্ঠা ও দেবযানির ত্রিকোন প্রেমের কাহিনী কেন্দ্রিক। নাটকটি মহাভারতের কাহিনীকে উপজীব্য করে পাশ্চাত্য রীতিতে রচিত হয়ছিল। রচনার পর সাফল্যের সাথে পাইকপারা বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চে মঞ্চায়িত হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর এই নাটকটি মহাকবি কালিদাসের প্রতি উৎসর্গ করেন। নাটকের চরিত্রসমূহের মধ্যে আছে শর্মিষ্ঠা- দৈত্যরাজের কন্যা , দেবযানি-দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের একমাত্র কন্যা, যযাতি- চন্দ্রবংশীয় রাজা। কোপিল- দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের শিষ্য, পূর্ণিকা-দেবযানির একান্ত সহচরী , পুরু-রাজা যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র শুক্রাচার্য-দৈত্যগুরু।

অসুর রাজের একমাত্র কন্যা শর্মিষ্ঠা এবং দৈত্যগুরু মহর্ষি শুক্রাচার্যের একমাত্র কন্যা দেবযানি পরস্পরের বাল্য সখি। ঘটনাচক্রে তাদের মধ্যে বিবাদ হলে একপর্যায়ে শর্মিষ্ঠা দেবযানিকে একটি কুপে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। একমাত্র কন্যার এই পরিনতির বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে শুক্রাচার্য ক্রোধান্ধ হয়ে গেলে অসুররাজ্যকে রক্ষা করতে এবং দৈত্যগুরুর ক্রোধাগ্নিকে প্রশমিত করতে মহর্ষি নির্ধারিত শাস্তি মেনে নিয়ে শর্মিষ্ঠাকে সারাজীবনের জন্য গুরুকন্যা দেবযানির দাসত্ব বরণ করতে হয়। অপরদিকে যখন কুপে নিক্ষিপ্ত দেবযানি বাচার জন্য আকুতি করছিল তখন সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি। দেবযানির আর্তনাদে রাজা দেবযানিকে সেই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করেন। ঘটনাস্থলেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। দেবযানির পরিচয় জেনে রাজা অনতিবিলম্বে সেই স্থান পরিত্যাগ করেন। দেবযানির পিতা শুক্রাচার্য সাধনালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা আগে থেকেই কন্যার ক্ষত্রিয়কূলে বিবাহের বিষয়ে পূর্বাভাস পেয়েছিলেন বিধায় স্বীয় কন্যা দেবযানির সখী পূর্ণিকার মাধ্যমে রাজার প্রতি দেবযানির আসক্তির বিষয়ে অবগত হয়ে স্বীয় শিষ্য কপিলের মাধ্যমে রাজা যযাতির নিকট কন্যা দেবযানির বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করেন। রাজা এবং দেবযানি উভয়র সম্মতিতেই তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং সুখে দিনাতিপাত করতে থাকে। স্বল্পকালের ব্যবধানেই দেবযানির ঘর আলো করে জন্ম লাভ করে এক পুত্র সন্তান।

দেবযানির সাথে দৈত্যকূল হতে শর্মিষ্ঠা দেবযানির দাসি হিসেবে রাজা যযাতির রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুরীতে আসে। ঘটনাচক্রে রাজা যযাতির সাথে দাসীরূপী শর্মিষ্ঠার সাক্ষাৎ হয় এবং রাজা ও শর্মিষ্ঠা পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত হন। আলাপচারিতায় রাজা শর্মিষ্ঠার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারেন। রাজা এবং যযাতি গন্ধর্বমতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু বিষয়টি দেবযানির নিকট গোপন রাখা হয়। সময়ের পরিক্রমায় শর্মিষ্ঠার গর্ভে ৩ জন পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। একদিন রাজা রাজমহিষী দেবযানির সাথে বাগানে পরিক্রমণ কালে শর্মিষ্ঠার সন্তানদের শিশুসুলভ সরলতার কারণে রাজা ও শর্মিষ্ঠা গোপন প্রণয় সম্পর্কে অবগত হয়ে ক্রোধান্ধ হয়ে রাজধানী এবং রাজাকে পরিত্যাগ করে সকলের অজ্ঞাতসারে স্বীয় অনুচরী পূর্ণিকার সাথে দৈত্যরাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

অন্যদিকে, বিবাহোত্তর সময়ে বহুকাল কন্যার সাক্ষাৎ না পেয়ে কন্যাবৎসল পিতা দেবগুরু শুক্রাচার্য প্রতিষ্ঠানপুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথিমধ্যে দেবযানির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। কন্যার পাগলপ্রায় ক্রোধান্ধ মুর্তি দেখে তিনি প্রকৃত তথ্য জানতে পেরে দেবযানিকে শান্ত করার প্রয়াস চালিয়ে ব্যর্থ হন। পিতা দৈত্যগুরু রাজা যযাতিকে অভিশাপ না দিলে দেবযানি দেহত্যাগ করবে এইরূপ শর্তারোপ করলে দৈত্যগুরু বাধ্য হয়ে যযাতিকে জরাগ্রস্ত হওয়ার অভিশাপ প্রদান করেন। পিতৃতূল্য ঋষিশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্যের অভিশাপে রাজা যযাতি জরাগ্রস্ত হয়ে পরমকষ্টে দিনাতিপাত করতে থাকে। অনুচর পূর্ণিকার কথায় দেবযারি স্বীয় ক্রোধান্ধ সিদ্ধান্তে অনুতপ্ত হয়ে পিতার কাছে অভিশাপমোচনের উপায় সম্পর্কে জানতে চাইলে দৈত্যগুরু জানান যে যযাতির কোন পুত্র পিতার অভিশাপ বরণ করলে রাজার শাপমোচন ঘটবে। শেষ পর্যন্ত দেবযানির দুই পুত্র এবং শর্মিষ্ঠার বড় দুই পুত্র পিতার অভিশাপ বরণে অস্বীকৃতি জানালে রাজা তাদের প্রতি রুষ্ঠ হন। অবশেষে শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু সানন্দচিত্তে পিতার অভিশাপ বরণ করলে রাজা জরামুক্ত হন এবং পুত্র পুরুকে সসাগরা এবং সদ্বীপা পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার আশির্বাদ প্রদান করেন।

সর্বশেষে, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য শর্মিষ্ঠাকে শাস্তিমুক্ত করেন এবং দেবযানি সপত্নী শর্মিষ্ঠাকে বরণ করে নেয় এবং নাটকের শুভ সমাপ্তি হয়।

কেবলমাত্র বাংলা কাব্য ক্ষেত্রেই নয়, নাট্যসাহিত্যেও মাইকেল মধুসূদন দত্ত আধুনিকতাকে প্রতিষ্ঠা করেন। সমকালীন নাট্যধারার দুর্বলতাকে মনে রাখলে মধুসূদনের নাট্যকৃতির প্রশংসা করতেই হয়। মধুসূদনের পূর্বে বাংলা নাট্য সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর নাটক তখনও কেউ লেখেননি। সরাসরি অনুবাদধর্মী নাটক রচনার দিকেই ছিল সমসাময়িকদের ঝোক বেশি। তাও আবার সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। প্রকৃত প্রস্তাবে মধুসুদনই বাংলা নাট্য সাহিত্যে মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের নাট্যকার হিসাবে স্বীকৃত হতে পারেন। তাই নাট্যসাহিত্যের ধারায় মধুসূদনের কৃতিত্ব সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক উভয়দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। সমসাময়িক নিকৃষ্ট মানের যাত্রাগান ও নাটকের দুরাবস্থা মধুসূদনকে রচনায় প্রেরণা দেয়। অলীক নাট্যরঙ্গে ব্যথিত হয়ে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রস্তাবনায় নাট্যকার লিখেছেন

'অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।'

'শ্রীহর্ষ প্রণীত 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করতে গিয়ে মধু কবির মনে নাটক লেখার বাসনা জাগে। যদিও মাদ্রাজে থাকার সময় 'ট্রুথ' নামক একটি ইংরাজী নাটক কবি লিখেছিলেন, কিন্তু ছাপা হয়নি। এককথায় নাট্যসাহিত্যে মধুসুদনের আবির্ভাব অনেকটা আকস্মিকই বলাতে গেলে ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

গুজবের রেশ অব্যাহত, নিজের সন্তান নিয়েও অসুরক্ষিত মায়েরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: গুজবের কারণে ৪৮ ঘন্টার বেশি সময় ধরে বিচ্ছিন্ন ৭ মাসের দুধের শিশু ও তার মা। মানুষের অপদার্থতায় মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত শিশুটি। আইনের জটিলতায় এই সময় সীমা ১২০ ঘন্টা অর্থাৎ ৫ দিনের বেশি হতে চলেছে। শুধু তাই নয়, সামাজিক মাধ্যমে কোনও সঠিক তথ্য প্রমাণ ছাড়াই চোর সন্দেহ করা, গুজব ছড়ানোর পরিণতি যে কি ভয়াবহ হতে পারে তা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল বিরাটির ভুয়া বাচ্চা চুরির ঘটনা। কিছু মানুষ ও কিছু সংবাদমাধ্যমের অতিউৎসাহী অপদার্থতার কারণে শিশু ও মা আজ আর সুরক্ষিত নয়। কথায় বলে মায়ের কোলে তার শিশু সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত। অথচ মানুষের অপপ্রচার, গুজব ও অপদার্থতায় মাকেও প্রমাণ দিতে হচ্ছে তার শিশুর পরিচয়ের। তারই খেসারত দিতে শুক্রবার দিনেও ৭ মাসের বাচ্চাকে নিজের কাছে ফিরে পেলেন না মা বাসন্তী পান্ডে। গত বুধবার সকালে ডাউন দত্তপুকুর লোকালে করে যাওয়ার পথে বিরাটি স্টেশন এর কাছে কয়েকজন মহিলার মনে হয় বাসন্তী বাচ্চা চুরি করে পালাচ্ছে। শুরু হয় মারধর, শিশুটিকে কেড়ে রেল পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বারাসাত জিআরপি পরবর্তীতে তদন্ত করে জানতে পারে আসলে বাচ্চার মা ওই মহিলাই। সেই রাতে শিশুটির বাবা রামেশ্বর পান্ডের হেপাজতে তার স্ত্রী বাসন্তীকে ছেড়ে দিলেও বাচ্চা চলে যায় চাইল্ড লাইনে।

তারপর থেকে ওই দুধের শিশু মা ছাড়া হয়ে রয়েছেন। বাবা রামেশ্বর জানান, ছেলের শোকে পাথর হয়ে রয়েছেন তার স্ত্রী। বাচ্চা ছাড়া তিনি খাওয়া-দাওয়া করতে পারছেন না। এমত পরিস্থিতিতে শুক্রবার বারাসাত জিআরপির উদ্যোগে চাইল্ড লাইনে গিয়ে ওই বাচ্চা মায়ের হাতে তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টা করলেও আইনি জটিলতার কারণে প্রক্রিয়া এত সহজে মেটার নয়। আগামী সোমবারের আগে শিশুটি তার মায়ের কোলে ফিরতে পারবে না। তাই এদিনও খালি হাতেই ফিরতে হল শিশুটির মা-বাবাকে।

উত্তরপাড়ায় গঙ্গায় ডুবে মৃত্যু হল যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: আবারও সেই উত্তরপাড়া, গঙ্গায় স্নান করতে নেমে মৃত্যু হল যুবকের, এলাকায় শোকের ছায়া। মৃতের নাম সৌরভ চট্টোপাধ্যায়। গত কয়েক মাসে উত্তরপাড়া গঙ্গার ঘাটগুলোতে পরপর ডুবে মৃত্যু। ফের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। জানা গেছে, ২৭/১ আর কে স্ট্রিটের বাসিন্দা বছর ৪০ এর সৌরভ চক্রবর্তী রেলে কর্মরত ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে ভারত ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ ক্রিকেট ম্যাচ দেখেন গভীর রাত পর্যন্ত। ভোরে বন্ধুর সঙ্গে রামঘাটে গঙ্গায় স্নান করতে যান। জোয়ারের জলে তলিয়ে যান। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। পরে গঙ্গা থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। যুবকের প্রতিবেশী আশিস ঘোষাল বলেন, সাঁতার জানত না, তা সত্ত্বেও গঙ্গা স্নান করতে নেমেছিল। সাঁতার না জেনে গঙ্গাস্নান করতে নামা উচিত নয়। সচেতনতার অভাবেই বারবার এই ঘটনা ঘটছে।

হকার মুক্তিতে টাকি পুরসভার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, টাকি: হকার উচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু করল টাকি পুরসভা ও হাসনাবাদ থানার পুলিশ। পাশাপাশি পুনর্বাসন, হকারদের জন্য ট্রলি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল পুরসভা।

পর্যটন মানচিত্রে টাকি এক পরিচিত নাম। বছরের বেশিরভাগ সময়ই পর্যটকে ভরা থাকে টাকি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পর সেই টাকিকেই যানজট মুক্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন শহরে ফিরিয়ে দিতে উদ্যোগ নিল টাকি পুরসভা। শুক্রবার পুরপ্রধান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, উপ পুরপ্রধান ফারুক গাজী সহ সকল পুরপিতা ও পুরমাতারা রাস্তায় নামে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পালন করতে। এদিন উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার টাকি পুরসভার ১৪ ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে হাসনাবাদ বনবিবি সেতু সংলগ্ন ও হাসনাবাদ বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন বাজারের বিভিন্ন রাস্তা থেকে হকারদের সরে যেতে অনুরোধ করা হয়। পাশাপাশি হকারদের প্লাস্টিক খুলে নিতে বলা হয় দৃশ্য-দূষণ আটকানোর জন্য। রাস্তার উপর বসা কিছু দোকানদারদেরকেও এদিন সরিয়েও দেওয়া হয়। পুরসভার পাশাপাশি হাসনাবাদ থানার পুলিশও সেই কাজে হাত লাগায়। টাকি পুরসভার পুরপ্রধান সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ও উপ পুরপ্রধান ফারুক গাজী তারা হকারদের বলেন, আমরা মুখে বলছি, কাল থেকে বাস্তবে করে দেখাব, আপনাদের এক মাসের মধ্যে টাকি পুরসভায় ফর্ম ফিলাপ করুন আপনাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। পাশাপাশি আরও বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী ফুটপাত হকারদের দশ হাজার করে টাকা ও একটি করে টলি গাড়ি দেওয়া হবে। এতে একাংশের মধ্যে রীতিমতো চিন্তার ভাঁজ পড়লেও পুরসভা পুনর্বাসন দেবে শুনে বাকিরা বেজায় খুশি।

এর ফলে আপাতত হকারদের, প্রতিদিনকার রুটি-রুজির পথ বন্ধের পথে। তাদের দাবি, আপাতত তো বলে গেলেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেটা যদি কার্যকরী হয় তাহলে আমরা খানিকটা সুরাহাও পাব। কিন্তু আপাতত আমাদের তো ব্যবসা বন্ধ হল এখন আমরা কোথায় যাব, এই নিয়ে মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের।

দি অ্যামালগেমেটেড কোলফিল্ডস লিমিটেড

রেজি. অফিস ১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০০১
ইমেল : finance@vpgrp.in ফোন নম্বর +৯১-৩৩-২২২৫০২০১, ফ্যাক্স : +৯১-১১-৪১৫০১৯৯৫
CIN : U10101WB1924PLC004877

পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (আইন), ধারা ১১০ এবং তৎসহ পঠিত ২০১৪ সালের (রুলস) কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২২ এবং উক্ত রুলস এবং আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান অধীনে এবং ইস্যুকৃত সার্কুলার এবং নোটিফিকেশন অধীনে ২১ জুন ২০২৪ তারিখে (পোস্টাল ব্যালট নোটিশ) পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লিখিত বিশেষ বিষয়সমূহ সদস্যগণের দ্বারা অনুমোদনের জন্য। সদস্যগণকে অবগত করা হচ্ছে যে, পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং সম্পর্কিত বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং নির্দেশাবলি রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যগণকে যাদের ঠিকানা কোম্পানি এবং বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(গণ) এর নিবন্ধিত ঠিকানায় শুক্রবার ২১ জুন ২০২৪ (কাট অফ ডেট) অনুযায়ী নথিভুক্ত রয়েছে তাদের পাঠানো হয়েছে।

ভোটের অধিকারগুলি কাট-অফ তারিখে সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের উপর গণনা করা হবে। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এই নোটিশটি ব্যবহার করা উচিত।

পোস্টাল ব্যালট/ই-ভোটিং শিডিউলের বিশদ বিবরণ

ক্রম নং	বিবরণ	তপশিল
১.	সদস্যগণের ভোটাধিকার চিহ্নিত করণের জন্য কাট অফ ডেট	শুক্রবার, ২১শে জুন, ২০২৪
২.	পোস্টাল ব্যালট নোটিশ প্রেরণ সম্পাদনের তারিখ	শনিবার, ২৯শে জুন,২০২৪
৩.	রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময়	মঙ্গলবার, ২রা জুলাই, ২০২৪ (সকাল ৯ টায়)
৪.	রিমোট ই-ভোটিং সমাপ্তর তারিখ এবং সময়	বুধবার, ৩১শে জুলাই, ২০২৪ (বিকেল ৫ টায়)
৫.	রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না সংশ্লিষ্ট সময়ের পরবর্তীতে	বুধবার, ৩১শে জুলাই, ২০২৪ (বিকেল ৫ টায়)
৬.	ভোটের ফলাফল ঘোষণার তারিখ	বৃহস্পতিবার, ১লা আগস্ট, ২০২৪ (বিকেল ৫ টায়)

সদস্যগণকে আরও অবগত করা হচ্ছে যে :

১. শ্রী এন সি খান্না, কোম্পানি সেক্রেটারি পেশায় নিযুক্ত (মেম্বারশিপ নং ৪২৬৮/সি.পি নং ৫১৪৩) কে আইন মোতাবেক স্বচ্ছ এবং পক্ষপাতহীনভাবে পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার নিযুক্ত করা হয়েছে।

২. যথাযথভাবে পূরণ করা পোস্টাল ব্যালট ফর্ম স্বঠিকানা লেখা প্রাক প্রদত্ত মূল্যের ডাক টিকিট সহ খামে ৩১ জুলাই ২০২৪ তারিখের মধ্যে স্ক্রুটিনাইজারের নিকট পাঠানোর জন্য সদস্যগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে। পোস্টাল ব্যালট ফর্ম সংশ্লিষ্ট তারিখের পর গৃহীত হলে তা সদস্যগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়নি বলে গণ্য করা হবে। সংশ্লিষ্ট সময়ের পর ভোটাধিকার অনুমোদিত হবে না।

৩. স্ক্রুটিনাইজার প্রতিবেদন কোম্পানির ডিরেক্টর এর নিকট দাখিল করবেন এবং পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে বৃহস্পতিবার ১ আগস্ট ২০২৪। উক্ত ফলাফল কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে প্রদর্শিত হবে। যে সকল সদস্য পোস্টাল ব্যালট ফর্ম পাননি তিনি কোম্পানির নিকট কপি পেতে অনুরোধ আবেদন জানাতে পারেন।

৪. পোস্টাল ব্যালট মাধ্যমে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটাধিকার সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন/অভিযোগ থাকলে সদস্যগণ নিম্নোক্ত ঠিকানায় : রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট যেমন নিচ টেকনোলজিস প্রা লি, ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৮ম তল, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা -৭০০০১৭, ইমেল : nichetechpl@nichetechpl.com ফোন নং ০৩৩ ২২৮০-৬৬১৬/১৭/১৮, ফ্যাক্স : ২২৮০-৬৬১৯ যোগাযোগ করতে পারেন।

দি অ্যামালগেমেটেড কোলফিল্ডস লিমিটেড -এর বোর্ডের পক্ষে
স্বা/-
অনিশা গুপ্তা
কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখ : ২৮.০৬.২০২৪
স্থান : কলকাতা

SKIPPER Limited

CIN: L40104WB1981PLC033408
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : ০৩৩ ২২৮৯ ৫৭৩১/৩২, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২২৮৯ ৫৭৩৩
ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com,
ওয়েবসাইট : www.skipperlimited.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

অদাবীকৃত ডিভিডেন্ড এবং কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ)-এ হস্তান্তর

কোম্পানি এ্যাক্ট ২০১৩-এর ধারা ১২৪(৫) এবং ধারা ১২৪(৬) এবং তৎসহ পঠিত ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) অথরিটি (অ্যাকাউন্ট অডিট ট্রান্সফার এ্যান্ড রিফান্ড) রুলস ২০১৬, যা সংশোধিত ("দি রুলস") অনুসারে, ধারাবাহিকভাবে পরপর সাত বছর মেয়াদকাল-এর অপ্রদত্ত/আদাবীকৃত ডিভিডেন্ড এবং ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ যার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে পরপর সাত বছর ডিভিডেন্ড অপ্রদত্ত বা অদাবীকৃত রয়েছে, তা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা গঠিত ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ)-এ হস্তান্তর করতে কোম্পানি দায়বদ্ধ। সংশ্লিষ্ট ইক্যুইটি শেয়ারগুলি যে লভ্যাংশের জন্য টানা সাত বছর দাবি করা হয়নি তাও আইইপিএফে স্থানান্তর করা হবে।

উক্ত রুলস-এর বন্দোবস্তমতো, যে সকল শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে ডিভিডেন্ড অদাবীকৃত রয়েছে ধারাবাহিকভাবে সাত বছরের জন্য এবং যাঁদের ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ আইইপিএফ-এ হস্তান্তরিত হয়ে যাবে তাঁদের কাছে তাদেরকে ব্যক্তিগত স্তরে পৃথক নিজ নিজ রেজিস্ট্রিকৃত ঠিকানায় কোম্পানি বার্তা পাঠিয়েছে। সংশ্লিষ্ট শেয়ার হোল্ডারদের সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.skipperlimited.com** -এ পাওয়া যাবে।

শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে আগামী **১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪** তারিখের আগে ঐ বার্তাতে উল্লিখিতমতো প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহ তাঁরা যেন কোম্পানি/কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) কাছে পাঠিয়ে দেন অদাবীকৃত ডিভিডেন্ড-এর অর্থাঙ্ক দাবী জানিয়ে। শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে বৈধ দাবী না পেলে কোম্পানি উক্ত শেয়ারসমূহ আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর করে দেবে এ অতিরিক্ত আর কোনরকম নোটিস জারি ব্যতীরেকে, রুলস-এর নিয়মাবলীকে মান্যতা প্রদান করে। সেইমত হস্তান্তরকৃত শেয়ারসমূহের ক্ষেত্রে কোম্পানি বা কোম্পানির আরটিএ-এর আর কোনরূপ দায়বদ্ধতা থাকবে না এবং কোন দাবী গ্রাহ্য হবে না ঐ সকল শেয়ারসমূহ সংশ্লিষ্ট যা আইইপিএফ-এ হস্তান্তরিত হয়েছে। এছাড়া, আরও লক্ষ্য করতে অনুরোধ করা হচ্ছে যে সকল শেয়ারহোল্ডারদের ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরের ডিভিডেন্ড অর্থাঙ্ক অপ্রদত্ত/অদাবীকৃত রয়ে গেছে, তা আইইপিএফ-এ হস্তান্তরিত করা হবে, যদি না তা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দাবী জানানো হয়।

এই প্রসঙ্গে, নিম্নলিখিতগুলি নোট করুন :

- **ফিজিক্যাল ফর্মে** – প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) জারি করা হবে এবং আইইপিএফ -এর অনুকূলে স্থানান্তর করা হবে। সুতরাং, আপনার নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) বাতিল এবং অ-সমঝোতাযোগ্য বলে গণ্য হবে।
- **ডিম্যাট ফর্মে** – কোম্পানি আইইপিএফের পক্ষে আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে থাকা শেয়াগুলি হস্তান্তরের জন্য কর্পোরেট অ্যাকশনের মাধ্যমে ডিপোজিটরিকে অবহিত করবে।

রুলস-এর নিয়মাবলী মেনে শেয়ারহোল্ডারগণ তাঁদের অদাবীকৃত ডিভিডেন্ড অর্থাঙ্ক এবং শেয়ারসমূহ উভয়ই যা আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরিত হয়েছে তা আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত পাওয়ার জন্য দাবী জানাতে পারেন।

এ সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাস্য/বা আরও বিশদ জানতে, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণ অনুগ্রহ করে **investor.relations@skipperlimited.com** এই ঠিকানায় কোম্পানির কাছে লিখতে পারেন অথবা কোম্পানির আরটিএ মেসার্স মাহেশ্বরী ডাটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে ২৩ আর.এন.মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১, টেলিফোন- ০৩৩-২২৪৮ ২২৪৮, ই-মেল **mdpldc@yahoo.com** ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

স্কিপার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অনু সিং
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৮ জুন, ২০২৪

SBI এসবিআই কেশিয়ারি শাখা ১২৪৩৯

গ্রাম + পোস্ট: কেশিয়ারি, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১৩৩, ই-মেইল: sbi.12439@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট-৯

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, **১৭.০২.২০২৩** তারিখে একটি **দাবি বিজ্ঞপ্তি** জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী উত্তম কুমার দাস, পিতা- প্রয়াত দেবেন্দ্র কুমার দাস, গ্রাম- বাগুরিয়া, পোস্ট- ধলবেলুন, থানা- কেশিয়ারি, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৪২৪** -কে নোটিশে উল্লিখিত **১৪,৮৯,৩৪২.০০ টাকা (চৌদ্দ লক্ষ উননব্বই হাজার তিনশো বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র) ০৫.০১.২০২৪ অনুযায়ী** সেইসঙ্গে হালনাগাদ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **২৬ জুন,২০২৪** তারিখে, উক্ত এক্টের রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **১৪,৮৯,৩৪২.০০ টাকা (চৌদ্দ লক্ষ উননব্বই হাজার তিনশো বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র) ০৫.০১.২০২৪ অনুযায়ী** তদুপরি আরও সুদ, খরচ ইত্যাদি স্টেট **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**- র ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : দেউলি, জেএল নং ৩১২, এলআর খতিয়ান নং ৩৫৮৮, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৫০১৭ এবং আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৮২৭, এরিয়া ০৪ ডেসিমেল, শ্রেণি : বাস্তু, বিক্রয় দলিল নং ১-২৬৫৭, তারিখ : ৩০.০৩.২০১৫।

সম্পত্তি শ্রী উত্তম কুমার দাস, পিতা প্রয়াত দেবেন্দ্র কুমার দাস এর নামে, গ্রাম : বাগুড়িয়া, পো : ধলবেলুন, থানা : কেশিয়ারি, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর,পিন : ৭২১৪২৪।

সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : নিখিল চন্দ্র দাস এর জমি প্লট নং ১৮০৬ অধীন, **দক্ষিণে :** সড়ক প্লট নং ১৮২৭ অধীন এবং ৬.৬ ফুট চওড়া সড়ক, **পূর্বে :** মৃনালকান্তি দাসের জমি প্লট নং ১৮২৭ অধীন; **পশ্চিমে :** সড়ক প্লট নং ১৮২৭ অধীন এবং ৬.৬ ফুট চওড়া সড়ক।

দ্রষ্টব্য: দখলের নোটিশটি ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে পাঠানো হয়েছে। যদি, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিকে পরিষেবার পরিবর্ত পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ: ২৬.০৬.২০২৪
স্থান: কেশিয়ারি

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল

জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম -তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১/৯৬৭৪৭১৯৬৮৪

সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬) স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং রুল ৬(২) অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য **(সিকিউরিটি - ১)** অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ জামিনদত্ত সম্পদসমূহ জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে নিম্নোক্ত তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/ auction-home/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময়- তারিখ - ১৬.০৮.২০২৪

নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে প্রত্যেকটি ডাকের জন্য

প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পদের বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স এম বি অ্যাগ্রোভেট ফার্ম** রেজি. অফিস : গ্রাম : রানিচক, পো : আমড়াকুচি, থানা : কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭২১১৫০। **অংশীদার(গণ) :** **ক) শেখ আবদুল আলম** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **খ) শেখ আবদুল সালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **গ) শেখ আবদুল কালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **সকলের ঠিকানা :** গ্রাম : অযোধ্যাআগার (জামতলা), পো : অযোধ্যাআগার, থানা : কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পব, ৭২১১৫০। **ঘ) শেখ আবদুল মালেক,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **ঙ) শ্রীমতি লুতফা খাতুন,** স্বামী শেখ আবদুল মালেক, **উভয়ের ঠিকানা :** গ্রাম : হাবিবপুর, পো : মেদিনীপুর, থানা : কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর ৭২১১৫০।	**জামিন -১ :** রিপ্রসেসড মেশিনারিজ -মেসার্স এম বি অ্যাগ্রোভেট ফার্ম, অবস্থিত প্রেমিসেস মেসার্স এমবি অ্যাগ্রোভেট ফার্ম। **সম্পত্তির আইডি : SBIN15196020286** **জামিন -২ :** রাইস মিল জমি এবং সিভিল নির্মাণ তদস্থিত প্লট নং ৯৩/২০২ (অংশ), জেএল নং ২৩৩, মৌজা : রানিচক, **স্বত্ব দলিল ৩২৩৭, এরিয়া ০.৪২ একর,** প্লট নং ৯৩/২০২ (অংশ) জেএল নং ২৩৩, মৌজা : রানিচক, **স্বত্ব দলিল ৩২১৭ অধীন এরিয়া ০.৪২ একর,** প্লট নং ৯৩/২০২ (অংশ) এবং ১২০ এবং ১২১, জেএল নং ২৩৩,মৌজা : রানিচক,স্বত্ব দলিল ৩২১৫ অধীন এবং রেজিস্ট্রিকৃত চুক্তি বিক্রয়ের জন্য ৪০৯ এরিয়া ৪.১৯ একর (পরিবর্তিত ৩.৯৯ একর), রেজিস্ট্রিকৃত মেসার্স এম বি অ্যাগ্রোভেট ফার্ম এর নামে; **মোট জমির এরিয়া রেজিস্ট্রিকৃত দলিল অনুযায়ী ৫.০৩ একর এবং বিভাজিত রিপোর্ট রেজিস্ট্রিকারী সার্ভেয়র কর্তৃক অনুযায়ী ৪.৪০ একর।** **(সম্পত্তির আইডি : SBIN100000958595)** **জামিন -৩ :** বসবাসের জমি এবং তদস্থিত তিনতলা ভবন স্বত্ব দলিল ৩০৬ অধীনে মোট এরিয়া ০.০৪২১ একর , জেএল নং ১৬৯, আরএস প্লট নং ৫৫৮/৭১৭ (এলআর ১০২৫), মৌজা : কুইকোটা, আরএস খতিয়ান নং ৪৫০, সম্পত্তি শেখ আবদুল মালেক এবং স্বত্ব দলিল নং ৮৮১ অধীন, মোট এরিয়া ০.০৩৮০ একর (শেখ আবদুল সালাম ০.০১৮৯ একর এবং শেখ আবদুল আলম ০.০১৯১ একর), জেএল নং ১৬৯, আরএস প্লট নং ৫৫৮/৭১৭ (এলআর ১০২৫), মৌজা : কুইকোটা, আরএস খতিয়ান নং ৪৫০, সম্পত্তি শেখ আবদুল সালাম এবং শেখ আবদুল আলমের নামে। **(সম্পত্তির আইডি : SBIN100000962651)** **সংশ্লিষ্ট সকল সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।** **দ্রষ্টব্য ১ : উক্ত সম্পত্তির জন্য এসএ দাখিল করা হয়েছে ডিআরটি ১ সমীপে উল্লেখ্য এসএ নং ৪২৩/২০২৩, যাহোক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রির ক্ষেত্রে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।**	৪,৮২,৯৯,৭১৭.৪০ টাকা **(চার কোটি বিরাশি লাখ নিরানব্বই হাজার সাতশ সতের টাকা এবং চল্লিশ পয়সা) টাকা ২৯.০১.২০২৪ অনুযায়ী (পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ সহ)** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ ৩০.০১.২০২৪ থেকে **পর্যবেক্ষণের তারিখ ১১.০৭.২০২৪ এবং ০৮.০৮.২০২৪** যোগাযোগের ব্যক্তি : ৮০০১২০৭৮১১, ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪	<u>সিকিউরিটি - ১</u> ১,৩৫,০৯,০০০.০০ টাকা এবং জিএসটি (১৮ শতাংশ) ২৪,৩২,০০০.০০ টাকা = ১,৫৯,৪১,০০০.০০ টাকা ১৫,৯৪,১০০.০০ টাকা ১,০০,০০০.০০ টাকা <u>সিকিউরিটি - ২</u> ৩,৩৯,০০,০০০.০০ টাকা ৩৩,৯০,০০০.০০ টাকা ১,০০,০০০.০০ টাকা <u>সিকিউরিটি - ৩</u> ১,২৯,০০,০০০.০০ টাকা ১২,৯০,০০০.০০ টাকা ১,০০,০০০.০০ টাকা

এমবি অ্যাগ্রোভেট ফার্ম - প্ল্যান্ট এবং মেশিনারিজ (সম্পত্তির আইডি : SBIN15196020286) (সিকিউরিটি - ১)

ফটোগ্রাফের কিউআর কোড	ভিডিওর কিউআর কোড	অবস্থানের কিউআর কোড

এমবি অ্যাগ্রোভেট ফার্ম - ফ্যাক্টরি জমি এবং বিল্ডিং (সম্পত্তির আইডি : SBIN100000958595) (সিকিউরিটি - ২)

ফটোগ্রাফের কিউআর কোড	ভিডিওর কিউআর কোড	অবস্থানের কিউআর কোড

এমবি অ্যাগ্রোভেট ফার্ম - বসত বাড়ি (সম্পত্তির আইডি : SBIN100000962651) (সিকিউরিটি - ৩)

ফটোগ্রাফের কিউআর কোড	ভিডিওর কিউআর কোড	অবস্থানের কিউআর কোড

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পদের বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
২.	ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স বাহার রাইস মিলস প্রা লি.** **রেজি. অফিস :** গ্রাম : রানিচক, পো : আমড়াকুটি, থানা : কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭২১১৫০। **ডিরেক্টর(গণ) :** ক) শেখ আবদুল আলম, পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **খ) শেখ আবদুল সালাম,** পিতা প্রঠাত শেখ বাহারুদ্দিন, **গ) শেখ আবদুল কালাম** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন। **সকলের ঠিকানা :** গ্রাম : অয়োধ্যাআগার (জামতলা), পো : অযোধ্যাআগার, থানা : কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পব : ৭২১১৫০। **ঘ) শেখ আবদুল মালেক,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **ঙ) শ্রীমতি লুতফা খাতুন,** স্বামী শেখ আবদুল মালেক, **উভয়ের ঠিকানা :** গ্রাম : হাবিবপুর,পো : মেদিনীপুর, থানা : কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭২১১৫০।	**জামিন -৪ :** ফ্যাক্টরি জমি পরিমাণ ৩৪ ডেসিমেল এবং তদস্থিত সিভিল নির্মাণ অবস্থিত গ্রাম : রানিচক, পো : আমড়াকুচি,থানা: কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ,মৌজা : রানিচক, দাগ নং ৯৩/২০২ (অংশ), সট্টা -১৭, হাল খতিয়ান নং ২০৯ এবং ২১২ , স্বত্ব দলিল ২১৪১/২০০৫ অধীন সম্পত্তি শেখ আবদুল মালেক এবং শেখ আবদুল সালাম এর নামে। **(সম্পত্তির আইডি : SBIN15196020287)** **জমিন -৫ :** খালি জমি অবস্থিত গ্রাম এবং মৌজা : রানিচক, পো :আমড়াকুচি, থানা : কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১১৫০,মৌজা : রানিচক, দাগ নং ১৩৪, সট্টা -১৯০, খতিয়ান নং ২০৮, ২০৯, ২১০ এবং ২১১, স্বত্ব দলিল ৮৯২/২০০৬ অধীন, সম্পত্তি শেখ আবদুল আলম, শেখ আবদুল সালাম, শেখ আবদুল কালাম এবং শ্রীমতি লুতফা খাতুনের নামে; দলিল অনুযায়ী এরিয়া ১৯০ ডেসিমেল এবং নথিভুক্ত সার্ভেয়র কর্তৃক চিহ্নিত প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৭৮ ডেসিমেল। (সম্পত্তির আইডি : **SBIN200001467506**) **দ্রষ্টব্য ২: ডিআরটি -১ এর নিকট উক্ত সম্পত্তির জন্য এসএ দাখিল করা হয়েছে , উল্লেক্য এসএ/৪১২/২০২২, যাহোক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রির বিষয়ে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।** **সমুদয় সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।**	**১,৯০,১৬,৪৭৬.২০ টাকা** **(এক কোটি নব্বই লাখ যোলো হাজার চারশ ছিয়াত্তর টাকা এবং কুড়ি পয়সা) টাকা ২৯.০১.২০২৪ অনুযায়ী (পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ সহ)** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ ৩০.০১.২০২৪ থেকে **পর্যবেক্ষণের তারিখ ১১.০৭.২০২৪ এবং ০৮.০৮.২০২৪** যোগাযোগের ব্যক্তি : ৮০০১২০৭৮১১, ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪	<u>সিকিউরিটি - ৪</u> ৬৭,০৭,০০০.০০ টাকা ৬,৭০,৭০০.০০ টাকা ১,০০,০০০.০০ টাকা <u>সিকিউরিটি - ৫</u> ১২,৮২,০০০.০০ টাকা ১,২৮,২০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা

বাহার রাইস মিলস প্রা. লি. ফ্যাক্টরি জমি এবং বিল্ডিং (সম্পত্তির আইডি : SBIN15196020287) (সিকিউরিটি - ৪)

ফটোগ্রাফের কিউআর কোড	ভিডিওর কিউআর কোড	অবস্থানের কিউআর কোড

বাহার রাইস মিলস প্রা. লি. - খালি জমি (সম্পত্তির আইডি : SBIN200001467506) (সিকিউরিটি - ৫)

ফটোগ্রাফের কিউআর কোড	ভিডিওর কিউআর কোড	অবস্থানের কিউআর কোড

দ্রষ্টব্য : ৩ : উল্লিখিত ক্রম নং ২ এবং ৪ এক সম্পত্তির অবস্থান একটি চিহ্নিত এলাকায় নির্ধারিত অচিহ্নিত অবস্থায়, সুতরাং সম্ভাব্য ডাকদাতাদের সম্মিলিত ডাক দিতে হবে ক্রম নং ২ এবং ৪ এক জন্য, একক টেন্ডার সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির জন্য গ্রাহ্য হবে না।

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট **www.sbi. co. in** এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ২৯.০৬.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

HDFC BANK

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

শাখা : ৪, ম্যাঙ্গো লেন, ৬ষ্ঠ তল, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : (০৩৩)- ৬৬০৮-৬২৩৪ CIN : L65920MH1994PLC080618 ওয়েবসাইট : www.hdfcbank.com

স্থাবর সম্পত্তির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

যেখানে নিম্নস্বাক্ষরকারী এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার (পূর্ববর্তী এইচডিএফসি লিমিটেড মাননীয় এনসিএলটি-মুম্বাই কর্তৃক ১৭ মার্চ ২০২৩ তারিখের আদেশের মাধ্যমে অনুমোদিত একীকরণ প্রকল্পের ভিত্তিতে এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের সাথে একীভূত হয়েছিল) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড ইনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮ (৬) এর সহ পড়া হয়েছে অধীনে।

নোটিশ এতদ্বারা জনসাধারণকে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে কলাম (এ) নির্দেশিত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি (সমূহ) কলাম (সি) এ বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি (সমূহ) সুরক্ষিত ব্যক্তির কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে পাওনাদার, যার গঠনমূলক/শারীরিক দখল এইচডিএফসি-এর অনুমোদিত আধিকারিক, সিকিউরড ক্রেডিটর দ্বারা কলাম (ডি) তে বর্ণিত হিসাবে নেওয়া হয়েছে, 'যেখানে যেমন আছে', 'যা আছে' এবং 'যাই কিছু আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নীচে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী :

নোটিশ এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী, আইনী প্রতিনিধি (জানা বা অজানা), নির্বাহক(গণ), প্রশাসক(গণ), উত্তরাধিকারী(গণ) এবং সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)কে দেওয়া হল / বন্ধকদাতা(গণ) (প্রয়াত), ক্ষেত্রমত, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে কলাম (এ) নির্দেশিত।

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে এইচডিএফসি, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.hdfcbank.com**-এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন

(এ)	(বি)	(সি)	(ডি)	(ই)	(এফ)	(জি)
ক) ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদাতা(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারীগণ এবং আইনি প্রতিনিধিগণ (জ্ঞাত বা অজ্ঞাত) এগজিকিউটর(গণ), অ্যাডমিনিস্ট্রেটর(গণ), সাকসেসর(গণ) এবং সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণের) নিয়োজিত(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা (গণ) (প্রয়াত), এর নাম প্রয়োজনমতে।	বকেয়া পরিমাণ যা আদায় করতে হবে (জামিনদত্ত ঋণ) (টাকা)*	স্থাবর সম্পত্তি/দায়বদ্ধ সম্পদের বিস্তারিত (১ বর্গমিটার ১০.৭৬ বর্গফুটের সমান)	দখলের ধরণ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	বায়না জমা (টাকা)	নিলামের তারিখ এবং সময়
ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি সঙ্গীতা রায় **সহ ঋণগ্রহীতা :** শ্রী বিক্রম রায়	৩১,৬২,০৭৮ টাকা ২৮.০২.২০১৮* অনুযায়ী	সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ১বি, পরিমাণ ১৩০০ বর্গফুট (১২০.৮২ বর্গ মিটার)আনুমানিক দক্ষিণ দিকে দোতলায়,এবং একটি ঢাকা কার পার্কিং স্পেস পরিমাণ ১২০ বর্গফুট কমবেশি একতলায়,ভবন নির্মিত জমির পরিমাণ ০৬ কাঠা কমবেশি অবস্থিত মৌজা : লস্করহাট, জেএল নং ১১, তৌজি নং ২৯৯৮, সিএস দাগ নং ১৪৪,আরএস দাগ নং ১৪৪/৫৯৬, এবং ১৪৪/৬০৯, ১৪৮ (অংশ), সিএস এবং আরএস খতিয়ান নং ১৬৪, আরএস নং ১৫১, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৭ অধীন,পুর প্রেমিসেস নং ২২/এ, লস্করহাট, থানা : কসবা (পূর্বতন থানা : তিলজলা), কলকাতা : ৭০০০৩৯, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সংশ্লিষ্ট জমিস্থিত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় নির্মাণ সমুদয়। (উক্ত সম্পত্তিতে)।	স্বত্ব দখলীকৃত	৫৭,০০,০০০ টাকা	৫,৭০,০০০ টাকা	১৬.০৭.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে

একসাথে আরও সুদের ১৮ শতাংশ বার্ষিক হারে প্রযোজ্য, আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি পেমেন্ট এবং/অথবা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত। এইচডিএফসি-এর অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে উপরের স্থাবর সম্পত্তি / সুরক্ষিত সম্পদের ক্ষেত্রে কোনও দায়বদ্ধতা নেই।

তারিখ : ২৯.০৬.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্বা/- হীরক কুমার পারই

রেজি অফিস : এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পারেল (পশ্চিম), মুম্বই - ৪০০০১৩

মিড ডে মিলে কাঁকড়া বিছে, উত্তেজনা, বিক্ষোভ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: টিকটিকির পর এবার স্কুলের মিড ডে মিলে মিলল আস্ত কাঁকড়া বিছে। কাঁকড়া বিছে সহ মিড ডে মিলের খাবার পড়ুয়াদের পরিবেশনও করা হয়। মিড ডে মিল খেতে গিয়ে খাবারের মধ্যে কাঁকড়া বিছেটি চোখে পড়ে পড়ুয়াদের। ঘটনা বাঁকুড়ার লছমনপুর পরমহংস যোগানন্দ বিদ্যাপীঠে। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্কুল প্রশাসন দায় এড়ানোয় বিষয়টি জানানো হয় স্থানীয় ব্লক প্রশাসনকে। বিক্ষোভ দেখানো হয় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতেও।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতোই বাঁকুড়ার লছমনপুর পরমহংস যোগানন্দ বিদ্যাপীঠে মিড ডে মিল রান্না হয়। নির্দিষ্ট সময়ে রান্না করা খাবার পরিবেশনও করা হয় পড়ুয়াদের। খাবার খেতে গিয়ে এক পড়ুয়া দেখে খাবারের থালায় পড়ে রয়েছে আস্ত কাঁকড়া বিছে। বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষের নজরে আনলে শিক্ষকরা ওই পড়ুয়াকে বিষয়টি চেপে যেতে বলেন বলে অভিযোগ। কিন্তু স্কুল ছুটি হতেই বিষয়টি জানতে পারেন অভিভাবকরা। এরপরই এলাকার মানুষের ক্ষোভ আছড়ে পড়ে স্কুল ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে। অভিভাবক ও স্থানীয়দের তরফে স্কুলের বিরুদ্ধে দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার অভিযোগ তুলে অভিযোগ জানানো হয় স্থানীয় গঙ্গাজলঘাটি ব্লক প্রশাসনকেও। পড়ুয়া ও অভিভাবকদের দাবি, নোংরা পরিবেশে মিড ডে মিল রান্না করার ফলেই এমন ঘটনা ঘটেছে। অভিভাবকদের অভিযোগ বিষয়টি সামনে আনার পরও পদক্ষেপ করেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ। অভিভাবকদের প্রশ্ন ওই খাবার খেয়ে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার দায় কে নিত? বিষয়টি নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য মেলেনি। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিষয়টিকে স্কুল কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারভুক্ত বলে দায় এড়িয়েছে।

মোবাইলে খেলা দেখতে ব্যস্ত জুনিয়র ডাক্তাররা, চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: ইন্ডিয়া-ইংল্যান্ড ক্রিকেট বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলা মোবাইলে দেখতে ' মগ্ন ' থাকার জন্য চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ওয়ার্ডের মধ্যেই মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী চৈতালী ঘোষের নেতৃত্বে রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারদের ব্যাপক মারপিট হয়। ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রায়গঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার দায়ভার নিয়ে ডাক্তার ও রোগীর সঙ্গে আসা লোকজন পরস্পরের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তুলেছে। তাদের উপর হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে জুনিয়র ডাক্তাররা এদিন সকাল থেকে মেডিক্যাল কলেজের সমস্ত ওপিডি বন্ধ রাখার পাশাপাশি ইমার্জেন্সি গেটের সামনে সকাল থেকে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু করে। ডাক্তারদের করা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ছোটন মণ্ডল ও জয়দেব বিশ্বাস নামে ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গিয়েছে। মেডিক্যাল কলেজের অচলাবস্থা কাটাতে এদিন দুপুরে পুলিশ ও জেলা প্রশাসন মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসলেও এ পর্যন্ত কোনো সমাধানসূত্র বের হয়নি।

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১ টা নাগাদ রায়গঞ্জ শহরের বন্দর এলাকার দেড় বছর বয়সের একটি অসুস্থ শিশুকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে তার পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় কাউন্সিলর (প্রাক্তন) তথা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী চৈতালী ঘোষও অসুস্থ বাচ্চাটির সঙ্গে এসেছিলেন।

পরিবারের অভিযোগ, অসুস্থ শিশুটিকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক দেখে মহিলা শল্য বিভাগে ভর্তি করার নির্দেশ দেয়। সেই মোতাবেক মহিলা শল্যবিভাগে অসুস্থ শিশুটিকে নিয়ে যাওয়া হলে এখানে কর্তব্যরত জুনিয়র ডাক্তাররা কার্যত চিকিৎসায় অবহেলা করে এবং তারা মোবাইলে ইন্ডিয়া - ইংল্যান্ড ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে ব্যস্ত থাকে। বেশ কিছু সময় পার হওয়ার পরও শিশুটির কোনও চিকিৎসা না হলে রোগীর আত্মীয়রা জুনিয়র ডাক্তারদের চিকিৎসায় গাফিলতির কথা বলায় তাদের ওপর চড়াও হয়। শুরু হয় দুই পক্ষের মারামারি ওয়ার্ডের মধ্যেই। চৈতালী ঘোষ এই গন্ডগোল থামাতে গেলে তার উপরেও জুনিয়র ডাক্তাররা চড়াও হয়। তাকে শারীরিকভাবে নিগৃহীত করা হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে হোস্টেল থেকে আরও ৫০/৬০ জন জুনিয়র ডাক্তার ওয়ার্ডে আসার পর মারপিটের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। ক্ষুব্ধ ডাক্তাররা ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রোগীদের স্যালাইন খুলে দিয়ে সেই স্ট্যান্ড দিয়েই রোগীর সঙ্গে আসা লোকজনদের পেটায়।

পুর পরিষেবা উন্নত করতে গৌড়বঙ্গের তিন জেলার পুরসভা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুর পরিষেবায় আরও উন্নত মানের করতেই গৌড়বঙ্গের তিন জেলার পুরসভা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের যুগ্মসচিব জলি চৌধুরী। দিনের আলোতে শুধু নয়, রাতের অন্ধকারেও জঞ্জাল পরিষ্কার থেকে শুরু করে রাস্তা সাফাই করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চলেছে পুর কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার দুপুরে মালদা টাউন হলে গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন পুরসভার চেয়ারম্যান, প্রশাসকদের নিয়ে বৈঠক করে এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরো ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের যুগ্ম সচিব সহ পুরো ও প্রশাসনের কর্তারা। এদিন মালদা জেলার ইংরেজবাজার, পুরাতন মালদা পুরসভা, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর পুরসভা এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ, ইসলামপুর, ডালখোলা, ইটাহার পুরসভার প্রশাসক থেকে শুরু করে চেয়ারম্যার, ভাইস চেয়ারম্যান এবং বেশ কিছু কাউন্সিলররাও উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানেই পুর-পরিষেবার বিষয়গুলি নিয়েও মতামত বিনিময় করা হয়। উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের ভালো ফলাফল হওয়ার পরেই মূলত নাগরিক পরিষেবা নিয়ে ঝাঁপিয়েছে রাজ্য সরকার। যদিও গৌড়বঙ্গের লোকসভা ভোটে তৃণমূলের বিরূপ ফলাফল হলেও সেই দিকে না এগিয়েই মূলত পুর পরিষেবা আরও উন্নত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। নাগরিক পরিষেবার ক্ষেত্রে এতদিন দিনের বেলায় মূলত বিভিন্ন রকম কাজ করত বিভিন্ন পুরসভা কর্তৃপক্ষগুলি। কিন্তু এবারেও রাতেও জঞ্জাল সাফাই থেকে রাস্তা পরিষ্কার করার উদ্যোগ নিয়েছে গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন পুরসভা কর্তৃপক্ষগুলি। যদিও প্রাথমিকভাবে রবিবার ছুটির দিনে এই কাজগুলি পরীক্ষামূলকভাবে করে দেখবে সংশ্লিষ্ট পুরসভা কর্তৃপক্ষ। পরবর্তীতে প্রয়োজন মতোই সেই কাজ নিয়মিত করা হবে বলে জানানো হয়েছে পুরসভার পক্ষ থেকে। পাশাপাশি ঘর তৈরির ক্ষেত্রে বাংলা আবাস যোজনায় যারা অর্থ সাহায্য পেয়েছেন, তাদের মধ্যে যারা কাজ শুরু করেননি সেইসব উপভোক্তাদের চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানতে চাওয়া হবে। এছাড়াও যত্রতত্র নোংরা, আবর্জনা ফেলা হলে নির্দিষ্টভাবে জরিমানা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এদিনের বৈঠকে। পাশাপাশি মহানন্দা নদীর পরিবেশ বাঁচাতে শহরের জঞ্জাল সেখানে ফেলা যাবে না, এরকমই একাধিক বিষয়ে এদিন গৌড়বঙ্গের পুর কর্তৃপক্ষদের বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, পুরো পরিষেবার ক্ষেত্রে আরও বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। পুর এলাকার নাগরিকেরা যাতে সুষ্ঠু পরিষেবা পান সে বিষয়ে এদিন নানা মতামত বিনিময় এবং আলোচনা করা হয়েছে।

মেদিনীপুরে জবরদখল উচ্ছেদ অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ভোটের পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তড়িঘড়ি জেলার প্রশাসন আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে জবর দখল উচ্ছেদের কড়া বার্তা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে হকারদের উচ্ছেদের ক্ষেত্রেও পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন, এক মাসের মধ্যে হকারদের সরিয়ে না দিলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশের পরেই শুক্রবার থেকে মেদিনীপুর শহরে হকার সরানোর পাশাপাশি জবরদখল উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছে মহকুমা এবং পুর প্রশাসন।

গোটা রাজ্যজুড়েই জবরদখল অব্যাহত। শুধু রাস্তাঘাট জবরদখল নয়, জলাশয়, পুকুর ঘিরে রাতারাতি প্রোমোটারি রাজ কায়েম হয়েছে। পুকুর ও অন্যান্য জলাশয় বুজিয়ে অবৈধ বাড়িঘর তৈরি করেছেন বহু মানুষ। এবার সেই সব অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদ অভিযানে নামল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জবরদখল হয়ে যাওয়া সরকারি জমি উদ্ধার অভিযানে শহরের কেরানিতোলার জেলা ভূমি দপ্তরের পার্শ্ববর্তী মল্লিক পুকুরের আশেপাশে সরকারি জায়গায় বসবাসকারী বেশ কিছু জবর দখলকারীদের উচ্ছেদ করা হয়। পাশাপাশি সরকারি জমিতে বসবাসকারী বেশ কিছু পরিবারকে এদিন নোটিসও দেওয়া হয়। এই পুকুরের পাশাপাশি গজিয়ে ওঠা দুটো বাড়ি দুটো দোকান এবং একটা দোকানের অর্ধেক অংশ ভেঙে ফেলা হয়। মেদিনীপুর সদর মহকুমা প্রশাসন জানাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই সরকারি জমি উদ্ধারের উদ্যোগ। মল্লিক পুকুরটি যেহেতু দেবত্বর সম্পত্তি, তাই পুকুরটিকে বাঁচানো প্রশাসনের দায়িত্ব। এই পুকুরটির আশেপাশে দখল করে বসা মানুষদের নোটিস দেওয়া হয়। কয়েকটি অস্থায়ী কাঠামো খুলে ফেলা হয়েছে। তবে জবরদখল করে বসবাসকারীদের মধ্যে যদি প্রকৃত দরিদ্র কেউ থাকে, তদন্ত সাপেক্ষে তাকে অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে সরকার।

হাইকোর্টের নির্দেশে বেআইনি ফ্ল্যাটের একাংশ ভেঙে ফেলার কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। সেই মোতাবেক ফ্ল্যাটের বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কাজ শুরু হল বৃহস্পতিবার। হাইকোর্টের নির্দেশে উত্তরপাড়া পুরসভার ৭ ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের দু'টি ফ্ল্যাটের অবৈধ অংশ ভাঙার কাজ শুরু হয় এদিন। এই অবৈধ ফ্ল্যাটে মিউটেশন করে ট্যাক্স দিয়ে বসবাস করছিলেন অনেকেই। ৫৬ নম্বর অমরেন্দ্র সরণিতে গঙ্গার পারে একটি বেআইনি ফ্ল্যাটের একাংশ পুলিশের উপস্থিতিতে ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয় বৃহস্পতিবার। আবাসিকরা জানান, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছিলেন। পুরসভা সমস্ত মিউটেশনের কাজও করে দেয়। তাঁদের ট্যাক্সও দিতে হয় নিয়ম মেনে। অথচ এখন জানতে পারছে এই ফ্ল্যাটেরই একটা অংশ বেআইনি। তাঁরা বলছেন, আগে জানলে এমন ফ্ল্যাট কিনতেনই না। ২ বছর ধরে এই আবাসনে আছেন এক বাসিন্দা তিনি বলেন, 'বাচ্চা, বয়স্ক মানুষদের নিয়ে ফ্ল্যাটে থাকছি। হঠাৎ করে এসে যদি এরকম বলা হয় আমরা কোথায় যাব। ট্যাক্স মিউটেশন হয়েছে, লোন করা প্রপার্টি। কী করে এটা অবৈধ হয়, আর রাতারাতি কী করে ভাঙা হয় জানি না। পুরসভা তো অনুমতি দিয়েছিল। পুলিশ এসে বলছে এটা বেআইনি প্রপার্টি, ভাঙতে হবে। আর এভাবে হঠাৎ করে কিছু হয় না।' উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদবের বক্তব্য হাইকোর্ট নির্দেশ দিলে আমাদের তা মানতেই হয়। সেই নির্দেশ মানতে গিয়েই উত্তরপাড়া ও ভদ্রকালীতে ১৭ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড দু'টি বেআইনি অংশ ভাঙতে হয়। তিনি বলেন, যাঁরা নির্মাণ করেন তাঁরা অনেক সময় নিয়ম মানেন না। আদালত যখন নির্দেশ দেয় তখন সময় বেঁধে দেয়। পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা এদিন শুধু নির্দেশ পালন করতে গিয়েছেন। চেয়ারম্যানের বক্তব্য, তাঁরা বারবার সতর্ক করেন, কোনও সম্পত্তি কেনার আগে পুরসভায় খোঁজ নিতে বলেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এই আবাসনের বাসিন্দারা বলছেন, পুরসভা থেকে ট্যাক্স মিউটেশনের কাজ করিয়েছেন। তাহলে পুরসভা সে কাজ কীভাবে করল? প্রসঙ্গত, একটি মামলার প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা ২৭ জুনের মধ্যে এই আবাসনের বেআইনি অংশ ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

জলাশয় ভরাটের অভিযোগ, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পরিদর্শন চেয়ারম্যানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পুরসভার চেয়ারম্যানের নিজের ওয়ার্ডেই জলাশয় ভরাটের অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখেন তিনি। যদিও জলাশয় ভরাটের অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে জমির মালিকের তরফে।

জানাগিয়েছে, বালুরঘাট পুরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের একটি জলাভূমি ভরাটের অভিযোগ দায়ের হয় মহকুমা শাসকের অফিসে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পদক্ষেপ গ্রহণ করে বালুরঘাট পুরসভা। এদিন চেয়ারম্যান ৫ নং ওয়ার্ডে গিয়ে ওই জলাভূমি ভরাটের বিষয়ে বিশদে খোঁজখবর নেন। যদিও পরিদর্শনে গিয়ে চেয়ারম্যান জানান, তিনি ওই জমির মালিকের সঙ্গে কথা বলে জেনেছেন এলাকায় কোনও জলাভূমি নয়, একটি ডোবা রয়েছে। তার পাশেই একটি রাস্তা রয়েছে। সেই রাস্তা উঁচু করার কাজ করছিলেন বাড়ির মালিক। চেয়ারম্যান আরো জানিয়েছেন, অভিযোগ পেয়েই এলাকায় এসে বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নেন এবং ওই জমির মালিক যে জায়গা উঁচু করার কাজ করছেন সেটাও বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এই বিষয়ে ওই জমির মালিক জয়দেব জানান, 'জলাভূমি ভরাটের

অভিযোগ পেয়ে চেয়ারম্যান পুরসভার আধিকারিকদের সঙ্গে এলাকায় এসে বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। আমার বাড়ির পাশে কোনও জলাশয় নেই বরং একটি ডোবা রয়েছে। কিন্তু আমি ওই ডোবা ভরাট করছি না। ওই ডোবার পাশে থাকা নিচু রাস্তা উঁচু করা হচ্ছিল। পুরসভার নির্দেশ মেনে রাস্তা উঁচু করার কাজও বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি কালভার্ট, ক্ষোভ প্রকাশ আরামবাগের চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: একটি ক্যানালের উপর কালভার্ট সংস্কার করাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ প্রকাশ গ্রামবাসীদের। পাশাপাশি নিম্নমানের মালপত্র দিয়ে কালভার্ট তৈরির কাজ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। সেই কারণেই কালভার্ট সংস্কারের কাজ বন্ধ করে দিল গ্রামবাসী। ঘটনাটি ঘটেছে, শুক্রবার হুগলির আরামবাগ ব্লকের তিরোল গ্রাম পঞ্চায়েতের নৈসরাই এলাকায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কালভার্ট তৈরির যে সিডিউল সেটাও নাকি গ্রামবাসীদের না দেখিয়েই কাজ করা হচ্ছে, সিডিউল তারা দেখতে চেয়েছেন। কালভার্ট তৈরিতে নাকি বালি, পাথর, রড, পুরাতন ভাঙা ইট দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীরা চাইছেন কালভার্ট স্বচ্ছ এবং গুণগত মাল দিয়ে তৈরি করা হোক। উল্লেখ্য, এই কালভার্টটি ১৯৫৯ সালে তৈরি হয়েছিল বলে এলাকার এক চাষি জানিয়েছেন। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে এই কালভার্টটি দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

ডিভিসি-এর উদ্যোগে সংস্কারের করা হচ্ছিল কাজ। এদিন কাজ চলাকালীন কালভার্ট সংস্কারের সময় সুপারভাইজারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসী। কালভার্ট সংস্কার প্রসঙ্গে চাষি শেখ মান্নান হোসেন বলেন, নিম্নমানের জিনিস দিয়ে কাজ হচ্ছে, আগের পুরাতন ইটকে চেঁচে বসিয়ে কাজ করা হচ্ছে। ভরাটি বালি দিয়ে গাঁথুনি, ঢালাই হচ্ছে। ব্রিজের নিচে যে ঢালাই করেছে পুরাতন রড দিয়ে, যে রড ফেলে দেওয়ার কথা। যখন তখন ভেঙে যেতে পারে। এই ভাবে কাজ হলে ব্রিজ ভাঙার আশঙ্কা থাকবে, অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে গ্রামের। তারই প্রতিবাদে আমরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছি। গ্রামবাসী প্রশান্ত দানা বলেন, আমরা দেখছি এখানে ব্রিজ তৈরির জন্য যে কোয়ালিটি দিয়ে কন্ট্রাকশন করার কথা তা হচ্ছে না। যদিও সিডিউলটা আমাদের দেখায়নি সুপারভাইজার। আমরা দেখছি নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করছে যদি এইভাবে কাজ হয় আগামী দু'বছরের মধ্যে ভেঙে যেতে পারে। আমরা চাইছি গুণগত ইমারতি দ্রব্য দিয়ে তৈরি করা হোক। পাশাপাশি কাজের যিনি সুপারভাইজার তিনি বলেন, আমি এত ডিটেলস বলতে পারব না, আমাকে যেভাবে কাজ করানো হচ্ছে আমি সেভাবে করছি। উচ্চমহলে জানানো হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় ২ স্বর্ণপদক ও ১ টি রুপোর পদক জিতলেন ত্রিদিপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ইন্টারন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় দুটি স্বর্ণপদক ও একটি রুপোর পদক পেয়ে মঙ্গলকোটের মুখ উজ্জ্বল করল মঙ্গলকোট থানার এক সিভিক ভলান্টিয়ার। আইএসকেএফ ওপেন ইন্টারন্যাশনাল শটো কাপ ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয় দিঘায়। এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ২১ জুন থেকে ২৩ জুন পর্যন্ত। এই সমগ্র অনুষ্ঠানটির আয়োজক আইএসকেএফ ইন্ডিয়া।

এই প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন আইএসকেএফ এর চিফ ইন্সট্রাক্টর ও প্রেসিডেন্ট শেখ লালু। এছাড়াও চিফ গেস্ট ইন্সপেক্টর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়ার আধিকারিকরা। তিনদিন ব্যাপী সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে ২০০র বেশি প্রতিযোগী যোগ দেয় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য এবং পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে।পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাট ও নতুনহাট মিলিয়ে মোট ১১ জন প্রতিযোগী এই ওপেন আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করে মোট ১০টি গোল্ড, ৯ টি সিলভার ও ১০ টি ব্রোঞ্জ দলগতভাবে অর্জন করে। এরমধ্যে নজির বিহীন সাফল্য অর্জন করেন মঙ্গলকোটের সিভিক ভলান্টিয়ার ত্রিদিপ পাল। তিনি কুমিতে বিভাগে গোল্ড, টিমকাতা বিভাগে গোল্ড, এবং কাতা বিভাগে সিলভার অর্জন করেন।

মাথরুন শতভিষা পাবলিক স্কুল এর ছাত্র দেবাংশু ঘোষ কুমিতে বিভাগে সিলভার, কাতা বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক জিতেন।

তার এই সফলতার জন্য মঙ্গলকোটের নতুনহাট মিলন পাঠাগারের পক্ষ থেকে তাকে বিশেষ সম্মান জানানো হয়।

রঘুনাথপুরে ডাম্পার ও বাইকের সংঘর্ষে মৃত বাইক চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কের রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত নতুনডি মোড় সংলগ্ন স্থানে একটি ডাম্পার ও একটি মোটর সাইকেলের সংঘর্ষে মৃত্যু হল বাইক চালকের। মৃত ওই বাইক চালকের নাম জগন্নাথ বাউড়ি (২২)। বাড়ি রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত গোপালচক এলাকায়।

ঘটনা সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দুপুরে পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কের রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত নতুনডি মোড় এলাকায় একটি ডাম্পারের সঙ্গে মোটর বাইকটির সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয় যুবকটি। খবর পেয়ে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালে ভর্তি করার কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। ঘাতক ডাম্পারটিকে আটক করেছেন রঘুনাথপুর থানার পুলিশ। শনিবার ওই যুবকের দেহটি পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠাবে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য।

বিজেপি করার অপরাধে মারধর ও হেনস্তার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিজেপি করার এবং বিজেপির বুথ ও কাউন্টিং এজেন্ট থাকার অপরাধে এক প্রবীণ ব্যক্তিকে মারধর এবং বাড়ি ছাড়া করার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় আতঙ্কিত ওই অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী বলরাম গোস্বামী, রাজ্যপাল সহ নবান্ন এবং জেলা প্রশাসনের সমস্ত স্তরে অভিযোগ পাঠিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। বর্ধমান থানার মির্জাপুরের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত এগ্রিকালচার মার্কেটিং বিভাগের ওই কর্মী বলরাম গোস্বামী জানিয়েছেন, সদ্য শেষ হওয়া লোকসভা নির্বাচনে তিনি বিজেপির বুথ এজেন্ট এবং কাউন্টিং এজেন্ট ছিলেন। এজন্য ভোটের দিন তাঁকে নানাভাবে হুমকি দেওয়া হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ এই ঘটনায় কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। তারই মাঝে শুক্রবার সকালে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা তাঁকে মারধর করে হুমকি দেয় যে, কেস তুলে না নিলে তাঁকে এলাকা ছাড়া করে দেওয়া হবে। আকস্মিক এই ঘটনায় তিনি থানা সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে এবং একইসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সহ জেলা সভাপতিকেও সমস্ত ঘটনা জানিয়েছেন। বর্তমানে তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে জানিয়েছেন। যদিও এই ব্যাপারে তৃণমূলের মুখপাত্র প্রসেনজিত দাস অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছেন, বিজেপির কাজই হল মাঝে মাঝেই তৃণমূলের নামে মিথ্যা অভিযোগ করা। ওই ব্যক্তিকে মারধর বা হুমকির অভিযোগ সঠিক নয়। পুলিশের কাছে তিনি অভিযোগ করেছেন যখন পুলিশ তদন্ত করে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই উখরা বাজার দখল মুক্ত করার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: উখড়া বাজারের ফুটপাথ দখল মুক্ত করার ব্যাপারে উদ্যোগী হল উখড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। বাজারের পাশাপাশি দখল মুক্ত করা হবে মাধাইগঞ্জ রোডের শঙ্করপুর মোড় থেকে চনচনি কোলিয়ারি মোড় পর্যন্ত রাস্তা। খুব শীঘ্রই রাস্তার দুপাশে ফুটপাথ দখল করে থাকা ব্যবসায়ীদের সরিয়ে দেওয়া হবে বলে জানান পঞ্চায়েত প্রধান।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি জমি দখল নিয়ে বিরক্ত প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি সরকারি জমি দখল মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন পুরসভা, পঞ্চায়েত থেকে পুলিশ প্রশাসন সকলকে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরে নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। ইতিমধ্যে রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল দুর্গাপুরেও শুরু হয়েছে দখলদার হাটানোর কাজ। রাজ্যজুড়ে সরকারি জমি দখল মুক্ত করার কাজ যখন যুদ্ধকালীন তৎপরতাতে শুরু করে দিয়েছে প্রশাসন তখন অন্ডাল ব্লকের উখরা বাজারকে দখলমুক্ত করতে কখন উদ্যোগী হবে পঞ্চায়েত সে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কেননা ফুটপাথ দখল হয়ে যাওয়ার কারণে উখড়া বাজার এখন নরক যন্ত্রণার সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্রেতা, বিক্রেতা থেকে স্থানীয় বাসিন্দা সবার কাছে। উখরা স্কুল মোড় থেকে সিনেমা হল মোড়, অন্যদিকে শংকরপুর মোড় থেকে আনন্দমোড় পর্যন্ত বিস্তৃত উখরা বাজার। বাজারজুড়ে দোকানদারেরা যেমন ফুটপাত দখল করে দোকান ঘর বড় করেছে ঠিক তেমনি ফুটপাতের ওপরে অনেকেই বসে পড়েছে পসরা নিয়ে। তাই বাজারের মূল রাস্তাটি সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়েছে। যার ফলে বাজারে সর্বদা যানজট সৃষ্টি হচ্ছে।

উখরাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি, বাজারের ফুটপাত দখল মুক্ত করা হোক। বিভিন্ন সময় এই দাবি উঠলেও এই যাবতকাল এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি স্থানীয় প্রশাসনকে। তাই মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে উদ্যোগী হলেও স্থানীয় পঞ্চায়েত কতটা সদর্থক ভূমিকা নেবে সেই নিয়ে সংশয় রয়েছে বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যে। বিষয়টি নিয়ে উখরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মীনা কোলে, উপপ্রধান শরণ সাইগল জানান, খুব শীঘ্রই এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সোনা জিতে দুবাইয়ে মিষ্টি হাসি উদয়নারায়ণপুরের সুস্মিতার

মনোজ চক্রবর্তী

উদয়নারায়ণপুর: টাফ হার্ডেল পেরিয়ে অবশেষে সোনা জিতে আন্তর্জাতিক যোগাসনের মঞ্চে মিষ্টি হাসি হাসলেন উদয়নারায়ণপুরের তরুণী সুস্মিতা দেবনাথ। দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যোগাসনের মঞ্চে ঘরের মেয়ের এই সাফল্যে বেজায় খুশি উদয়নারায়ণপুর। জানা গিয়েছে, গত ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তরাখণ্ডে অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড ফিটনেস ফেডারেশন যোগাসন স্পোর্টস- ভারত' আয়োজিত ন্যাশনাল প্রো এ.এম যোগাসন স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে আর্টিস্টিক যোগাসন প্রতিযোগিতায় সোনা, ট্র্যাডিশনাল যোগাসন প্রতিযোগিতায় রুপো এবং স্লো আর্টিস্টিক যোগাসন প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পেয়েছিল উদয়নারায়ণপুরের মাধবীলতা কলেজের ফিজিক্যাল এডুকেশন বিভাগের চতুর্থ সেমিস্টারের পড়ুয়া সুস্মিতা দেবনাথ। আর জাতীয়

স্তরে এই সাফল্যের পরই সুস্মিতার কাছে সুযোগ আসে আন্তর্জাতিক স্তরে অর্থাৎ তৃতীয় এশিয়ান যোগাসন স্পোর্টস কাপ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার। এ বছরে গত ২৫ থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দুবাই শহরে বসেছিল এই আসর। আর সেই প্রতিযোগিতায় ভারত থেকে পশ্চিমবাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরের সুস্মিতা দেবনাথ ওরফে রাই। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আবারো বাজিমাত করে দেয়। আর্টিস্টিক, ট্র্যাডিশনাল, এবং রিদিমিক তিনটি বিভাগেই দেশের হয়ে স্বর্ণ পদক পায় সে। এখানেই শেষ নয় ১৮ থেকে ২১ বিভাগীয় চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন রাউন্ডে রুপো জিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে সে। জানা গিয়েছে, সুস্মিতার বাবা পেশায় রেডিমেড পোশাক বিক্রেতা ও মা মামণি দেবনাথ পেশায় একটি বেসরকারি ব্যাংকের অস্থায়ী কর্মচারী। মাত্র ১০ বছর বয়স থেকেই যোগাসনের প্রতি ঝোঁক ছিল। সেখান থেকেই প্রয়াত শিক্ষক অরূপ মান্নার যোগাসন স্কুলে ভর্তি হয়। অভ্যাস ও কঠোর অধ্যাবসায়ের জেরেই ২১ বছর বয়েসে সাফল্যে শিখর ছুঁয়ে ফেলে এই বঙ্গতনয়া। বর্তমানে গৌরাঙ্গ সরকারের কাছে যোগাসনের প্রশিক্ষণ নেওয়ার পাশাপাশি পরিবারের পাশে দাঁড়াতে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর থেকেই মাত্র ১৬ বছর বয়সে একটি যোগাসন শেখানোর স্কুল শুরু করে। সেখানে বর্তমানে মোট ১০০ জন ছাত্রকে নিয়মিত যোগা অভ্যাস করায় রাই। মা, বাবা আত্মীয় পরিজনদের পাশাপাশি রাইয়ের এই সাফল্যে খুশি তাঁর খুদে শিক্ষানবিশরাও। মেয়ের সাফল্য প্রসঙ্গে মা মামণি দেবনাথ জানান 'ছোট থেকেই মেয়ের যোগাসনের প্রতি ঝোঁক। আমরা কোনোদিন এতে বাধা দিইনি। ও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টাতেই আজকে এই সাফল্য লাভ করেছে, ও আরো বড় হোক আর জীবনে আরও সফল হোক এই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।' যদিও রাই দুবাইয়ে থেকেই জানায়, 'যোগা থেকেই ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পরিবারের পাশে থাকতে চাই।' ১ জুলাই দেশে ফিরবে সোনার মেয়ে রাই। স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হচ্ছে উদয়নারায়ণপুর।

ব্যাংক কর্মীর বাড়িতে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: আর্থিক প্রতারণা মামলায় ব্যাংক কর্মীর বাড়িতে সিবিআই। অশোকনগরের এক ব্যাংক কর্মীর বাড়িতে সিবিআই হানা গুয়াহাটি গ্রামীণ ব্যাংক আর্থিক প্রতারণা মামলায় অশোকনগরের সিবিআই। অশোকনগর তিন নম্বর স্টেডিয়াম সঞ্জীব দত্তের বাড়িতে চারজনের একটি প্রতিনিধি দল আসে। সোহম দত্ত নামে ব্যাংককর্মী বাড়ি সার্চ করতে সিবিআই আধিকারিকরা আসলেন অশোকনগর। বাবা সঞ্জীব দত্ত জানান, তার ছেলেকে খোঁজ করতে এসেছিল। অসমের একটি ব্যাংক প্রতারণা মামলায় বাড়ি সার্চ করতে আসে বলে জানায় সঞ্জীব দত্ত। আসামের একটি ব্যাংকে চাকরি করে তার ছেলে। প্রায় আট কোটি টাকা প্রতারণা মামলায় এই তদন্ত জানা গেছে সিবিআই সূত্রে। যদি ওই ব্যাংক কর্মীর বাবা দাবি করেন তার বাড়ি থেকে কোনও কিছুই পাওয়া যায়নি।

অবশেষে জামিন মঞ্জুর ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের

ঝাড়খণ্ড, ২৮ জুন: অবশেষে জামিন পেলেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। শুক্রবার তাঁর জামিন মঞ্জুর করল ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট। জমি দুর্নীতিতে আর্থিক তছরুপের মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। হেমন্ত সোরেনের বিরুদ্ধে জমি দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত শুরু করে ইডি। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসেই হেমন্ত সোরেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। জামিন চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থও হয়েছিলেন হেমন্ত। কিন্তু সেখান থেকে আর্জি প্রত্যাহার করে নেন।

বেআইনি ভাবে ভ্যালুয়েশন তৈরি করে কয়েকশো কোটি টাকায় তিনি জমি বিক্রি করেছিলেন বলে অভিযোগ করেছিল ইডি। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনই তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। তারপরে তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদ ছেড়ে ইডির কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ৩১ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন হেমন্ত সোরেন। জমি দুর্নীতিতে আর্থিক তছরুপের মামলায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইডিদফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদের পরই ২০২৪ সালের ৩১ জানুয়ারি তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি।

প্রসঙ্গত, ৬০০ কোটি টাকার জমি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে হেমন্ত সোরেনের বিরুদ্ধে। হেমন্ত সোরেনের বিরুদ্ধে রাঁচিতে ৮.৮৬ কোটি টাকার জমি বেআইনি ভাবে দখল করে রাখার তদন্তকারীদের কাছে অভিযোগ ছিল। এছাড়াও আর্থিক তছরুপের একাধিক অভিযোগ হেমন্ত সোরেনের বিরুদ্ধে জমা পড়েছিল ইডির কাছে। গত ৩১ জানুয়ারি ঝাড়খণ্ডে জমি দুর্নীতি সংক্রান্ত বেআইনি আর্থিক লেনদেনের মামলায় ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম) নেতা হেমন্তকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি।

২০২৩ সালের একটি মামলায় বাধগাইন এলাকায় ভূমি রাজস্ব পরিদর্শক ভানুপ্রতাপ প্রসাদকে গ্রেপ্তারের পর থেকেই ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর নাম জড়িয়ে পড়ে। তাঁকে জেরা করেই জমি সিন্ডিকেটের খোঁজ পায় ইডি। ভূমি রাজস্ব আধিকারিক জানিয়েছেন যে, ভুয়ো জমির কাগজ তৈরি করে বিক্রি করতেন তিনি। তাঁর কাছ থেকে বেশ কিছু জমির দলিল পেয়েছিলেন তদন্তকারীরা। তখনই ৮.৩৮ একরের একটি জমির খোঁজ পান তাঁরা। জমিটি হেমন্ত সোরেন দখল করে রেখেছিলেন বলে জানতে পারেন। তারপরেই তাঁকে জেরা করার জন্য তলব করে ইডি।

কিন্তু একাধিকবার হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছিলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। তারপরে তাঁর বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি শুরু করে। কিন্তু হেমন্ত সোরেনের হদিশ পায়নি তারা। পরে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। তদন্তকারীরা জানিয়েছিলেন, একাধিক সরকারি আধিকারিককে ভুয়ো ক্রেতা সাজিয়ে তাঁদের নামে বিক্রি করা হয়েছিল কোটি কোটি টাকার জমি। প্রায় ৫ মাস পরে তিনি জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন।

হেমন্ত সোরেনের গ্রেপ্তারি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল বলে অভিযোগ করেছেন বিরোধীরা। গত ১৩ মে 'বেআইনি আর্থিক লেনদেন প্রতিরোধ আইন' (পিএমএলএ) সংক্রান্ত রাঁচির বিশেষ আদালত হেমন্তের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়। তারপরেই ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করেন তিনি। এবার জামিনে মুক্তি পেতে চলেছেন হেমন্ত।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পোস্ট দিয়ে লিখেছেন, 'হেমন্ত সোরেন দেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ আদিবাসী নেতা। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে একটি মামলায় ইস্তফা দিতে হয়েছিল, কিন্তু আজ তিনি হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন। আমি খুবই খুশি এবং নিশ্চিত যে তিনি দ্রুত তাঁর রাজ্যবাসীর জন্য কাজ শুরু করবেন। হেমন্তকে আমাদের মাঝে আবার স্বাগত।'

পঞ্চমের নাবালিকাকে গণধর্ষণের পর নৃশংস ভাবে খুনের অভিযোগে ধৃত ২

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন: মুখ ঢেকে যায় লজ্জায়।

রাজধানী দিল্লিতে পঞ্চম শ্রেণির এক বালিকাকে গণধর্ষণের পর পাথর দিয়ে বারংবার আঘাত করে নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী যুবক ও তার সঙ্গীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির নরেলা এলাকায়। মেয়েটির বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ২ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ। দুই অভিযুক্তকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর মেয়েটির কোনও খোঁজ না পেয়ে পরিবারের লোকজন তল্লাশি শুরু করলে বাড়ি থেকে খানিক দূরে ১০ বছরের নাবালিকার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, নিখোঁজ হওয়ার আগে তাকে রাহুল (২০) নামে প্রতিবেশী এক যুবকের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল। এরপরই যুবককে হেপাজতে নিয়ে পুলিশ জানতে পারে, ওই নাবালিকাকে অপহরণ করে এক বন্ধুর সঙ্গে মিলে গণধর্ষণ করে। সেই সূত্রেই দেবদত্ত নামে এক তিরিশ বছরের যুবককে গ্রেপ্তার করে দিল্লি পুলিশ।

পুলিশের দাবি, জেরায় অপরাধীরা স্বীকার করেছে ঘটনার দিন রাতে ওই নাবালিকাকে মোমো খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে দেবদত্ত নামে বন্ধুটির সঙ্গে মিলে গণধর্ষণ করে। মেয়েটির অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে দু'জনে তাকে খুনের সিদ্ধান্ত নেয়। নৃশংস ভাবে পাথর দিয়ে থেঁতলে মেয়েটিকে হত্যা করে বাড়ির কাছেই দেহ ফেলে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রাহুল ও দেবদত্ত নামে ২ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ, খুন-সহ পকসো আইনে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করেছে।

জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে অস্ট্রিয়া সফরে যেতে পারেন প্রধানমন্ত্রী

ভিয়েনা, ২৮ জুন: তিনি রাশিয়া যাচ্ছেন কি না তা নিয়ে এখনও কিছু জানায়নি কেন্দ্র। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই সফর ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে। এর মাঝেই শোনা যাচ্ছে, আগামী জুলাই মাসেই নাকি অস্ট্রিয়া সফরে যাবেন মোদি! প্রায় চার দশক ধরে ইউরোপের এই দেশটিতে পা রাখেননি ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী। চলতি বছরের শুরুতে ২৩ বছর পর ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী হিসাবে অস্ট্রিয়ায় গিয়েছিলেন এস জয়শংকর।

আগামী মাসেই রাশিয়া সফরে যেতে পারেন মোদি। এমনটাই দাবি করা হয়েছে রুশ বিদেশ দপ্তরের এক সূত্রের তরফে। এবার একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে অস্ট্রিয়ায় পা রাখবেন মোদি। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক সেরেই ইউরোপীয় দেশটির রাজধানী ভিয়েনায় যাবেন তিনি। একদিন সেখানে থাকবেন। সেই সফরে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর কার্ল নেহামারের সঙ্গে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন নমো।

জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে মোট ৩৫টি ভারতীয় প্রযুক্তি সংস্থা রয়েছে অস্ট্রিয়ায়। ভারতে বিশেষ করে প্রযুক্তির শহর বেঙ্গালুরুতে অস্ট্রিয়ার লগ্নির জন্য মোদির এই সফর গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে স্টার্ট আপ, উৎপাদন ও তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানোই প্রধানমন্ত্রীর সফরের লক্ষ্য। এই সকল বিষয় নিয়েই নেহামারের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মোদি।

উল্লেখ্য, ১৯৮৩ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি শেষ বার অস্ট্রিয়ায় গিয়েছিলেন। যদি এই জল্পনা সত্যি হয় তাহলে দীর্ঘ ৪১ বছর পর প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সে দেশে যাবেন মোদি। বলে রাখা ভালো, নেটো-র সদস্য দেশ নয় অস্ট্রিয়া। ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের মাঝেও নয়াদিল্লির মতো রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বহাল রেখেছে ভিয়েনা। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও ভারত ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে কথা হতে পারে। দু'দেশ মিলিতভাবে শান্তি ফেরানোর পথ খুঁজতে পারে।

OFFICE OF THE BERABERIA GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING TENDER

e-Tender **NIT No. BGP/ Tender / 2024-25/02,Dt.28.06.2024. Tender Id-2024_ZPHD_702816_1,2024_ZPHD_702816_2,2024_ZPHD_702816_3,2024_ZPHD_702816_4**, 4 No. of Cons of Pucca Drain.Date of closing **05.07.2024 up to 12.00 Noon.** Website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/ Prodhan
Beraberia Gram Panchayat.
Amdanga Panchayat Samity
North 24 Parganas

NIT No. 01/K of A.E., Kandi P.W.D. of 2024-25

Notice is Invited by A.E.P.W.D./ Kandi Sub- Division for different works. The last date & time of Application **08.07.2024 up to 2.00 P.M** and last date & time of dropping tender **12.07.2024 up to 2.00 P.M.** All other details may be seen in the Noticed Board and in this office on all working days within office hours.

Sd/-
Assistant Engineer (P.W.D),
Kandi Sub-Division.

District Consumer Disputes Redressal Commission, Kolkata Unit-III
Tramline Building (First Floor)
18, Judge's Court Road, Alipore,
Kolkata - 700027, West Bengal

NOTICE

Under Consumer Protection Act. 2019
Consumer Case No.: CC 348/2021
Pradeep Kumar Dhara
Complainant / Petitioner / Appellant
Versus
M/S. Jewel of Jewels Fitness (SNAP Fitness 24/7 (Kolkata) & others.
Opposite Party / Respondent(s)

Next Date : 18.07.2024
Opposite Party / Respondent No.2 Name

To,
Aiahi Nayeem, Signatory to the money receipt on behalf of O.P. No.1, of 5, Ramani Chatterjee Street, Dover Lane, P.S. Gariahat, Kolkata-700029.

NOTICE

Whereas the Pradeep Kumar Dhara the complainant(s) has instituted a complaint case being No. CC 348 of 2021 against you. Therefore, you are hereby summoned to appear before the Hon'ble Commission in person or by a pleader or by authorized representatives on the 18th July, 2024 at 10:30 O'clock in the fore noon in default the case will be heard and considered in your absence.

Given under my hand and seal of this commission on this **29th day of April, 2024.**

By Order, Registrar
D.C.D.R.C Kolkata Unit-III

e-Tender Notice

NIT No.07/24-25,dt.28/06/2024 Constr. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 5 nos) Total Amount Rs. 17,73,564.00/-. Last date of documents Downloading & bid sub. For both NIT 05/07/2024 upto 11-00 a.m. (Other details collect from the office and website https://wbtenders.gov.in)

Sd/- E.O.
Chapra Pan. Samity

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT NIT NOTICE

e-NIT are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.1)NIT No: WS/NM/NIT-02e/2024-25.ID: 2024_MAD_702528_1.Last Date of receiving NIT 06-Jul-2024 05:55 PM. N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site http://wbtenders.gov.in this advertisement is also given http://nabadwipmunicipality.in

Sd/- Chairman
Nabadwip Municipality

NOTICE INVITING e-TENDER

The Prodhan, Abujhati-II Gram Panchayat has invited e-Tender against **Tender Reference No. AGP-II/e-Tender-04/2024-25 Date : 27.06.2024** & **Tender Reference No. AGP-II/e-Tender-05/2024-25 Date : 27.06.2024** & **Tender Reference No. AGP-II/e-Tender- 06/2024-25 Date : 27.06.2024** in this Gram Panchayat. Bid Submission End Date and Time: **05.07.2024** up to 05.00 P.M. Bid Opening Date (Technical) : **08.07.2024** at 10.30 A.M. Details of Tender Notice may be seen at **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Abujhati-II Gram Panchayet
Vill. & P.O.- Kulingram, P.S.- Jamalpur, Dist.- Purba Bardhaman

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক নংঃ ১। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১১০৪-২০২৪-২৫-আর। কাজের বিবরণ ঃ** ০৩(তিন) বছরের জন্য কলকাতা টার্মিনাল (কেওএএ) রেলওয়ে স্টেশন, প্ল্যাটফর্ম নং ২ ও ৩ এবং ৪ ও ৫-এ প্যাসেঞ্জার এসকালেটর (০৪টি) (মেক-মেসার্স জনসন)-এর সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ শিডিউল এবং মেরামতির চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৬,২৯,৬৫৩.১২ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৫২,৬০০.০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা** ঃ ৩৬ মাস। **ক্রমিক নংঃ ২। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি- ১১১১-২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনের স্টেশনগুলিতে শক্তি সংরক্ষণের জন্য হাই ওয়াটেজ সিলিং ফ্যান (ফেস-১)-এর বদলে শক্তি সাশ্রয়ী সিলিং ফ্যানের ব্যবস্থাকরণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৯১,৬৪,৪৭৫.৯০ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ২,৪৫,৮০০.০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০৯ মাস। **টেন্ডার নথির মূল্য** ঃ শূন্য (প্রত্যেকটির জন্য)। **টেন্ডার প্রকাশের তারিখ** ঃ ২৫.০৬.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ১৬.০৭.২০২৪ তারিখ বিকাল ০৪.০০টায়। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ০৪.০০ টায়। **টেন্ডার বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ০২.০৭.২০২৪ তারিখ। **www.ireps.gov.in**-তে টেন্ডার নোটিশের বিশদ ও সময়ে সময়ে ইস্যু হওয়া সংশোধনী নথি পাওয়া যাবে। (SDAH-102/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ফর্ম নং. ইউআরসি-২

বিজ্ঞাপন নোটিশ উক্ত আইনের অধ্যায় ২০০ এর অংশ ১ অধীনে (২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(৪) অধীনে

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, এখন থেকে পনের দিন পরে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রেজিস্ট্রার কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ যে 'দাক্ষ জুট এলএলপি', একটি লিমিটেড দায়বদ্ধ অংশীদারি সংস্থা হিসেবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় XXI এর অংশ । অধীনে শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্তির জন্য এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ- ভারত বা অন্যস্থানে পণ্য তৈরি, প্রক্রিয়াকরণ, উৎপাদন, স্পিনিং, ওয়েভিং, ব্লেন্ডিং, শর্টিং ক্রয়, বিক্রয়, আমদানি, রফতানি, বাজারজাতকরণ, বা সরবরাহ বা কোনও প্রস্তুতকরণ সুবিধা ইজারা গ্রহণ ভারতে বা বিদেশে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এবং মধ্যস্থকারী ,লেনদেনকারী, প্রতিনিধিত্বকারী, সি এবং এফ এজেন্ট, বন্টনকারী, প্রতিনিধিত্বকারী, মজুতকারী, জব ওয়ার্কার, যোগাযোগকারী বা অন্যভাবে লেনদেন সমুদয় সকল পাটজাত পণ্য যেমন হেসিয়ান, জুট ব্যাগ, জুট রোপস, অপ্রস্তুত জুট,ম্যাট, কার্পেট,কার্পেট ব্যাগ,ল্যামিনেটেড জুট পণ্য,ব্লেন্ডেড জুট প্রোডাক্ট ব্যবসায়ে ব্যবহৃত, শিল্পে, বাণিজ্যে বা গৃহে ব্যবহৃত এবং প্রয়োজনীয় সকল উদ্দেশ্যে কাজ করা এবং ব্যবসা পরিচালনা।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোর‍্যান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি খসড়া কপি প্রযত্নে ১০ ক্লাইভ রো কলকাতা - ৭০০০০১ ঠিকানাস্থিত অফিসে পর্যবেক্ষণ করা যাবে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ এ জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

দাক্ষ জুট এলএলপি
১০ ক্লাইভ রো কলকাতা - ৭০০০০১
তারিখ : ২৮.০৬.২০২৪

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-02/2024-25
Time Extension Notice

The Last date of online submission has been extend up to 05.07.2024 in place of 28.06.2024 for Tender ID No. 2024_ADDA_691641_1 & ID No. 2024_ADDA_691663_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA.

Sd/- Exe. Engr. (Elect.), ADDA

NIT No.-02/2024-2025 of A.E.P.W.D. / B.S.D.II.

Notice is Invited by A.E.P.W.D. / B.S.D.II. for different works under Berhampore Sub- Division No.II (PWD). The last date & time of Application **09.07.2024 up to 2.00 P.M** and last date & time of dropping tender **12.07.2024 up to 3.00 P.M.** All other details may be seen in the Noticed Board and in this office on all working days within office hours.

Sd/-
Assistant Engineer (P.W.D),
Berhampore Sub-Division No. II.

MADHUSUDANPUR GRAM PANCHAYAT
Shibkalinagar, Kakdwip, South 24 Parganas

ABRIDGED NIT

On behalf of Madhusudanpur Gram Panchayat under Kakdwip Block of South 24 Parganas Dist, Invites bids **(Vide NIT No. 162-163/2024,15th** FC, Untied, Dated- **28/06/2024**. The Estimated Cost. Excluding GST & L. Cess is **Rs. 293419/-, 124962.** respectively. Scheme wise separate bid is invited respectively.The last date of submission of online Bid is **10/07/2024 upto 12 pm.** For details please visit to our GP Office.

Sd/-, Pradhan
Madhusudanpur Gram Panchayat

NAGENDRAPUR GRAM PANCHAYAT
Vill- Nagendrapur,P.O.-Nagendrapur, P.S.-Raidighi Dist.-24 Pgs (S)

E-TENDER NOTICE

E-tender is invited from the bonafide Bidders for the following NIT NO–WB/S 24 PGS/ MATH-II/NAGEN GP/PBG (SFC & IBRD) 22-23/ ATCHALA/E-NIT- **01/24-25,02,03,04,05,06 DATED-28/06/2024.**

*Last date of Submission on **29/06/2024 to 06/07/2024**, Please visit **(https://wbtenders.gov.in)**

*Date of opening **T B-08/07/2024 & FB-10/07/24**

Sd/- Prodhan
Nagendrapur Gram Panchayat

Office of the
KALATALAHAT GRAM PANCHAYAT
E-mail – kalatalahatgrampanchayet@rediffmail.com
NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender is hereby invited by the Pradhan Kalatalahat Gram Panchayat under D/H-II Dev. Block, South 24 Parganas from the eligible contractors for the following works

A) **e-NIT No. : 1/Tied 15th FC (2023-24) 2nd Inst., Memo No.: 98/KHGP/2024-25, Date: 26.06.2024**
B) **e-NIT No. : 2/Tied 15th FC (2023-24) 2nd Inst., Memo No.: 99/KHGP/2024-25, Date: 26.06.2024**
C) **e-NIT No. : 3/Tied 15th FC (2023-24) 2nd Inst., Memo No.: 100/KHGP/2024-25, Date: 26.06.2024**
D) **e-NIT No. : 4/Untied 15th FC (2023-24) 2nd Inst., Memo No.: 108/KHGP/2024-25, Date: 28.06.2024**
E) **e-NIT No. : 5/Untied 15th FC (2023-24) 2nd Inst., Memo No.: 109/KHGP/2024-25, Date: 28.06.2024**
F) **e-NIT No. : 6/Untied 15th FC (2023-24) 2nd Inst., Memo No.: 110/KHGP/2024-25, Date: 28.06.2024**

Bid Submission Closing Date : 03.07.2024 & 05.07.2024 upto 14.00 P.M. Further details are available in the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Pradhan, Kalatalahat Gram Panchayat**

Durgapur Abhoynagar-I Gram Panchayat
Samabaypally, Nischinda, Howrah - 711205

Notice Inviting e-Tender

E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 2 nos. different development work(s) vide **(i) NIT No. WB / HOW / BJ / DA I GP / NIT 11 / XV-Untied/23-24, (ii) NIT No. WB / HOW / BJ / DAIGP / NIT 12 / XV-Tied Drinking water /23-24** and **(iii) NIT No. WB / HOW / BJ / DAIGP / NIT 13 / XV-Tied Drinking water /23-24, dated 19/06/2024. Tender ID: 2024_ZPHD_696475_1, 2024_ZPHD_696492_1 & 2024_ZPHD_696505_1.** Bid submission end date: **03.07.24 up to 11.00 A.M.** Technical Bid opening date: **05.07.2024 at 11.00 A.M.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/- Sonali Samaddar
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-I Gram Panchayat

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. e-Tender details given below:

E-NIT No.: 298/MOG-I/24, Date: 28.06.2024,
E-NIT No.: 299/MOG-I/24, Date: 28.06.2024.
Last Date of Bid Submission: **06.07.2024 at 18:30 Hrs.**
E-NIT No.: 300/MOG-I/24, Date: 28.06.2024.
Last Date of Bid Submission: **06.07.2024 at 17:55 Hrs.**
For details log on **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

Office of the Councillors
DUBRAJPUR MUNICIPALITY
P.O.- Dubrajpur, Dist- Birbhum
ABRIDGED TENDER NOTICE

Sealed tender/s is/are invited by the undersigned from bonafied, experienced agencies for the following:

1. **NIeT No. 01/DEV of 2024-2025, Memo No- 879/DM/2024 Dt- 11-06-2024**. Tender Submission Closig date (On-Line) **05-07-2024 upto 17.00 hrs.** Tender opening date for technical proposals (On-Line) **08-07-2024 at 13.00 hrs.**
2. **NIeT No. 02/DEV of 2024-2025, Memo No- 957/DM/2024 Dt- 27-06-2024**. Tender Submission Closig date (On-Line) **24-07-2024 upto 17.00 hrs.** Tender opening date for technical proposals (On-Line) **29-07-2024 at 13.00 hrs.**

Details are available at the office of the undersigned on any working day or at website: **"wbtenders.gov.in".**

Sd/- Chairman
Dubrajpur Municipality, Birbhum

NOTICE INVITING TENDER
E Tender (ID-2024_DHE_2024_DHE_701895_1) dated: 27/06/2024
Tender Reference No. dtsksm/NIT 56/24

E-Tenders are invited from eligible Suppliers/Firms/agencies/having successfully completed similar nature of works with adequte working experience and financial capabilities. Intending bidder may download the tender documents from the website **https://wbtenders.gov.in.**

Information about the work:

Name of the work	Supply, Installation, Testing and Commissioning of 06 passenger (408 Kg) External Ellevator, G+3 along with Setting up of Structure for Elevator including third party inspection charge and free 1 year maintenance in Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya , Paschim Medinipur
Bid Submission Start Date	27-06-2024 at 6:00 P.M
Bid Submission End Date	13-07-2024 at 4PM

Sd/- (Dr. Rupa Dasgupta) Principal
Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya
Chakshyampur, Debra, Paschim Medinipur.

সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ১০২ ধারা অধীনে)
সুমিত মজুমদার, আন্দামান সি ফুডস প্রা. লি.-সিডি-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা -এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	সুমিত মজুমদার
২.	আবেদন অনুমোদনের নির্দেশের বিস্তারিত	মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ ব্যক্তিগত জামিনদাতার ক্ষেত্রে দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়ার অনুমোদন উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ২৬.০৬.২০২৪, সিপি (আইবি) /৩৩২(কেবি)২০২২
৩.	ব্যক্তি জামিনদাতার ক্ষেত্রে দেউলিয়া শুরুর তারিখ	২৬.০৬.২০২৪
৪.	দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৩.১২.২০২৪
৫.	প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং :	মহেশ চাঁদ গুপ্তা , রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P01489/2018-19/12304
৬.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	ঠিকানা - এফই-২০২, সল্টলেক সিটি, সেক্টর - III ২য় তল, কলকাতা - ৭০০১০৬ **ইমেল : mcgupta90@gmail.com**
৭	প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল :	ঠিকানা - ১১ এবং ১১/১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, ২য় তল স্যুট নং - ১, কলকাতা - ৭০০০১২ **ইমেল : mcgupta90@gmail.com**
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	২০.০৭.২০২৪
৯.	(ক) সংশ্লিষ্ট ফর্ম এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিস্তারিত উপলব্ধ	**ওয়েবলিঙ্ক : https://ibbi.gov.in/downloadforms** ডাক ঠিকানা : প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, সুমিত মজুমদার ব্যক্তিগত জামিনদাতা আন্দামান সি ফুডস প্রা. লি.-সিডি-এর ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু তারিখ ২৬.০৬.২০২৪ নির্দেশিত।
সুমিত মজুমদার-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২০.০৭.২০২৪ তারিখে প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৬ বা ৭-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, পোস্ট তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনালের পক্ষে
মহেশ চাঁদ গুপ্তা
প্রস্তাব পেশাদার
সুমিত মজুমদার, ব্যক্তিগত জামিনদাতা-আন্দামান সি ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড-সিডি-র প্রস্তাব প্রক্রিয়া বিষয় সম্পর্কিত

তারিখ : ২৯.০৬.২০২৪ — **রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P01489/2018-2019/12304**
স্থান : কলকাতা — **এএফএ নং AA1/12304/02/191124/106336| বৈধ ১৯.১১.২০২৪ পর্যন্ত**

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the work : Augmentation of Sail Co-operative Over Head Reservoir within installation of lightning arrestor, level indicator & barbed wire fencing at Sail Co-operative OHR within Ward No.-22 under Durgapur Municipal Corporation
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-56/24-25
Tender ID : 2024_MAD_702422_1 • Est. Amt. : Rs. 19,93,116.00

2) Name of the work : Augmentation of Over Head Reservoir (0.8 Lakh Gallon) and Store Room at Salbagan within Ward No.-18 under Durgapur Municipal Corporation
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-64/24-25
Tender ID : 2024_MAD_702457_1 • Est. Amt. : Rs. 42,83,057.00

3) Name of the work : Sinking of 1 no. borewell (250.00 mtr. depth) with installation of Submersible Pump & Laying of 75mm dia. HDPF pipe-line (Supplying, fitting and fixing) at Lal Maidan Basti, Akbar Road within Ward No.-09 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-14/24-25
Tender ID : 2024_MAD_702502_1 • Est. Amt. : Rs. 12,38,699.00

4) Name of the work : Supply & Installation and commissioning of Hybrid rooftop Solar PV Power Plants, total array capacity 7kWp on turnkey basis at Dhandabag Hindi Jr. High School Rishi Aurobindo Nagar, Ward No.-16 under Durgapur Municipal Corporation
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/EOI-74/23-24
Tender ID : 2024_MAD_702531_1

Last Date : **13.07.2024 upto 5:00 p.m.**
For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, DMC

সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ১০২ ধারা অধীনে)
কার্তিক মজুমদার, আন্দামান সি ফুডস প্রা. লি.-সিডি-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা -এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	কার্তিক মজুমদার
২.	আবেদন অনুমোদনের নির্দেশের বিস্তারিত	মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ ব্যক্তিগত জামিনদাতার ক্ষেত্রে দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়ার অনুমোদন উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ২৬.০৬.২০২৪, সিপি (আইবি) /৩৩০(কেবি)২০২২
৩.	ব্যক্তি জামিনদাতার ক্ষেত্রে দেউলিয়া শুরুর তারিখ	২৬.০৬.২০২৪
৪.	দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৩.১২.২০২৪
৫.	প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং :	মহেশ চাঁদ গুপ্তা , রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P01489/2018-19/12304
৬.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	ঠিকানা - এফই-২০২, সল্টলেক সিটি, সেক্টর - III ২য় তল, কলকাতা - ৭০০১০৬ **ইমেল : mcgupta90@gmail.com**
৭	প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল :	ঠিকানা - ১১ এবং ১১/১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, ২য় তল স্যুট নং - ১, কলকাতা - ৭০০০১২ **ইমেল : mcgupta90@gmail.com**
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	২০.০৭.২০২৪
৯.	(ক) সংশ্লিষ্ট ফর্ম এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিস্তারিত উপলব্ধ	**ওয়েবলিঙ্ক : https://ibbi.gov.in/downloadforms** ডাক ঠিকানা : প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কার্তিক মজুমদার ব্যক্তিগত জামিনদাতা আন্দামান সি ফুডস প্রা. লি.-সিডি-এর ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু তারিখ ২৬.০৬.২০২৪ নির্দেশিত।
কার্তিক মজুমদার-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২০.০৭.২০২৪ তারিখে প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৬ বা ৭-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, পোস্ট তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনালের পক্ষে
মহেশ চাঁদ গুপ্তা
প্রস্তাব পেশাদার
কার্তিক মজুমদার, ব্যক্তিগত জামিনদাতা-আন্দামান সি ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড-সিডি-র প্রস্তাব প্রক্রিয়া বিষয় সম্পর্কিত

তারিখ : ২৯.০৬.২০২৪ — **রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P01489/2018-2019/12304**
স্থান : কলকাতা — **এএফএ নং AA1/12304/02/191124/106336| বৈধ ১৯.১১.২০২৪ পর্যন্ত**

সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ধারা ১০২ অধীনে)
শ্রী বিজয় কুমার তিওয়ারি, "ইউনাইটেড ক্লোরো প্যারাফিনস প্রা. লি. -এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রী বিজয় কুমার তিওয়ারি
২.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	আকাঙ্খা অ্যাপার্টমেন্ট ৮৯/৮১এ বাঙ্গুর পার্ক, ১৭লেন, রিষড়া, হুগলি-৭১২২৪৮
৩.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার অর্ডার এবং ইনসলভেন্সি শুরুর বিস্তারিত	সিপি নং 117/(KB) 2022 (NCLT, Kolkata); নির্দেশ তারিখ : ২৫.০৬.২০২৪
৪.	প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং :	শ্রী প্রতীম বয়াল আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং - IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-2019/12385
৫.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	১৮/১ তারাপুকুর মেন রোড, কলকাতা - ১০০১০৯ ইমেল : pratimbayal@gmail.com
৬.	প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল :	সেন্ট্রাল প্লাজা, রুম ৭০৮, ২/৬ শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ ইমেল : ip.pratimbayal@gmail.com
৭.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	২০.০৭.২০২৪
৮.	সংশ্লিষ্ট দাবি দাখিলের ফর্ম পাওয়া যাবে :	"ফর্ম বি" Web link : https://ibbi.gov.in/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা, কোর্ট II, **শ্রী বিজয় কুমার তিওয়ারি** ব্যক্তিগত জামিনদাতা **ইউনাইটেড ক্লোরো প্যারাফিনস প্রা. লি.**-এর ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ২৫.০৬.২০২৪ (অর্ডার এনসিএলটি পোর্টালে ২৫.০৬.২০২৪ তারিখে আপলোড করা হয়েছে।)
শ্রী বিজয় কুমার তিওয়ারি-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২০.০৭.২০২৪ তারিখে প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৬ -এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড ডাকে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

শ্রী প্রতীম বয়াল
প্রস্তাবক পেশাদার
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-2019/12385
এএফএ বৈধ - ০৪.১২.২০২৪ পর্যন্ত

তারিখ : ২৯.০৬.২০২৪

GPT
জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড
(CIN- L20103WB1980PLC032872)
রেজি. অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬; পশ্চিমবঙ্গ (ভারত); দূরভাষ: + ৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০
দেখুন: www.gptinfra.in, ই-মেল: gil.cosec@gptgroup.co.in

৪৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বই বন্ধ সম্পর্কিত সূচনা

শেয়ারহোল্ডারগণকে অবগত করা হচ্ছে যে কোম্পানির ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)অনুষ্ঠিত হবে **মঙ্গলবার ৩০ জুলাই, ২০২৪** তারিখে বিকেল ৩ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং/আদার অডিও ভিস্যুয়াল মিনস ('ভিসি/ওএভিএম') মাধ্যমে, সর্বশেষ সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং তৎসহ পঠিত পূর্বের সার্কুলারসমূহ এমসিএ কর্তৃক ইস্যুকৃত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (যৌথভাবে এমসিএ সার্কুলারসমূহ হিসেবে উল্লেখ্য) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি) উল্লেখ্য সর্বশেষ সার্কুলার নং সেবি/এইচও/ সিএফডি/ সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭ তারিখ ৭ অক্টোবর ২০২৩ এবং অন্যান্য পূর্বের সার্কুলারসমূহ সেবি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইস্যুকৃত (সেবি সার্কুলারসমূহ) এবং প্রযোজ্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের সংস্থান এবং সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস ২০১৫ অনুযায়ী এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য ।

এজিএম অধিবেশন সম্ভাব্যভাবে কেম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হবে এজিএম এর স্থান হিসেবে। এজিএম চলাকালীন ভিসি মাধ্যমে অংশগ্রহণ এবং ই-ভোটিং এবং রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য সুবিধা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) ব্যবস্থা করবে।

উল্লিখিত সেবি সার্কুলারসমূহ, এমসিএ সার্কুলারসমূহ , এজিএম নোটিশ এবং ২০২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণকে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস(গুলি) তে নথিভুক্ত রয়েছে সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত সময়ে পাঠানো হবে সংশ্লিষ্টগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gptinfra.in**, এনএসডিএল ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com.** থেকেও পাওয়া যাবে।

নথিভুক্তি করণ /আপডেটিং ইমেল ঠিকানার পদ্ধতি :

- যেসকল সদস্যগণ ফিজিক্যালভাবে শেয়ার ধরে রেখেছেন তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা তাঁদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করার জন্য লিখিতভাবে কোম্পানির কাছে আবেদন করেন নিজের ফোলিও নম্বরের বিশদ ও স্বপ্রত্যায়িত প্যান কার্ড gil.cosec@gptgroup.co.in বা আরটিএ-র কাছে kolkata@linkintime.co.in -এই ঠিকানায়।
- যেসকল সদস্যগণ ডিমেটিরিয়ালাইজড্ ভাবে শেয়ার ধরে রেখেছেন তাঁদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরী পার্টিসিপ্যান্টস্‌দের কাছে নিজেদের ই-মেল ঠিকানা আপডেট করুন।

ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি :

- এজিএম আহ্বানকারী নোটিসে উল্লিখিত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোট প্রদানের সুযোগ পাবেন শেয়ারহোল্ডারণ।
- ই-ভোটিং/রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য লগ ইন ক্রেডিন্সিয়াল শেয়ারহোল্ডারদের ইমেলের মাধ্যমে জানানো হবে।
- ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ এজিএমের নোটিসে উল্লেখ করা থাকবে।

বুক বন্ধ :

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৯১ অনুযায়ী কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই এজিএম উদ্দেশ্যে বুধবার ২৪ জুলাই ২০২৪ থেকে মঙ্গলবার ৩০ জুলাই ২০২৪ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

সদস্যগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে এজিএম নোটিশে উল্লেখিত দ্রষ্টব্যগুলি এবং এজিএমতে অংশগ্রহণের জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলি, এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতিগুলি বিশেষভাবে অনুধাবন করতে।

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
মোহিত অরোরা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
(এসিএস : এ৫১৫৯০)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮.০৬.২০২৪

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 20, KOLKATA, SATURDAY
29 JUNE 2024, PAGE 8

‘দ্রাবিড়ের জন্য বিশ্বকাপ জিতুক ভারত’

নিজস্ব প্রতিনিধি: কারও জন্য ভারত বিশ্বকাপ জিতুক;এ ধারণা তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যায় না বলে জানিয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়। ফলে এ নিয়ে কোনো আলোচনাও করতে চান না তিনি।

খেলোয়াড়ি জীবনে কখনোই বিশ্বকাপ জেতা হয়নি দ্রাবিড়ের। কোচ হিসেবে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছেন। তবে জাতীয় দলের হয়ে একাধিক ফাইনালে গেলেও আইসিসির কোনো বৈশ্বিক ট্রফি তাঁর অধীনে জেতেনি ভারত। গত বছর ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পর ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে খেললেও ভারতকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় রানার্সআপ হয়েই।

এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ট্রফি জেতার এক ধাপ দূরে তাঁরা। আগামীকাল বার্বাডোজের ব্রিজটাউনের কেনসিংটন ওভালের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি ভারত, ২০১৪ সালের পর যারা প্রথমবার এ টুর্নামেন্টের ফাইনালে গেছে।

কার্যত ভারত জাতীয় দলের কোচ হিসেবে দ্রাবিড়ের এটিই শেষ ম্যাচ হতে যাচ্ছে। আগেই জানা গেছে, বিশ্বকাপের পর আর চুক্তি নবায়ন করবেন না তিনি।

‘দ্রাবিড়ের জন্য বিশ্বকাপ জেতো’ (ডু ইট ফর দ্রাবিড়); সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন ক্যাম্পেইনও চলছে। আইসিসির অফিশিয়াল ব্রডকাস্টার স্টার স্পোর্টসও ব্যবহার করছে ওই হ্যাশট্যাগ। কিন্তু দ্রাবিড় সে ধারণার সঙ্গে একেবারেই একমত নন।

ডিজনি প্লাস হটস্টারকে ভারত কোচ এ ব্যাপারে বলেছেন, ‘জানেন তো, তকারও জন্য (জেতা) ব্যাপারটিদ আমি ঠিক বিশ্বাস করি না। আমার ওই কথাটি পছন্দ, কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তত্তুমি কেন মাউন্ট এভারেস্টে চড়তে চাও?দ জবাবে বলেছিল, মাউন্ট এভারেস্টে চড়তে চাই, কারণ সেটি সেখানে আছে।দ আমি বিশ্বকাপটি জিততে চাই। কারণ, এটি এখানে আছে। কারও জন্য নয়, এটা শুধু জয় করার জন্য আছে।

দ্রাবিড় এরপর যোগ করেন, ‘আমি শুধু ভালো ক্রিকেট খেলতে চাই। কারও জন্য কিছু জেতার ব্যাপারটি আমার ব্যক্তিত্ব এবং আমি যা বিশ্বাস করি, তার একেবারে বিপরীত। ফলে আমি এটি নিয়ে কথা বলতে বা আলোচনা করতে চাই না।’

ফাইনালের আগপর্যন্ত এবারের বিশ্বকাপে অপরাজিত আছে ভারত। সর্বশেষ সেমিফাইনালে তারা গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ডকে। ২০০৭ সালে প্রথম আসরের পর থেকে কোনো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতেনি দলটি। ২০১৩ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর থেকে আইসিসির বৈশ্বিক কোনো ট্রফিও অধরা তাদের।

ফাইনালেও হানা দিতে পারে বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বৃষ্টি একটা আতঙ্কের ব্যাপার হয়ে উঠেছে বটে। গ্রুপ পর্ব ও সুপার এইটের বেশ কয়েকটি ম্যাচের পর বৃষ্টির বাধা ছিল গতকাল ভারত ও ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় সেমিফাইনালেও। আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, বৃষ্টি হানা দিতে পারে বাংলাদেশ সময় আগামীকাল রাত সাড়ে ৮টায় শুরু হতে যাওয়া বার্বাডোজের ফাইনালেও।

সুপার এইটের কোনো ম্যাচ আর দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রিজার্ভ ডে ছিল না। গতকাল ভারত, ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল বৃষ্টি,বাধা থাকলেও অবশ্য অতিরিক্ত সময় কাজে লাগিয়ে পুরো ম্যাচই হয়েছে। ইংল্যান্ডকে ৬৮ রানে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে ভারত। শেষ পর্যন্ত যদি বৃষ্টির কারণে ম্যাচ শেষ করা না যেত, তাহলে সুপার এইটে ইংল্যান্ডের চেয়ে ভালো অবস্থানে থাকায় ফাইনালে উঠত ভারতই।

ফাইনালে বৃষ্টি চোখ রাঙাচ্ছে ঠিক; কিন্তু রিজার্ভ ডেও আছে। বার্বাডোজে অবশ্য রিজার্ভ ডেতেও চোখ রাঙাচ্ছে বৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত যদি রিজার্ভ ডেও বৃষ্টিতে ভেসে যায়,

ফাইনাল ম্যাচ সম্পন্ন না হয়, তাহলে শিরোপা নির্ধারণ হবে কীভাবে; সেমিফাইনালের অমন নিয়মের পর প্রশ্নটি জাগতেই পারে।

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে এবারের টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্লেয়িং কন্ডিশনে কী লেখা আছে, সেটা একটু দেখে আসা যেতে পারে। ফাইনালের নির্ধারিত দিনে বৃষ্টি হলে ম্যাচের ওভার কাটার আগে অপেক্ষা করা হবে ১৯০ মিনিট বা ৩ ঘণ্টা ১০ মিনিট। ম্যাচে ফল আনতে গেলে কমপক্ষে দুই দলের খেলা হতে হবে ১০ ওভার করে। এই ১০ ওভার করে খেলাও যদি ফাইনালের দিন শেষ না হয়, তাহলে ম্যাচ গড়াবে রিজার্ভ ডেতে।

রিজার্ভ ডেতে গিয়ে খেলা শেষ না হলে ভারত,দক্ষিণ আফ্রিকাকে যৌথ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হবে। ম্যাচ টাই হয়ে যদি সুপার ওভারে গড়ায় এবং আবহাওয়ার কারণে সুপার ওভার না হতে পারে, তাহলেও দুই দলকে যৌথ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হবে। এখানে আর টুর্নামেন্টের আগের অংশে কোন দল এগিয়ে বা পিছিয়ে ছিল, সেটা দেখা হবে না। ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার দুই দলই অবশ্য ফাইনালে উঠেছে অপরাজিত থেকে।

কোহলি রানে ফিরবেন ফাইনালেই, আশা দ্রাবিড়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৩ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর আইসিসির ইভেন্টে প্রথম শিরোপা জয়ের সুযোগ ভারতের সামনে। ভারত কি পারবে? পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রোহিত শর্মার কাছে জানতে চাওয়া হলে সাধারণ কথাটাই বলেছেন ভারতের অধিনায়ক, ‘আমরা নিজেদের সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করব। দল ভালো অবস্থায় আছে। আশা করি, ফাইনালে আমরা ভালো খেলব।’

ভারত ভালো খেলেই ২০০৭ সালের পর প্রথমবার টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে। গায়ানায় গতকাল রাতে সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে ৬৮ রানে হারিয়েছে রোহিতের দল। একেবারে শতভাগ ভালো খেলে ফাইনালে উঠেছে, সে কথা বলা যাবে না। বিরাট কোহলিকে নিয়ে যেমন দুশ্চিন্তা কাটছেই না। রান,খরায় ভুগছেন ভারতের তারকা ব্যাটসম্যান। যে কারণে ফাইনালে ওঠার আগপর্যন্ত ওপেনিং জুটিতে একবারও ভালো শুরু পায়নি ভারত। ফাইনালে তো এটা দুশ্চিন্তার কারণ হতেই পারে।

কিন্তু রোহিত সম্ভবত ব্যাপারটি নিয়ে ভাবছেন না কিংবা ভাবনা থাকলেও সেটা মুখ ফুটে বলেননি। কারণ, ব্যাটসম্যানটির নাম কোহলি। ভারত জাতীয় দলে ১৬ বছর ধরে তাঁকে দেখছেন। কোহলি ব্যাটসম্যান হিসেবে কত উঁচুমানের সেটা সবারই জানা। আর বাজে সময় কার না যায়! এত দিন খেলার অভিজ্ঞতায় রোহিত মনে করেন, কোহলি যেহেতু দেড় দশকের বেশি সময় ধরে খেলছেন, তাই ফর্ম নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। তাহলে কি ফাইনালেই...? হ্যাঁ, ভারত ফাইনালে ওঠার পর দলটির বেশির ভাগ সমর্থকের মনের আশার সঙ্গে রোহিতও সুর মিলিয়েছেন। কোহলি সম্ভবত ফাইনালকেই রানে ফেরার উপলক্ষ বানাবেন!

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কোহলির রান,খরার প্রসঙ্গে রোহিত বলেছেন, ‘আমরা তার ক্লাস (মান) বুঝি। ১৫ বছর ধরে খেললে ফর্ম কোনো সমস্যাই নয়। সম্ভবত ফাইনালের জন্য জমিয়ে রেখেছে।’

তেমন কিছু হলে কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাকে সাবধান হতেই হবে। বড় মঞ্চে অতীতেও জ্বলে উঠেছে কোহলির ব্যাট। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার বোলাররা সম্ভবত কোহলির এখনকার পরিসংখ্যানে তাকিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবেন। এবার টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ৭ ইনিংসে ব্যাট করে ১০.৭১ গড়ে মাত্র ৭৫ রান করেছেন কোহলি। স্ট্রাইক রেট ১০০। যা তাঁর নামের সঙ্গে একদমই বেমানান।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনাল ম্যাচে ৯ বলে ৯ রান করে রিস টপলির বলে বোল্ড হন কোহলি। টি,টোয়েন্টিতে সর্বশেষ ৯ ইনিংসে তাঁর ফিফটি নেই। সর্বোচ্চ ৩৭ রান করেছেন সুপার এইটে বাংলাদেশের বিপক্ষে। তিন সংস্করণ মিলিয়েও সর্বশেষ ১১ ইনিংসের মধ্যে ফিফটি নেই কোহলির। গতকাল আউট হয়ে ফেরার পর ড্রেসিংরুমে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন ভারতের প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়। জয়ের পর কোহলির পক্ষেই ব্যাট ধরেছেন ভারতের এই কোচ।

দ্রাবিড়ও মনে করেন, ফাইনালেই রানে ফিরবেন কোহলি, ‘বিরাটকে আপনারা জানেন। একটু ঝুঁকিপূর্ণ ক্রিকেট খেললে সব সময় সফল হওয়া যায় না। আজও (গতকাল ম্যাচে) যেমন, সে একটি ছক্কা মারার পর ভাবলাম ম্যাচের গতিপ্রকৃতি হয়তো ঠিক করে দেবে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য (আউট হওয়ার ডেলিভারি) বলটি একটু সিমের ওপর মুভমেন্ট করেছে। তবে ইনটেন্ট ভালো লেগেছে।’ দ্রাবিড় এরপর ফাইনালে কোহলির রানে ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে বলেছেন, ‘এমন কিছু বলতে চাই না, যাতে হিতে বিপরীত হয়; তবে আমার মনে হয় বড় কিছুই আসছে। তার আচরণ ভালো লাগে এবং মাঠে যেভাবে নিজেকে নিংড়ে দেয়; আমার মনে হয় তার এটা (রানে ফেরা) প্রাপ্য।’

ব্রিজটাউনে আজ রাত ৮টায় ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে ভারত।

আইসিসির ভারতকে সুবিধা দেওয়ার বিষয়ে ভনের করা মন্তব্যে হরভজনের খোঁচা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের জন্য সেমিফাইনালে গায়ানার উইকেট আগে থেকেই বরাদ্দ ছিল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্লেয়িং কন্ডিশনেই উল্লেখ ছিল;ভারত যদি সেমিফাইনালে ওঠে, তাহলে তারা দ্বিতীয় সেমিফাইনাল খেলবে।

২৭ জুন সেই ম্যাচ হবে গায়ানায়। ক্যারিবীয় অঞ্চলের অন্যতম স্পিনবান্ধব উইকেট এটি। সে অনুযায়ী নিজেদের একাদশও সাজিয়েছে ভারত। বাড়তি স্পিনার হিসেবে সুযোগ পেয়েছিলেন অক্ষর প্যাটেল, যাঁর হাত ধরেই বার্বাডোজের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে ভারত।

এ নিয়ে ম্যাচ শুরুর আগে থেকেই ভারতকে খোঁচা দিচ্ছিলেন সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক মাইকেল ভন। ইংল্যান্ডকে ৬৮ রানে হারানোর পর ভনের সেই খোঁচার জবাব দিয়েছেন ভারতের সাবেক স্পিনার হরভজন সিং।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে ভন লিখেছিলেন এভাবে, ‘ইংল্যান্ড যদি দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দিত, তাহলে ইংল্যান্ড ত্রিনিদাদে হওয়া সেমিফাইনাল খেলত এবং আমার বিশ্বাস, সেখানে তারা সে ম্যাচটি জিতত। অভিযোগ নেই, ইংল্যান্ডের পারফরম্যান্স যথেষ্ট ছিল না। ভেন্যু হিসেবে গায়ানা ভারতের জন্য দারুণ এক পছন্দ ছিল।’

ভারত পারফর্ম করেও দেখিয়ে দিয়েছে গায়ানার উইকেট তাদের জন্য দারুণ পছন্দই ছিল। আগে ব্যাটিং করে তারা করেছিল ১৭১ রান। এরপর ইংল্যান্ডের মতো দলকে গুটিয়ে দিয়েছে ১০৩ রানে। দুই স্পিনার কুলদীপ যাদব ও অক্ষর মিলে নিয়েছেন ৬ উইকেট।

এরপরও অবশ্য ভনের সমালোচনার জবাবে এক্সে ভনের টুইট শেয়ার করে হরভজন লেখেন,

‘কী কারণে আপনার মনে হলো, ভারতের জন্য গায়ানা ভালো ভেন্যু? দুই দল একই ভেন্যুতে খেলেছে। ইংল্যান্ড টস জিতেছে, সেটাই ছিল বাড়তি সুবিধা। নির্বোধের মতো কথা বলবেন না। সব বিভাগেই ভারত ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে দিয়েছে। সত্যিটা মেনে নিন, সামনে তাকান এবং ফালতু কথা নিজের কাছেই রাখুন। ফালতু নয়, যৌক্তিক কথা বলুন।’

এ ছাড়া ক্লাব প্রেইরি ফায়ার পডকাস্টেও ভারতকে সুবিধা দেওয়ার বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন, ‘এটা তাদের (ভারত) টুর্নামেন্ট। তারা যেখানে চায়, সেখানে খেলছে। তারা জানে, তাদের সেমিফাইনাল ম্যাচ কোথায় হবে। তারা প্রতিটা ম্যাচ খেলছে সকালবেলা, যেন ভারতের দর্শকেরা রাতের বেলা টিভিতে খেলা দেখতে পারে।’

আইসিসির সূচি ভারতের জন্য অনেক সুবিধা করে দিয়েছে, সেটা মানছেন খোদ ভারতের সাবেক ক্রিকেটার সঞ্জয় মাঞ্জরেকারও। তিনি বলেন,‘পরিষ্কার সুবিধা দেওয়া হয়েছে। রোহিতকে এটা মানতেই হবে। সে বলতে পারবে না যে এটা তাদের কাজটা সুবিধা করে দিচ্ছে না। ভারত নিশ্চয়ই তাদের দল সাজিয়েছে এটা মাথায় রেখে।’

‘ভারতকে ভয় পাবে দক্ষিণ আফ্রিকা’

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্যারিয়ারের সেরা ফর্মে আছেন জসপ্রীত বুমরা। সঙ্গে কুলদীপ যাদব, রবীন্দ্র জাদেজা ও অক্ষর প্যাটেল তো আছেনই। ভারতের এমন বোলিং আক্রমণের সামনে দক্ষিণ আফ্রিকাকে আগামীকাল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে মনে করেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার শোয়েব আখতার।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের সেমিফাইনাল ম্যাচে বড় জয়ের পর নিজের ইউটিউব চ্যানেলে এক ভিডিওতে তিনি রোহিতদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, ‘ভারত ফাইনালে জায়গা করে নেওয়ার যোগ্য দাবিদার। আমি অনেক দিন ধরেই বলে আসছি, তাদের সর্বশেষ দুটি বিশ্বকাপ জেতা উচিত ছিল। এই বিশ্বকাপও তাদের জেতা উচিত।’

এই উড়তে থাকা ভারতকে থামাতে হলে প্রোটিয়াদের কি করতে হবে, সেটাও বলেছেন পাকিস্তানের এই স্পিড স্টার, ‘যদি দক্ষিণ আফ্রিকা টসে জিতে, তাহলে তাদের আগে ব্যাটিং করা উচিত। তাহলে তাদের কিছুটা হলেও জয়ের সম্ভাবনা থাকবে।’ তবে শোয়েব এ কথাও বলেছেন, প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে নামা দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতের বিপক্ষে আগামীকালের ফাইনাল খেলতে নামার আগে ভয়ে থাকবে।

তাঁর মুখেই শুনুন, ‘ওরা প্রথমবারের মতো ফাইনাল খেলছে। ভারতের এই পারফরম্যান্সের

(ইংল্যান্ডের বিপক্ষে) পর দক্ষিণ আফ্রিকা ভয়ে থাকবে। এই স্পিনারদের সামনে কে রান করবে। ভারতের এ ম্যাচটা জেতা উচিত।’

তবে বার্বাডোজের ফাইনালের আগে ভারতের ব্যাটিং লাইন আপে পরিবর্তন আনার দরকার মনে করছেন শোয়েব। এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে ওপেন করা বিরাট কোহলিকে তিনি এক ধাপ নিচে ব্যাটিং করানোর পরামর্শ দিয়েছেন, ‘আমি পন্ত ও রোহিতকে ওপেনিংয়ে দেখতে চাই, বিরাটকে ৩-এ খেলাতে চাই। বিরাট যদি তাঁর চেনা পজিশনে সহজাত খেলা খেলতে পারে তাহলে ভালো হবে। সে ক্রিজে সময় নিতে পছন্দ করে, বাজে বলে রান নিতে অভ্যস্ত। এরপর সে তার স্ট্রাইক রেট বাড়িয়ে নেয়। আমার তাকে সহজাত ওপেনার মনে হয় না। সে যদি তিনে খেলে, তাহলে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।’

ভারতের কাছে হারের পর যে ভুল স্বীকার করছেন বাটলার

নিজস্ব প্রতিনিধি: টসে জিতে ইংল্যান্ড অধিনায়ক জস বাটলার বলেছিলেন, পিচ ভালো, তবে বল নিচু হবে বলে আগে বোলিং করবেন। আর ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেন, আগে ব্যাটিংটাই চেয়েছিলেন তিনি। কারণ খেলা যত এগোবে, পিচ তত ধীর হবে। শেষ পর্যন্ত হয়েছেও তা,ই।

আগে ব্যাট করে ভারত তুলেছে ৭ উইকেটে ১৭১ রান। যা তাড়া করতে নেমে ইংল্যান্ড অলআউট হয়েছে ১০৩ রানে। দুটি উইকেট নিয়েছেন যশপ্রীত বুমরা, দুজন হয়েছেন রানআউট। ইংল্যান্ডের বাকি ৬ উইকেট তুলে নিয়েছেন ভারতের দুই স্পিনার অক্ষর প্যাটেল ও কুলদীপ যাদব।

ম্যাচ শেষে বাটলার জানান, নিজেদের বোলিংয়ের সময় সিদ্ধান্তে ভুল হয়েছিল তাঁর।

গায়ানার প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে ভারত,ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টার বেশি সময় পর। এই উইকেটে স্পিনাররা যে বড় পার্থক্য গড়ে দিয়েছেন, সেটি ম্যাচের পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট। ইংল্যান্ডের দুই স্পিনার লিয়াম লিভিংস্টোন ও আদিল রশিদ আট ওভারে রান দিয়েছেন ৬.১৩ গড়ে (মোট ৪৯ রান)। বিপরীতে চার পেসারের খরচ

১২ ওভারে ১২০ রান (১০ গড়ে)। আবার ভারতের তিন স্পিনার অক্ষর, কুলদীপ ও রবীন্দ্র জাদেজারা ১১ ওভারে দিয়েছেন ৫৮ রান (৫.২৭ গড়ে), কিন্তু পেসাররা ৫.৪ ওভারে ৪৩ রান।

উইকেটে স্পিনারদের দাপট দেখে ম্যাচ শেষে বাটলারের উপলব্ধি, ডানহাতি স্পিনার মঈনকেও কাজে লাগাতে পারতেন তিনি, ‘আমার মনে হয় না টস খুব বড় কোনো পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। ওদের দলে চমৎকার সব স্পিনার ছিল। আমাদের দুজনও (রশিদ ও লিভিংস্টোন) খুব ভালো বোলিং করেছে। আমার বোধোদয় হচ্ছে, পিচে স্পিন যেভাবে ধরে, তাতে মঈনকেও বোলিং করানো উচিত ছিল। ওরা সংগ্রহটা বেশ বড় করে নিয়েছে, এরপর দুর্দান্ত বোলিং আক্রমণের বিপক্ষে তাড়া করাটা সব সময়ই কঠিন।’

এখন থেকে ঠিক এক বছর আগেও ক্রিকেটের দুটি বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ছিল ইংল্যান্ড। গত বছরের অক্টোবর,নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড লিগ পর্ব থেকে ছিটকে একটি শিরোপার দখল খুইয়ে ফেলে। এবার ভারতের কাছে সেমিফাইনালে হেরে টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মালিকানাও যাচ্ছে।

ভবিষ্যতের টুর্নামেন্টগুলোতে চোখ রেখে ইংল্যান্ড নিজেদের দলসংশ্লিষ্ট সবকিছু নিয়ে পর্যালোচনায় বসবে বলে সংবাদমাধ্যমকে জানান বাটলার, ‘আমরা সবকিছুই পর্যালোচনা করব এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করব। দল হিসেবে কীভাবে ভালো করা যায়, যারা জড়িত আছে, তাদের নিয়ে এবং খেলার স্টাইল নিয়েও আলোচনা করা দরকার। এ ধরনের একটি হারের পর শুধু একটা ম্যাচ, সর্বশেষ কয়েকটা ম্যাচের খেলাই পর্যালোচনা করার মতো সুযোগ তৈরি হয়।’

ব্রাজিলের জার্সিতে ব্যর্থ ভিনিসিয়ুস কি শুধুই ক্লাব ফুটবলার

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের কোপা আমেরিকায় ব্রাজিল যাঁদের ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করছে, ভিনিসিয়ুস তাঁদের অন্যতম। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ ও লা লিগা জয়ের অন্যতম নায়কের ওপর তো ভরসা করাই যায়, নাকি!

অথচ দুর্দান্ত ছন্দে থাকা এই ফরোয়ার্ডকে ব্রাজিল-কোস্টারিকা ম্যাচের ৭১ মিনিটেই তুলে নেন কোচ দরিভাল জুনিয়র। ভিনিকে তুলে নেওয়ার দায় অবশ্য দরিভালকে দেওয়ার সুযোগ নেই। ম্যাচজুড়ে ব্রাজিল দাপুটে ফুটবল খেললেও ভিনিসিয়ুসের প্রান্তে ছিল রাজ্যের নীরবতা। এমনকি পরিসংখ্যানও ভিনিসিয়ুকে সঙ্গ দিতে পারছে না।

কোস্টারিকার বিপক্ষে ম্যাচে ৭১ মিনিট মাঠে থেকে গোল কিংবা গোলে সহায়তা দূরে থাক, কোনো শটও নিতে পারেননি ভিনিসিয়ুস। যে ড্রিবলের জন্য পরিচিত, সেটি চারবার চেষ্টা করে প্রতিবার ব্যর্থ হয়েছেন। চারটি ক্রস দিয়ে কেবল একটিতে পেয়েছেন সফলতা। সাফল্যের হার মাত্র ২৫ শতাংশ। শুধু পাসটাই একটু ঠিকঠাক দিতে পেরেছেন। ২৩টি পাসের মধ্যে সফল হয়েছেন ১৯ বার। এমন পারফরম্যান্সের পর দরিভালকে দোষ দেওয়ার সুযোগ কোথায়?

এটা সত্য যে ভিনিসিয়ুসকে আটকানোর জন্য আলাদা পরিকল্পনা করেই মাঠে নেমেছিলেন কোস্টারিকার খেলোয়াড়েরা। তাঁকে রাখাও হয়েছিল কড়া মার্কিংয়ে। কিন্তু বিপরীত প্রস্তুতি ভিনিসিয়ুসের ছিল কি না, সে প্রশ্ন চাইলে কেউ তুলতেই পারেন। সেরা খেলোয়াড়দের কাজই তো সব ফাঁদ কেটে বেরিয়ে গিয়ে দলকে গোল এনে দেওয়া। যে কাজে ভিনিসিয়ুসকে পুরোপুরিই ব্যর্থ বলা যায়। অথচ দল যখন গোলের জন্য হাহাকার করছিল, তখন সবাই

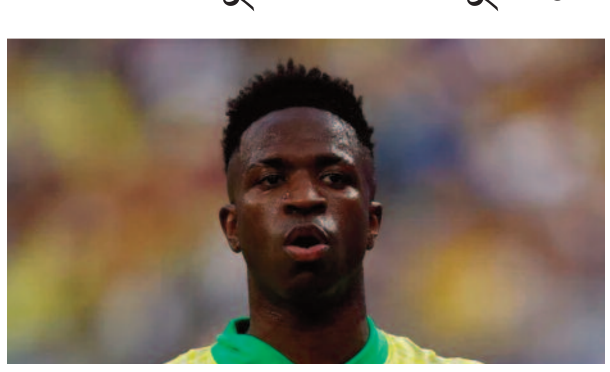

তাকিয়ে ছিল তাঁর দিকে। কোস্টারিকার বিপক্ষে এমন নড়বড়ে পারফরম্যান্সের পর ভিনিসিয়ুস শুধুই ক্লাবের খেলোয়াড় কি না, সে প্রশ্নও তুলেছেন অনেক সমর্থক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে ট্রল করে অনেক মিমও বানানো হয়েছে।

ব্রাজিলের হয়ে ভিনিসিয়ুসের ম্লান পারফরম্যান্স অবশ্য নতুন কিছু নয়। ২০১৯ সালে অভিষেকের পর ভিনিসিয়ুস ৩১ ম্যাচে গোল করেছেন মাত্র ৩টি আর গোলে সহায়তা করেছেন ৫টি। ব্রাজিলের হয়ে ভিনিসিয়ুস প্রথম গোলটি করেন ২০২২ সালের মার্চে, চিলির বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে।

একই বছরের নভেম্বরে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে করেন দ্বিতীয় গোলটি। এরপর গত বছরের জুনে তৃতীয় গোলটি করেন আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে গিনির বিপক্ষে। গোলের প্রসঙ্গ সরিয়ে রাখলেও এখন পর্যন্ত ব্রাজিলের জার্সিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রভাবও ফেলতে পারেননি ভিনি।

অতীতের ব্যর্থতা ভুলতে এবারের কোপা আমেরিকাকে ভাবা হচ্ছে ভিনির নিজেকে প্রমাণের মঞ্চ। বিশেষ করে নেইমার না থাকায় প্রত্যাশার জোয়ালটা তাঁর কাঁধেই চাপানো। এই চ্যালেঞ্জের প্রথম পরীক্ষায় পুরোপুরি ব্যর্থ ভিনি। তবে সুযোগ এখনো শেষ হয়ে যায়নি। উন্নতির কথা ভিনি নিজেও বলেছেন। কোস্টারিকা ম্যাচের পর তিনি বলেন, ‘আমি জানি কোথায় আমাকে উন্নতি ও বিকাশ লাভ করতে হবে। দলের জন্য আমি সেটি করব।’ ভিনি সেটি করতে পারেন কি না, সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা। ‘ডি’ গ্রুপে ব্রাজিলের পরের ম্যাচ ২৯ জুন, প্রতিপক্ষ প্যারাগুয়ে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**